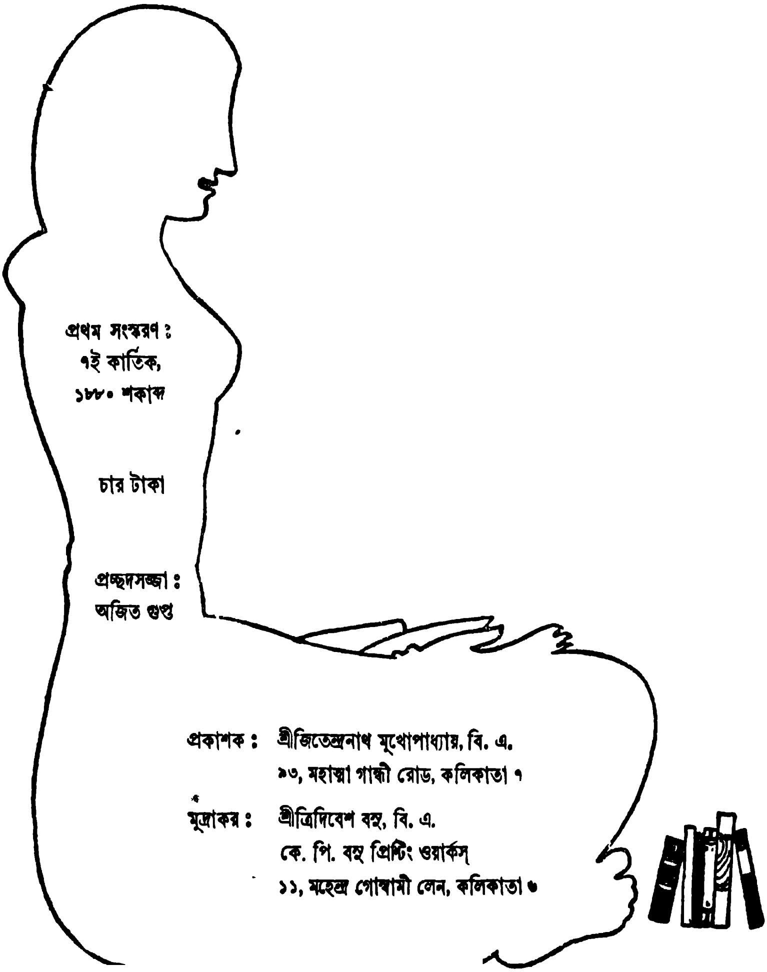
সঞ্জয় ভট্টাচার্যের

স্বনির্বাচিত কবিতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের
স্ব নির্বাচিত কবিতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭



প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই কার্তিক,
১৮৮০ শকাব্দ

চার টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

দাদাকে



ভূমিকা

যখন কবিতা লিখতে সুরু করেছিলাম তখন তার সংজ্ঞার খোঁজ নিইনি। কিন্তু কবিতার একটা সংজ্ঞা নিশ্চয়ই আছে আর সে-সংজ্ঞা কবির মনে একদিন ধরা পড়তে বাধ্য। সব কবির মনে এ-সংজ্ঞা যে একই রকম হয় তা নয়—সংজ্ঞাটা তৈরি হয় যার যার মনের মাপে। রচিত কবিতার জন্মক্ষণগুলো মনের উপর ধরে নিয়ে কবি মোটামুটিভাবে অনুভব করতে পারেন রচনাগুলোর সঙ্গে তার মনের সম্পর্ক কী। সে সম্পর্কটাই তার কবিতার সংজ্ঞা।

আমার কবিতার জন্মক্ষণগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি বলতে পারি যে ওগুলো হচ্ছে আমার বিশেষ সময়ের বিশেষ জ্ঞান। সময়টা কখনো এ-শতকের আবহাওয়া ছেড়ে চলে গেছে, কখনো বা আবহাওয়া মনের উপর চেপে ধরেছে। কাজেই জ্ঞানটাও কখনো হয়েছে অনুভব, কখনো সুস্পষ্ট ভাবনা। অনুভবের এলাকায় স্পষ্ট চিন্তা কাজ করতে পারে বলে আমার মনে হয় না, কারণ, মনের উপর সব ছাপ স্পষ্ট থাকে না আর অনুভবের কাজই হচ্ছে মনের সমস্ত ছাপকে উদ্ধার করে আনা। ছাপ হয়ত উদ্ধার হয় কিন্তু অস্পষ্টতা কোনো ছবিতেই দূর হয় না। জটিল বা অস্পষ্ট ছাপের অন্বেষণে গিয়ে কবি দুর্বোধ্য হয়ে পড়েন। কাজেই দুর্বোধ্যতা কবিতার শত্রু নয়, সহচর।

এখানে আমার গত পঁচিশ বছরের মানসিক অভিজ্ঞতার ছবি আছে—বলাবাহুল্য যে তার সবগুলোই পরিচ্ছন্ন নয়। তাছাড়া এগুলো এমনও নয় যা থেকে একটি মনের সুনির্দিষ্ট পরিণতি আবিষ্কার করা যাবে। সাময়িক ঘটনায় মন যেমন জড়িয়ে পড়েছে তেমি্ন সাময়িকতা থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টাও মনের ছিল। দেশ-কাল-ভোলা মন যে অবস্থায় বসবাস করে তা যতোই অবাস্তব হোক, কাব্য-সত্য সেখানে অনুপস্থিত থাকে না। অবশ্য সে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন কাজ। সে-কাজে বৈজ্ঞানিক ভাষা শক্তিহীন। তার বাহন হতে পারে আবেগময় ভাষা। কিন্তু এ-ভাষার দোষ এই যে তা চিন্তার শৃঙ্খলা মেনে চলতে চায় না। কাজেই সে যে ছবি আঁকে তাতে পরিচ্ছন্নতার অভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে।

কবিতার ক্ষেত্রে আমি নিজেকে পরিচ্ছন্ন করতে পারিনি। নিজে পাঠকের ভূমিকা নিলেও আমি আমার কবিতা থেকে একটি সুস্পষ্ট কবি-আলেখ্য পাব না,

কেননা, কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতা বা চেতনা এখানে বিকাশের পথ পায়নি। আমার খণ্ডিত সত্তার পরিচয়ে আমার কবিতাগুলো আমার নিকট পরিচিত। সে সত্তা সব ক্ষেত্রে কবি-সত্তা কি না সে-সম্পর্কেও আমার সন্দেহ দুস্তর। আমি যদি আমার কবিতা পাঠকের উপযোগী করে বাছাই করতে যাই তাহলে হয়ত বিশ-পঁচিশটির বেশি আমার মনোনীত হবে না।

কিন্তু তা করতে গেলে খণ্ডিত সত্তায় আমার সামগ্রিক উপস্থিতি ব্যাহত হবে। প্রত্যেকটি কবিতার জন্মক্ষণে আমি অকপটে মনকে মুক্ত করতে চেয়েছি। মনের সেই মুক্ত মুহূর্তের উপর সংস্কারাচ্ছন্ন মনের শাসন চাপাতে গেলে কবিতার গায়ে আঘাত দেবার ভয় যেম্নি থাকে, তেম্নি থাকে নিজেকে অখণ্ডরূপে প্রকাশ করবার প্রয়াস। এ-প্রয়াস মিথ্যা প্রকাশেরই প্রয়াস। আমি যদি কোনো অংশে সার্থক হতে পারি, আমার ত্রুটিগুলো সে সার্থকতাকে উজ্জ্বল করবে বলেই আমার ধারণা।

সবশেষে আমি বলতে চাই যে আমার কবিতা আমার এক বিশেষ ধরনের কথা—যা আমি মনে-মনে বলেছি আর যা আমি গদ্য-রচনায় কোথাও বলতে পারতাম না—গল্পে না, উপন্যাসে না, প্রবন্ধে না। বাস্তব অনুভূতিতে যখন আমি জাগ্রত তখন হয়ত নিজেই এ-কথাগুলোর সব খেই খুঁজে পাব না, এমন কি অনেক সময় ভাবতেই পারিনে যে এ-ধরনের কথা আমি বলেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ-ধরনের কথা আমি বলি, যখন কবিতা লিখবার অবকাশ জোটে। সে অবকাশ মানে অনুভবের মুখোমুখি হওয়া অথবা ভাবনার শরীরে আবেগের সন্ধান করা।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

সংকলিতা (১৯৩৩—১৯৩৯)

১ ॥ জ্যোৎস্নায় ॥ ১

আজ চোখে ঘুম নাই। আকাশেরো ঘুম নাই যেন।

২ ॥ ভোর ॥ ২

কখনো বাইরে দাঁড়ায়েছো এসে ঘুমের চোখে

৩ ॥ সাগর ॥ ৩

বালুর বেলায় জলকন্যারা নাকি

৪ ॥ মেঘ-জ্যোৎস্নায় ॥ ৪

চুপি-চুপি কথা কয়েছে কখনো লাজুক মেয়ে

৫ ॥ ঘুম ॥ ৫

কালো মেয়ে ভালোবাসে ঘুম

৬ ॥ বন ॥ ৬

হয়ত বা তুমি গ্যাখোনি' কখনো গভীর বন

৭ ॥ নদী ॥ ৭

নদীর জলে

৮ ॥ স্বপ্নের দিনে ॥ ৮

পৃথিবী যেখানে চাঁদ হয়ে গেছে সেখানে চলো :

৯ ॥ নীলিমাকে ॥ ৯

রাত্রিতে জেগে ওঠে যে সাগর

১০ ॥ পদ্মাকে ॥ ১০

ভোরের চাঁদ পদ্মমধুর মতো লাল :

১১ ॥ নিশীথ-নগরী ॥ ১১

যে রাজপথে চলে ট্রাম

১২ ॥ এরোপ্লেন ॥ ১২

দেখেছো তো কতোদিন

১৩ ॥ ইলেকট্রিসিটি ॥ ১৩
বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি—
১৪ ॥ আকস্মিক ॥ ১৪
কতদিন জলের ক্লান্ত নিশ্বাস
১৫ ॥ মেঘ ॥ ১৫
মেঘে ছায়া-ঘন হ'ল আকাশের দিন
১৬ ॥ পার্বতী ॥ ১৬
তোমার মুহূর্ত শুধু ছায়া-নীল শর্বরীর মতো
১৭ ॥ প্রেতায়িত ॥ ১৮
আমাদের জীবন থেকে
১৮ ॥ ওরা ॥ ২০
তামাটে মাংসের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি
১৯ ॥ মুমূর্ষু ॥ ২১
আমরা পাইনি এসে পৃথিবীর প্রথম যৌবন
২০ ॥ মানুষ ॥ ২২
হে যুগ-দেবতা
২১ ॥ ঘাম ॥ ২৪
আর ফুলের গন্ধ নয়, পৃথিবী,
২২ ॥ আমরা ॥ ২৫
আমাদের বিবর্ণ জীবনে
২৩ ॥ উহ্য ॥ ২৭
তোমাদের তলোয়ার
২৪ ॥ ফানুষ ॥ ২৮
আমরা ফানুষ : আমাদের স্ফীত মন
২৫ ॥ আজ ॥ ৩০
আজ যেন তারা এক হয়ে গেছে সব
২৬ ॥ অনাগত ॥ ৩১
সূর্য তোমার গেল না কুজ্ঝটিকা

২৭ ॥ **আশ্বিন—১৩৪৬** ॥ ৩৩
যে আকাশে রঙ্ নেই, ওড়ে শুধু কালো এরোপ্লেন—
২৮ ॥ **ভাঙা বন্দর** ॥ ৩৪
ভাঙা বন্দরে আমরা করেছি ভিড় :
২৯ ॥ **ইতিহাস** ॥ ৩৫
আমরা কি এসেছি কোনো পাহাড়ের চূড়ায়
৩০ ॥ **আগন্তুক** ॥ ৩৭
পৃথিবীর রং মুছে ফেলে দেয় যারা
৩১ ॥ **নূতন আকাশ** ॥ ৩৮
ভেঙে গেছে অনেক আকাশ
৩২ ॥ **মাটি** ॥ ৩৯
মাটি হতে নিয়ে গেছে যাযাবর মানুষেরা যব আর ধান
৩৩ ॥ **যুদ্ধ** ॥ ৪০
যুদ্ধের জন্ম হ'ল
৩৪ ॥ **সমতল** ॥ ৪১
যাত্রীরা এলো বহুদূর
৩৫ ॥ **রিফিউজি** ॥ ৪৩
মুমূর্ষু মাটি ছেড়ে তা'রা আসে আদিগন্ত প্রান্তরে :
৩৬ ॥ **পামীর** ॥ ৪৪
পামীরের হৃদ্‌পিণ্ড পাঠায়েছে গৈরিকের স্রোত
৩৭ ॥ **কুয়াশা** ॥ ৪৬
মুহূর্তগুলো মরে-যাওয়া যার বেঁচে-ওঠার ইতিহাস গাঁথে,
৩৮ ॥ **বর্তমান** ॥ ৪৯
আবারো সে সূর্য আসে—কতো ক্ষয় হয়ে গেলে পর,
৩৯ ॥ **ঘুম** ॥ ৫১
সাগরে পাহাড়ে ঘেরা আমাদের বন্দীশালা,
৪০ ॥ **সমাধি** ॥ ৫২
লৌহিত্য-সিন্ধুর জল আনল তিব্বতের ঢেউ।

৪১ ॥ বাংলাদেশ ॥ ৫৩
গাছের ছায়ারা ভিজে কালো করে' দিয়ে যায় জল
৪২ ॥ কস্মৈ দেবায় ॥ ৫৫
কোন্ দেবতারে জানাই নমস্কার ?
৪৩ ॥ বিরহ-মিলন কথা ॥ ৫৬
আমরা অনেক দূর, আকাশের তারার মতন,
৪৪ ॥ মৃত্যুর্ধাবতি ॥ ৫৭
চাঁদে আছে এখনো কবিতা আমাদের মসৃণ আকাশে
৪৫ ॥ অশেষ ॥ ৫৯
জানি হব পার বারবার
৪৬ ॥ প্রতীক্ষা ॥ ৬১
তোমাকে পেয়েছি, জানে পূর্ণিমার অনেক আকাশ
৪৭ ॥ রাত্রি ॥ ৬২
মহানগরীর চকিত আকাশ হ'তে
৪৮ ॥ পরিবেশ ॥ ৬৩
প্রাচীন এ দৃশ্যপট :
৪৯ ॥ অসাময়িক ॥ ৬৫
তোমার শরীর হ'তে ছায়া ঝরে' পড়ে
৫০ ॥ অভীপ্সা ॥ ৬৬
মাটির গৈরিকে রাঙা তোমার সে উচ্ছল যৌবন
৫১ ॥ রূপান্তর ॥ ৬৭
এখানে কোকিল ডাকে,
৫২ ॥ আসন্ন ॥ ৬৮
সে-পৃথিবী কতদূর আমরা শুনেছি যার কথা ?
৫৩ ॥ তারপর ॥ ৬৯
এখন আকাশ হ'তে মৃত্যুবীজ আসে
৫৪ ॥ মাটি ও মানুষ ॥ ৭০
এমনি ত ছিল মাটি ;

৫৫ ॥ আগুন ॥ ৭২
পুবের আকাশে ধোঁয়া :
৫৬ ॥ ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর ॥ ৭৪
অনেক সীমান্তে আজও পড়ে আছে মানুষের শব
৫৭ ॥ নামহীন ॥ ৭৫
অতি দীর্ঘ সময়ের কোনো এক মুহূর্তের মুমূর্ষু রেখায়
৫৮ ॥ পৃথিবীকে ॥ ৭৮
তোমার মাটির ঘ্রাণ, তোমার জলের স্বাদ, তোমার আলোর আলিঙ্গন

প্রাচীন প্রাচী (১৯৪৬—১৯৪৮)

৫৯ ॥ এশিয়া ॥ ৭৯
তাই কি ভালো ছিলো না—
৬০ ॥ ভারতবর্ষ ॥ ৮৯
চারদিকে নূতন আলোর আকাশ—আমার রক্তে পুরোনো মাটি
৬১ ॥ বাঙলা ॥ ৯৯
কতো দূর হতে যেন নদীর ঘ্রাণ আসে !

নতুন দিন (১৯৪৭)

৬২ ॥ নতুন দিন ॥ ১০৯
পৃথিবীর সেই সব দিন
৬৩ ॥ যুদ্ধোত্তর ॥ ১১১
মেরুর বরফ-দিন আবার ওখানে ফিরে আসে,
৬৪ ॥ ডাক ॥ ১১২
শুনি ডাক। হেমন্তের গভীর বিকাল
৬৫ ॥ কৃষক ॥ ১১৪
অনেক দূরের থেকে তোমাদের জানি
৬৬ ॥ শ্রমিক ॥ ১১৫
তোমার অনেক পরিচয় আমাদের পৃথিবীতে আজ।

৬৭ ॥ ১৯৪২-এর পর ॥ ১১৬
অন্ধকারে আমাদের প্রবেশ-প্রস্থান।
৬৮ ॥ ২৬শে জানুয়ারী ॥ ১১৭
একটু সময় দিও, হৃদয়ের খানিক সময়

যৌবনোত্তর (১৯৪৩—১৯৪৮)

৬৯ ॥ যৌবনোত্তর ॥ ১১৯
রাত্রিকে কোনদিন মনে হতো সমুদ্রের মতো ;
৭০ ॥ মহাগণিকা ॥ ১২০
অনেক মানুষ এলো অনেক অনেক দিন হতে,
৭১ ॥ মহামৃত্যু ॥ ১২২
তোমার কাহিনী যেন ছিল এক নীলাভ বিস্ময়
৭২ ॥ অতীত ॥ ১২৩
যখন জীবনে একদিন কোনো এক জীবন
৭৩ ॥ অনুভব ॥ ১২৫
হৃদয়ের অনুভবগুলো একদিন স্মৃতি হয়ে যায় ঃ
৭৪ ॥ হৃদয় ॥ ১২৭
যেতে পারো জীবনের খানিক গভীরে ঃ
৭৫ ॥ বিস্ময় ॥ ১২৮
জীবনের কোনো এক দিকে তবু রোদ লেগে থাকে ঃ
৭৬ ॥ রাত্রিশেষের কাব্য ॥ ১২৯
এখন যে-কোনদিন দেখা যাবে প্রভাতের প্রপাত আকাশে,

অপ্রেম ও প্রেম (১৯৪২—১৯৫২)

৭৭ ॥ ছিন্ন ॥ ১৩০
আমাদের ছিল যতটুকু বা-আকাশ
৭৮ ॥ পুনশ্চ ॥ ১৩১
তোমার ছায়ায়

৭৯ ॥ **পুরোনো পরিচয়** ॥ ১৩৩
ভুলিনি সবুজ দিন—ভুলিনি নরম সেই আলো,
৮০ ॥ **সবুজ মেয়ে** ॥ ১৩৫
সবুজ মেয়েরা আসে বারেবারে এখনো আষাঢ়ে
৮১ ॥ **ধ্বনি** ॥ ১৩৬
ধ্বনি ছিল। ধ্বনি আছে।
৮২ ॥ **সন্ধ্যা** ॥ ১৩৮
গন্ধ ওঠে—নদীর গন্ধ, মাছের গন্ধ
৮৩ ॥ **বিভাবরী** ॥ ১৩৯
তোমার চোখে দু'ফোঁটা রাত এতো গভীর
৮৪ ॥ **অপ্রেম ও প্রেম** ॥ ১৪০
একদিন সব ভুলে যাই।
৮৫ ॥ **অবিচ্ছিন্ন** ॥ ১৪৯
অনেক বছর পরে যদি দেখা হ'ত
৮৬ ॥ **জন্মদিনে** ॥ ১৫০
সূর্যের সোনার নীড়ে
৮৭ ॥ **পারমিতিহাস** ॥ ১৫১
এ বন-লাবণ্য কেন বলো অন্যমনে যদি রাখবেই মুখ ঢেকে ময়না

সংকলিতা

(১৯৩৩ — ১৯৩৯)

জ্যোৎস্নায়

আজ চোখে ঘুম নাই।   আকাশেরো ঘুম নাই যেন।
নরম ঘুমের মত জ্যোৎস্না জেগে রয়।
ভেবে ছাখো একবার—এমনি মদির জ্যোৎস্নারাতে
মালিনীর স্তব্ধ জল কেঁপেছিল রূপালি বাতাসে,
উটজে ফেরেনি শকুন্তলা,
চেয়ে আছে কোন্ পথে এসেছিল তুষ্মন্তের রথ।
সমুদ্র-সৈকতে এসে এমনি জ্যোৎস্নায়
দাঁড়ায়ে কেঁদেছে ডিডো, কার্থেজের স্বপ্ন চোখে তার।
সেদিনো-এমনি ছিল স্বচ্ছ জ্যোৎস্নারাত—
ট্রয়ের পাষাণপুরী পরিশ্রান্ত পশুর মতন
ঘুমায়ে পড়েছে ; শুধু জেগে আছে হেলেনের চোখ—
জেগে আছে—দ্রুতগতি সমুদ্রের পাখীর পালকে,
জেগে আছে—দূরান্তের অর্ধস্ফুট ঢেউয়ের সঙ্গীতে !

ঘুম ?   আজ না-ই হোল ঘুম !   থাকো জেগে।
এই রাতে ঘুমায়নি ইস্থফ জুলেখা।
নেমে এসো অবিশ্রান্ত জ্যোৎস্নার বর্ষণে।
নগ্ন আকাশের তলে অসহ্য নূতন
প্রথম প্রেমের মত স্পর্শ জাগে নিঝুম জ্যোৎস্নায়।
আজ আর না-ই হলো ঘুম !

ভোর

কখনো বাইরে দাঁড়ায়েছো এসে ঘুমের চোখে
নরম ভোরে ?
ছাখোনি আকাশ বোবা হয়ে আছে শিখেনি ভাষা
আলো এসে গেছে আসেনি আভা !
ঘুমিয়ে রয়েছো, কতোবার এলো এমন ভোর
এমন আলো !—
পরীরা যখন দল বেঁধে নামে স্বপ্ন ছেড়ে
বনের ফটিক ঝর্ণা তলে ।

আফ্রোদিতির লঘু আনাগোনা বনের ধারে
শোনোনি বুঝি ?—
পাপড়ি-হাতের নরম ছোঁয়ায় চম্‌কে উঠে'
অ্যাডোনিস্‌ হাসে ভোরের মতো ।
এম্নি ভোরেই তেপান্তরের মাঠের শেষে
গহন বনে
রাজকন্যার ঘন কালো চুল মেঘের মতো
রাজপুত্রের স্বপনে আসে ।

এম্নি ভোরেই আসে একদিন ফুলের কথা
হাওয়ায় ভেসে ;
"মোর সাত ভাই চম্পা জেগেছো ?···হয়েছে ভোর"
ঘুম হ'তে জেগে পারুল ডাকে ।
আরো কত কথা রূপালি বকের মালার মতো
আকাশে দোলে ;
আকাশের সেই স্বপ্নরা মরা মাটির সনে
মিশে আছে এই নরম ভোরে ।

সাগর

বালুর বেলায় জলকন্যারা নাকি
মুক্তার মতো সাদা হাসি হাসে গভীর রাতে,
ঢেউরা যখন কালো পাহাড়ের পাথর ঘিরে
ডানা ঝাপটায় খাঁচার পাখীর মতো ?

দূর সাগরের ঢেউএর ফেনার কোলে
জলকন্যারা চেয়ে থাকে নাকি আকাশ পানে,
মুঠো-মুঠো তারা বিছায়ে আকাশে আঁধার বুঝি
ছায়াপথ রচি' গোপনে তাদের ডাকে ?

পাপড়ির গালে শিশির পড়ার মতো
লঘুপদে যদি যাও কোনোদিন সাগর-তীরে,
ছায়ার মতন কাছে এসে ঘেঁষে দাঁড়াবে, দেখো,
ছায়াপুরী ছেড়ে জলকন্যারা সবে।

সজল নিটোল নীল আঁখি পানে চেয়ে।
স্বপন আনিও নয়নে, কয়ো না একটি কথা,
কথা যদি কও দেখিবে কোথায় মিশেছে তা'রা
সুমুখে সাগর করতালি দেয় শুধু।

মেঘ-জ্যোৎস্নায়

চুপি-চুপি কথা কয়েছে কখনো লাজুক মেয়ে
বাদলের ভেজা আকাশ-তলে জ্যোৎস্না-রাতে ?
চোখে এসে তার খয়েরি চুলের নরম ছোঁয়া
অবশ আলসে ঘুমের মতো পড়েনি ঢলে ?

হয়তো আকাশে সব খানি চাঁদ যায় না দেখা
জ্যোৎস্নারা লঘু মেঘের বুকে ঘুমিয়ে আছে ;
কিউপিড তার সাইকিরে বুকে জড়ায় যদি
স্বপ্ন-মেদুর ছায়ার আভা এমনি হ'বে।

হয়তো মেঘের ওপারের দেশ মেরুর মতো
নিথর শীতল আলোয় রচা বিচিত্রতা,
স্বচ্ছ দেহের মৃদুভার রেখে ফুলের 'পরে
পাঠায় স্বপ্ন মাটির চোখে পরীরা যতো!

ভুলেছিলে, এলো কত রাত মেঘে ফেনিল ঘন
বুঝি দোর হতে ফিরেছে কেঁদে কতো না রাত,
ভাঙেনি তন্দ্রা শুনেও বুঝিবা তাদের কথা
যারা এসেছিলো কনক-চাঁপা খোঁপায় গুঁজে।

সে-ছবি হয়ত হারিয়ে গিয়েছে আকাশে দূরে
তবু পাবে তার আবেশটুকু জ্যোৎস্না-মেঘে—
যদি কোনো দিন কয় যা' বলেনি এমন কথা
বাদলের ভেজা আকাশ তলে লাজুক মেয়ে।

ঘুম

কালো মেয়ে ভালোবাসে ঘুম,
আর ভালোবাসে কালো ছায়া ফেলে দূরে চেয়ে-থাকা
রাত যদি ঘন হয়ে ওঠে,
হাওয়া হয় নীল,
আর যদি ঘুম ভেঙে যায়,
তোমার শিথিল গায়ে পাওনি কি কালো হিম-ছোঁয়া ?
কালো মেয়ে ভালোবাসে রাত
আর ভালোবাসে দিতে চোখ ভ'রে কালো হিম ঘুম।

যে দুপুরে ছায়া ফেলে আসে না মেঘেরা,
তোমার সুমুখে এসে কালো মেয়ে ফেলেছে কি ছায়া ?
লেগেছে তোমার বুকে
অলস নরম
ওর ভীরু বুক কেঁপে-ওঠা ?
আর ঘুম নেমেছে কি চোখের পাতায় ?

বন

হয়ত বা তুমি গ্যাখোনি' কখনো গভীর বন
যেখানে লুকিয়ে আছে কবেকার রাতের ছায়া
এলানো যেখানে আকাশের হিম-নয়ন নীল—
তেমন বন।

যে স্বপনগুলি চোখ হ'তে রাতে হারিয়ে যায়
তা'রা কথা কয় বনের নরম লতার ফুলে ঃ
তা'রা যেন লঘু পালকের মত, বনের মেঘ—
স্বপ্নগুলি।

হয়ত যখন তারা-ঝরে'-পড়া অনেক রাত
অলস বাতাস ঘুমায় হ্রদের জলের মত ঃ
জাগর চোখের পাতায় তখন ছোঁয়ায় ঘুম
বনের হিম।

যদি কোনো দিন আকাশের তলে তোমার চুল
ভিজে ওঠে কালো নতুন মেঘের শীতল জলে
দেখো ছুঁয়ে যাবে কতদূর হ'তে তোমার বুক
গভীর বন।

নদী

নদীর জলে
ঢেউ নয় ওরা পাখীরাই বুঝি মেলেছে পাখা ঃ
রূপা হয়ে আছে আকাশের রোদে চরের বালু
অনেক দূরে।

কখনো ভুলে
তুমি আর আমি দেখিনি সে ভীরু নির্জনতা
তারা শুধু একা—নদী আর চর, আকাশ, আলো
ভোরের মত।

দুপুর বেলা
সেখানেও পড়ে অলস মেঘের নরম ছায়া,
জোৎস্নাও বুঝি চায় কোনদিন মুখর হতে
গভীর রাতে।

বুঝিবা চায়
বোবা নদী আর আকাশ তখন কহিতে কথা,
তবু পাছে কেউ শুনে ফেলে তাই অমনি তা'রা
ঘুমিয়ে পড়ে।

স্বপ্নের দিনে

পৃথিবী যেখানে চাঁদ হয়ে গেছে সেখানে চলো ঃ
এই মরা চাঁদ কেমন লাগে !
পৃথিবীর নীল জ্যোৎস্না যেখানে ফুলের মতো
ঘন-বন-ছোঁয়া নয়ন মেলে ।

ছায়া-পথে আছে মৃদু আভা হ'য়ে স্বপ্নগুলি
সহসা তাহারা কহিবে কথা ;
হয়তো তখন আকাশের মতো তুমি ও আমি
কথাগুলি বুকে কুড়ায়ে ল'ব ।

তখন হয়তো তুমি নেই আর নেই পৃথিবী,
ম্লান হয়ে আছি স্বপনে শুধু,
দূর হ'তে একা চেয়ে ছাখো কোনো তারার চোখে
ছায়া-পথে তারা ফুটেছে কিনা ।

নীলিমাকে

রাত্রিতে জেগে ওঠে যে সাগর
অন্ধকারের সাগর—
তুমি তাতে স্নান করে’ এসো, নীলিমা,
তোমার চোখ হোক আরো নীল
চুল হোক ধূসর ফুলের মঞ্জরীর মতো।

আর যদি রাত্রিকে বিদীর্ণ করে’ ওঠে চাঁদ
তোমার আঁচলে লেগে থাকে যেন সিক্ত জ্যোৎস্না
তোমার বুকে পাই যেন জ্যোৎস্নার গন্ধ ;
বলতে পারো, সে জ্যোৎস্না কি নীল হবে নীলিমা,
নীল পাখীর পালকের মতো ?

জানি, তুমি আমায় ডাকবে—
(নীল বন কি কথা ক’য়ে উঠলো—
আর মেঘের গায়ে-গায়ে নেমে এলো স্বপ্নরা ?)
আমার চোখ নরম হ’য়ে আসবে ঘুমে, নীলিমা,
তোমাকে নয়, তোমার স্বপ্নকে পেয়ে।

পদ্মাকে

ভোরের চাঁদ পদ্মমধুর মতো লাল ঃ
সারারাত সে কি তোমায় জড়িয়েছিল, পদ্মা ?—
যেম্নি জড়িয়ে থাকে কুঙ্কুমের ফুল
কাশ্মিরী মেয়ের নিটোল আঙুলে !

জানতে পারোনি, পদ্মা,
কাল এসেছিল হাওয়া—
তোমার চুলের মতো নরম আর ঠাণ্ডা-
ভেঙে দিলো আমার রূপালি তন্দ্রা।
উঠে আমি দাঁড়িয়েছিলুম চাঁদের মুখোমুখি,
আর তোমার গায়ে পড়েছিল আমার দীর্ঘ ছায়া
সে-ছায়াই কি তোমায় রাখেনি ঘিরে, পদ্মা,
আর স্বপ্ন করে নি নিবিড় ?
তবু কেন ভোরের চাঁদ পদ্মমধুর মতো লাল ?

নিশীথ-নগরী

যে রাজপথে চলে ট্রাম
ডবল ডেকার আর লরী
আর মুখ বুঁজে যে শুয়ে থাকে
কান্নায় সে-ই বিদীর্ণ হয়ে গেল
একটা খড়-বোঝাই গরুর গাড়ির চলায়
রাত তিনটায়।
জেগে আছে পার্কে গ্যাসের নীল আলো
গাছের সবুজ আয়নায় চুপি-চুপি মুখ দেখবে বলে'

এখুনি জেগে উঠবে না কি রাজকন্যা
জীয়ন-কাঠির ছোঁয়ায় ?
দিগন্তে তার কালো চুল ছড়িয়ে গেছে
যেখানে নেই তারা ;
হাওয়া বুঝি তার নিশ্বাসে ভরে' গেল
যদি হাওয়া-ই তাকে বলো ;
ছাখো তো কোনো পাখী ডেকে উঠেছে কিনা
হতেও পারে সে তার হীরামন।
বেজে উঠল হঠাৎ মোটরের তীক্ষ্ণ হর্ণ—
মিথ্যেকথা, রাজকন্যা তো জাগেনি।

এরোপ্লেন

দেখেছো তো কতোদিন
দুপুর যে কাঁপে
কাঁপে গানের সুরের মতো।
আর দেখেছো
রোদের স্রোতে ঢেউ তুলে'
উড়ে যায় পাখীরা।
মনে আছে সে দুপুরের কথা—
থাকবে তো মনে ?

চাঁদের দিকে চাও যদি কোনোদিন
তোমার হাওয়ায় মেশে কোনো ফুলের গন্ধ
মনে করো সে দুপুরের কথা ঃ
মনে করো দুপুরের আকাশ
নেমেছিল পাখীর পালকে।

আজ কি আর পাবে সে দুপুর
কোথায় সে হারিয়ে গেছে কে জানে ?
উড়্‌ছে আকাশে এরোপ্লেন—
আর জানো ?—
পাখীরা পুড়ে গেছে রোদের আগুনে।

ইলেক্‌ট্রি সিটি

বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি—
পুরোনো চাঁদে সেই পুরোনো জ্যোৎস্না
আর পুরোনো রজনীগন্ধার গন্ধ ঃ
ওরা ফিরে ফিরে আসে ফুলের উপর প্রজাপতির মতো
দেখতে কি পাওনা—
তোমার হাজার বছর আগে ছিল যে আলো—
আজও তা' ঠিক তেম্নি আছে !
বলতে কি পারে না—চাইনে তোমাদের।
সূর্য থেকে মুছে ফ্যালো সাত রঙ
—দেখ নতুন কা'রা আসে ঃ
আকাশের নীল পাথর ঢেকে রেখেছে কা'দের
—আসুক তা'রা বেরিয়ে—
ফিরিয়ে আনো মাটির যৌবন।

ফিরে যাই ঘরে
জ্বল্‌ছে যেখানে নতুন দানব
ইলেক্‌টি সিটি।

আকস্মিক

কতদিন
জলের ক্লান্ত নিশ্বাস
মেঘ হ'য়ে উঠেছে আকাশে।
আর একদিন
সে-মেঘ গেল স্বপ্ন হ'য়ে
পৃথিবীর আকাশ-ভরা নীল ঘুমে।
কেমন করে তা' হয় ?—
আমার দেহ
ফুলের গন্ধ হ'ল কি করে' ?

মেঘ

মেঘে ছায়া-ঘন হ'ল আকাশের দিন,
পৃথিবীতে আজ তমাল হয়েছে কালো ঃ
তোমাদের দেহ-যমুনায় বলো, রাধা,
কাঁদে না ঊর্মিমালা ?

বন বুঝি মেঘে গহন হয়েছে আরো,
কার নীল চোখ হারায়েছে নীল বনে !—
তোমাদের কতো ঊর্মিলা জাগে রাত
রাজ-পালঙ্কে বসে' !

একা আরো কতো জেগেছ মেঘের রাত
কোন্ তপোবনে তোমরা, শকুন্তলা ;
মালিনীর জলে সেখানে ভাসেনি কেয়া
আসেনি বিজয়ী রাজা।

হিমগিরি হতে মেঘের ধ্বনি কি শোনো ?
উমা, তোমাদের দেবতা মেলেনি আঁখি !
কত যুগ গেল যাবে আরো কত যুগ
কতো মেঘ, কতো ব্যথা !

পার্বতী

তোমার মুহূর্ত শুধু ছায়া-নীল শর্বরীর মতো
আপনারে ঢাকে বারে, বারে
তুমি কি দিবে না তারে
সূর্যালোকে উজ্জ্বল উদ্ধত
মধ্যাহ্নের অগাধ আকাশ ?—
দিবে না কি নিতে তারে বসন্তের সুরভি-নিশ্বাস—
শুক্লা চৈত্র-রাত্রির মদিরা ?
হে পার্বতি, ছিন্ন কর নিষ্করুণ তুহিন-নির্মোক ঃ
সমতলে সমুদ্রের ডাক বুঝি শুনেছে নদীরা—
তোমারো রক্তের স্বাদ লবণাক্ত হোক,
অগ্নির সঞ্চার লাভ করুক হিমার্ত ম্লান শিরা-উপশিরা।

শুনিতে পাওনা বুঝি মৃত সেই মুহূর্তের দল
কালের তরঙ্গে ফিরে
তোমার দেহের তীরে
কঙ্কালের কালিমায় করে রূঢ় আর্ত কোলাহল !
স্বপ্নহীন নয়ন তোমার
বন্ধ্যার বেদনাময়,
করে নাই মেঘোদয়ে বিদ্যুতের সার্থক সঞ্চয় ;
যাহারে করেছ অস্বীকার—
শ্রাবণের নিদ্রাহীন সিক্ত অন্ধকার
আর শুভ্র আশ্বিনের বিস্মিত প্রভাত,
রজনীগন্ধার গন্ধ ফাল্গুনের প্রগল্‌ভ প্রদোষে
তারা কি তোমার মর্ম-কোষে
করে নাই জীবনের যবনিকা-পাত ?

তারপর একদিন যে মুহূর্তগুলি
আসিত না এ লগ্নের রুদ্ধদ্বার খুলি'
তারা এসে ভিড়িবে যখন—
ম্লান সূর্য, নক্ষত্রেরা খসে একে একে—
মৌন নদী নিষ্পলক হ্রদের মতন—
সেদিন অলক্ষ্য কোন্ পাণ্ডুর পূর্ণিমাকাশ থেকে
যদি আসে জোৎস্নার জোয়ার,
আসে রক্তে উর্বর আস্বাদ,
জাগে পীত নবাঙ্কুর জীবনে আবার—
তখন পাবে কি খুঁজে হারানো রাত্রির স্বপ্নসাধ ?
চৈত্রের নিশাবসানে
রজনীগন্ধার কানে
অপরিচিতের নাম শুনিবে কেবল ;
তোমার অপেক্ষা করে আগন্তুক কালবৈশাখীর কোলাহল ॥

প্রেতাত্মিত

আমাদের জীবন থেকে
ছিনিয়ে নাও, দেবতা,
তোমার সূর্যকে—
যে শুধু আমাদের শঙ্কিত আয়ুর বিধাতা-
আর কিছু নয়।
ঝরে পড়ুক সূর্যের ঔজ্জ্বল্য
পাহাড়ের তুষারে,
আনুক সে প্রভাত অরণ্যের জন্যে—
আমাদের জীবন থেকে
নিয়ে যাও তার ব্যর্থতা।

নিয়ে যাও তোমার আকাশ, দেবতা,
তারার জ্যোৎস্নায়
করো না আর সুদূরের ইশারা ঃ
মাটির গন্ধ আমাদের রক্তে
দেহে বিসর্পিত শুধু কবরের অন্ধকার

এ পৃথিবী কেন আমাদের দিলে, দেবতা,
দিল্লে মেঘের রঙ আর নদীর ছায়া!
সমুদ্র থেকে হাওয়া আসে
দক্ষিণ-দ্বীপের পদ্ম-গন্ধ নিয়ে
নিয়ে আসে জল-ঘাসের ঘ্রাণ
আর ঢেউ-এর দুরন্ততা!

আমাদের রক্ত কেন আজও ঝরে পড়তে চায়
ফুলের অজস্র মঞ্জরীতে ?
কেন মেয়েরা চায় কালো চোখে—
কালো চুলে নিবিড় করে আনে রাত
—আর ভালোবাসা ?

দাও আমাদের আকাশকে ইস্পাতে মুড়ে—
বিদ্যুতে জ্বলুক আমাদের সূর্য,
কার্বন ডায়োক্সাইডে ভরে যাক হাওয়া,
আমরা বেঁচে থাকি ক্লাইভ স্ট্রীটের দালানে
বেঁচে থাকি কংগ্রেসে আর সিনেমায়।
তুমি মরে যাও দেবতা—
ভরে উঠুক আমাদের নতুন পৃথিবী
তোমার প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাসে ॥

ওরা

তামাটে মাংসের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি
এক টুক্‌রো তামার জন্যে হাত পাতে ওরা—
ন্যাকড়ায় ওদের ধুলোর গন্ধ
ঘামের গন্ধ আর ঘায়ের গন্ধ ঃ
রাস্তার হাওয়ায় হোটেলের শিককাবাবের গন্ধ-
রাস্তার শানে ধোঁকে রোগা কুকুর আর ওরা।

বসন্ত এলো—
এলো লেকের জলে
এলো কতো মেয়ের কালো চোখে
বুঝিবা এলো তোমার আমার রক্তের রঙে ঃ
বসন্ত এলো না কিন্তু ওদের !

শহরের বসন্ত ঘোরে
বুইক-বেঞ্জ-বেলিলার চাকায়—
ওরা তখন চেয়ে থাকে কাবাবের মাংসের দিকে
আর ওদের মাংসে ওড়ে মাছির ঝাঁক ॥

মুমূর্ষু

আমরা পাইনি এসে পৃথিবীর প্রথম যৌবন ;
আকাশে হারিয়ে গেছে কতো কথা তরুণ তারার—
কতো নীল অন্ধকার, ম্লান কতো সূর্যের স্বপন—
জ্যোৎস্নায় জাগর রাত, রাতেরো তা' মনে নেই আর

আমরা পাইনি দেহে অরণ্যের সবুজ আঘ্রাণ ঃ
হয়তো ফুটেছে ফুলে কোনোদিন মৃত্তিকার মন ;
আমাদের ধমনীর ভীত রক্ত করেনি সন্ধান—
সিংহের পিঙ্গল ছায়া মিশে গেছে কোথায় কখন !

আমরা পাইনি মনে পর্বতের অভ্রভেদী সুর ঃ
পার্বতীর পঞ্চতপ ভুলে গেছে বুঝি হিমাচল ;
আমরা জানি না কিছু বয়ে নিয়ে গেছে কতোদূর
উর্বশীর দেহ-স্বাদ সমুদ্রের লবণাক্ত জল ।

আমরা পেয়েছি শুধু পৃথিবীর অন্তিম দিবস,
নামে মৃত্যু পৃথিবীর জরাজীর্ণ ভগ্ন দেহময় ;
আমাদের পঙ্গু আত্মা পায় নিত্য মৃত্যুর পরশ
মানুষের ইতিহাস বুঝি আর হবে না অক্ষয় ॥

মানুষ

হে যুগ-দেবতা
নামাও এবার
শকটের আর অট্টালিকার
কটাহ থেকে,
নামাও মাটির ঠাণ্ডা গায়ে ঃ
পৃথিবীর স্বাদে
আমাদের বুক
সাপের মতন উঠুক ভরে।
আঙুরের রসে তৈরি হবে না
পোশাকী রক্ত
তরল রক্ত
পোশাকী দেহে,
সোনালি ধানের রক্ত আস্থক
আমাদের বুক
নদীর মতন উঠুক ভরে'।

হে যুগ-দেবতা
আমাদের মন
মেয়েদের নীল চোখের ছায়ায়
অলস স্বপন
যেন না আনে,
পৌরুষ হাতে
নীল অরণ্য
মুছে ফেলি যেন
ডেকে আনি যেন

ধূসর মানুষ আর তার ক্ষুধা
ধূসরতর।
সূর্যের কোটি চূর্ণে গলুক
মেঘে ভিজে যাক
জমুক তুষারে
নগ্ন দেহই।

হে যুগ-দেবতা
কর অবসান
মানুষের গড়া রূঢ় সভ্যতা
সভ্যতা-গড়া
মানুষদেরে,
বন্ধ্যা পৃথিবী
চেয়ে আছে তারে সন্তান দাও
দাও পৃথিবীরে
মানব নব॥

ঘাম

আর ফুলের গন্ধ নয়, পৃথিবী,
ভালো লাগে এবার
ঘামের গন্ধ—
তোমাকে পীড়ন করে
মানুষের দেহের যে পুলকাশ্রু !
ঘামের রূপালি জল
তোমার জলের চেয়ে ঠাণ্ডা, আকাশ,
ঠাণ্ডা, সুন্দর আর পবিত্র।
জন-সমুদ্রের লোনা জল
প্রচুর তার দুরন্ততা, সাগর,
তোমার উত্তাল লোনা ঢেউ-এর চেয়ে।

ঘামের দামে পেয়েছি আমরা
অজস্র-সবুজ শস্য
অফুরন্ত সূর্যময় কয়লা
আর শক্তিময় শ্বেত ইস্পাত !
জীর্ণ পৃথিবীর দেহ কুঁদে
ঘর্মাক্ত শিল্পীর হাতুড়ি
তৈরি করে পৃথিবীর
নূতন প্রতিমা ॥

আমরা

আমাদের বিবর্ণ জীবনে
পৃথিবী এলো না কোনোদিন।
তারে চিনি
ভূগোলের জটিল রেখায় ;
শুনেছি সে সূর্য-পিপাসায়
শূন্যে ভ্রাম্যমান ঃ
আমার পায়ের নীচে যে কঠিন মাটি
তারও নাম হয়তো পৃথিবী
এই শুধু জানি।

অফুরন্ত সবুজ আভায়
পৃথিবীকে পেয়েছ তোমরা ঃ
রক্তে তোমাদের
ফসলের পর্যাপ্ত নির্যাস—
অলস নিমীল চোখে
স্বপ্ন আনে জ্যোৎস্না-অন্ধকার-
তোমরা দেখেছ স্বপ্ন উর্বশীর আর ঈশ্বরের।
তোমরাই ভালোবাসিয়াছ
তোমাদের ভালোবাসা পুড়ে ফেলে ট্রয়
গড়ে তাজমহলের নীড়।

তোমরা করোনি ক্ষমা ঃ
বাহিরে এনেছো তুলে
পৃথিবীর মৃত দিনগুলি—

মূক-স্মৃতি-ভস্মে তার
এ দিনেরে করেছো মুখর।
রাখেনি প্রচ্ছন্ন কিছু
কোনো যশ
এ-পৃথিবী তোমাদের কাছে—
তোমাদের যুগ তাই
তারি অস্থি-গত বজ্রে
ইন্দ্র সাজিয়াছে।

আমাদের স্বপ্নসাধগুলি
শুধু মাত্র ঋণ ঃ
আমরা ইন্দ্রের সেনা অনুগমনের।
আমাদের বিবর্ণ জীবনে
পৃথিবী আসে না কোনদিন

উহ্য

তোমাদের তলোয়ার
ঝলমল করিয়াছে পৃথিবীর রোদে
ঝলমল করিয়াছে
তোমাদের মিনারের চূড়া।
তাদের অনেক ঘাম
অনেক চোখের জল
বহু রক্ত
শুকায়েছে পৃথিবীর রোদ—
তোমাদের ইতিহাসে
কোনো স্মৃতি আসে নাই তা'র,
শুধু্ এসে গেছে বারবার
মিনারের চূড়া আর
ঝলমল বাঁকা তলোয়ার।
স্বর্গে এলো মহার্ঘ দেবতা
তোমাদের অপার্থিব লোভে
মর্ত্যে নামে দেবতারা
তোমাদেরি স্বার্থ-সাধনায়।
তাদের ক্ষুধিত দিন
ভঙ্গুর মাটির দেহ
অপমৃত্যু
দেবতার মন্ত্রে আরো ম্লান—
তোমাদের মন্দির-দুয়ারে
তার চিহ্ন নাই
অক্ষয় পাষাণে শুধু্
করিয়াছ দেবতার ঠাঁই॥

ফানুষ

আমরা ফানুষ ঃ
আমাদের স্ফীত মন
ঊর্ধ্ব হ'তে
কৃপণ কৃপায়
দীন ধরণীর দিকে চায়।
আমরা আকাশ করি পান–
এই সূর্যাতীত সূর্যে
নীহারিকা-গাত্রে আর
অজ্ঞাত কল্পিত শূন্যে
আপন সন্ধান খুঁজে পাই।
স্বপ্নম্লান মন করে
রক্তের উষ্ণতা অস্বীকার ঃ
নারী তনুহীন আর
প্রেম হয় অশরীরী তার।
স্থান আর কালের সীমায়
আমাদের মূঢ় স্পর্ধা
চায় এক
স্পর্ধিত ঈশ্বর—
আত্মার বাসর-ঘর গড়ে।

আমরা ফানুষ ঃ
ফিরে আসি আবার কখন–
সঙ্কুচিত দেহ-মন
পৃথিবীর
স্থির ধূলিতলে।

দেহের অণুতে শুনি
পৃথিবীর ধ্বনি ঃ
প্রেমে অনুভব করি
দেহের স্বভাব।
আমাদের কণ্ঠে মেশে
ধূলি হ'তে ধূলিগত
মানুষের স্বর—
তাদের ক্ষুধিত মুখে
নাই স্পর্ধা
আত্মা নাই
নাই সে-ঈশ্বর ॥

আজ

আজ যেন তারা এক হয়ে গেছে সব
দূর মেক্সিকো আর বাকু, ডিগবয় ঃ
তেলের খনিতে আছে তেল আছে তারা
তাদের জীবন-দীপে শুধু নেই তেল।

কয়লার খাতে কালো হয় পরমায়ু ঃ
নিউক্যাসেলের রঙে মেশে ট্রান্সভাল ঃ
ডেভির জোনাকী জ্বলে আর চলে ছায়া—
তুলে আনে কালো রুটির মাত্র দাম।

বাস্কের মাটি রুরের মতোই রূঢ়
রূঢ় জার্মেণী, হিস্পানী ইস্পাত—
মাটি খুঁড়ে দেয় আপন মৃত্যু-বাণ
মাটির ছেলেরা ঘাতকের হাতে এনে !

চীনের সবুজ ক্ষেত এসে বাঙলায়
মিশেছে হয়ত কখন অলক্ষিতে—
মার্সাই আর বার্সিলোনার ঢেউ
ভিড়েছে কখন বোম্বের বন্দরে !

তারা এক, তবু চিনেনি একেরে আর ঃ
আজ সূর্যের আলোতে কি নেবে চিনে ?-
তাদের মৃত্যু আর যে মলিন আয়ু
একই রক্তের লাল স্রোতে আছে বাঁধা !

অনাগত

সূর্য তোমার গেল না কুজ্ঝটিকা
স্বপ্ন হল না শেষ ঃ
এখনো আকাশে অনেক অন্ধকার—
রাত্রি অনুর্বর ।

আলোর ছায়ারা অশরীরী মরীচিকা
তাদেরি লেগেছে ঢেউ,
প্রভাত পায়নি পৃথিবীর উপকূল
এখানে এখনো ঘুম ।

লোনা সমুদ্রে আদিম উদ্দামতা
মেরু-শৈশব হিম,
আলোর ক্ষুধার ধূসর আর্তনাদ—
বুঝি তবু শোনা যায়—

সে ধ্বনি মরেছে লক্ষ অশ্ব-খুরে
ধূলি-তলে বারবার
অগ্ন্যুৎপাতে তার ক্ষীণ উত্তাপ
হয়ত ভস্ম শেষ !

ভস্ম-বর্ণে রাত্রি কি অবশেষে
প্রদোষে পাবে না রূপ ?
কখন সূর্য তোমার নীহারিকায়
সত্য সূর্যোদয় !

অনেক আলোতে ফসলের শ্যামলিমা
ইস্পাত ঝলমল—
মূর্ছিত সেই প্রথম সূর্য-স্বাদ
পৃথিবীর যৌবন।

আশ্বিন—১৩৪৬

যে আকাশে রঙ্ নেই, ওড়ে শুধু কালো এরোপ্লেন-
বিষের ধোঁয়ায় যার ছায়া আজ মৃত্যুর মতন—
যেখানে হয়েছে মেঘ আগুনের শিখার শরীর—
আমাদের রক্তে নেই ব্যথা, ভয় সেই পৃথিবীর !

নয় ম্লান আমাদের আশ্বিনের আকাশের দিন
নীলের শয্যায় আছে ফেনায়িত শ্বেতালস মেঘ—
বাতাসে পেয়েছি মৃদু সুরভিত শেফালিকা-স্বাদ—
আমরা কি বুঝি কোথা পৃথিবীর আদি আর্তনাদ ?

কোথায় জ্বলে নি বাতি ভয়ের ছায়ায় অন্ধকার—
মাটির সোনালি শস্য ভস্ম হয়ে ওড়ে অহর্নিশ—
সহস্র মায়ের চোখ সন্তানের মৃত্যু স্বপ্নময়—
কোথায় মানুষে আর মানুষের নেই পরিচয় !

আমরা দেখিনি সেই মারণের মরণের পণ—
অশ্রুজলে পরিপূর্ণ প্রতি মুহূর্তের ইতিহাস !
আমাদের রাত্রি আসে সুপ্তি আর স্বপ্নে সুমধুর—
বিনিদ্র যাদের চোখ তারা বুঝি থাকে বহু দূর !

ভাঙা বন্দর

ভাঙা বন্দরে আমরা করেছি ভিড় ঃ
এখানে জাহাজ নেই
দিগন্ত পারে নেই সমুদ্রতীর।

সবাকার সাথে শেষ তার লেনদেন ;
বুঝি দূরে দুর্যোগ
সমুদ্রে শুধু কালোজল আর ফেন ঃ
ভবিষ্যতের পথ আরো অস্থির।
ভাঙা বন্দরে আমরা করেছি ভিড় !

পৃথিবী-পিপাসা আমাদের জনতায়
যারা দুঃসাহসিক—
দুর্যোগে তারা পারাপার হতে চায়—
ভুলে' ফেলে আসা জীর্ণ পুরোনো নীড়
দিগন্ত পারে কোথা সমুদ্র-তীর !

এখানে হয়ত স্মৃতি ভাঙা পৃথিবীর—
নির্মম পারাবার ঃ
দিগন্ত পারে নেই সমুদ্রতীর।
ভাঙা বন্দরে আমরা করেছি ভিড় !

ইতিহাস

আমরা কি এসেছি কোনো পাহাড়ের চূড়ায়
সামনের পথ গেল মুছে—
আকাশের রঙ থেকে ফুটে উঠবেও বা একটি শৃঙ্গ
জানিনে

সে-পথ আর নেই
অন্ধকারে দুর্গম আর অস্পষ্ট
পার হ'য়ে এসেছি সে অরণ্যময় পথ
যেখানে মানুষের গায়ে বাঘের নখের দাগ
সিংহের রক্তের গন্ধ !

তারপর দেখেছি সে দুঃসাহসিকের জনতা—
আহারের অন্বেষণে তারা খুঁড়ছে মাটি
পথের ধারে ধারে তাদের কুটিরের বাসা ঃ
আকাশের ভয় তাদের, দুর্যোগের আর রাত্রির ভয়
খোঁজে ঈশ্বরকে।

প্রাগূষায় ধূসর
চলেছিলাম আঁকা-বাঁকা পথে—
কুঁড়িতে বুঝি গন্ধ আসে তখন ঃ
নীল চন্দ্রের রাত্রি শেষ—
সৌধের অলিন্দে পুরুষ নারীর ক্লান্ত ভিড়
পান-পাত্রে শিথিল হয়েছে তাদের হাত,
জীবনের অপচয়ের অজস্র রেখা।

অবশেষে সূর্যোদয়—
প্রভাতের পথের ধূলায় উড়ল কি স্বর্ণরেণু
বিক্ষত পঙ্গপাল থেকে জাগ্‌ল কা'রা ?
কী প্রদীপ্ত মানুষের শোভাযাত্রা এখানে—
ইন্দ্রের আকাশ গেছে ভেঙে
শুষ্ক বরুণের সমুদ্র
স্তূপীকৃত মানুষের স্মৃতি
পৃথিবীর বুকে।

মধ্যাহ্ন-মুখর এ-দিনের পথ—
তারপর কখন
এসেছে অপরাহ্ণের বিষণ্ণ ছায়া
দেখেছি মৌন মানুষের দল
দেখেছি তাদের তীক্ষ্ণ উপবাস
তাদের নিশ্বাসে অনেকটা আকাশ কালো
দীর্ঘ পথে লোহার দাগ
তাদের রক্তে।

এ পথ কি ফুরোলো এ পাহাড়ের চূড়ায়—
সন্ধ্যার অন্ধকারে শেষ হ'ল আমাদের যাত্রা ?
ফুটবে না কি আরেকটি শৃঙ্গ
কোনো প্রত্যূষে ?

আগন্তুক

পৃথিবীর রং মুছে ফেলে দেয় যারা
তা'রা তো আসেনি ফিরে
তাদের আত্মা করে অপেক্ষা ভবিষ্যতের ভ্রূণে
যায়নি পৃথিবী সময়ের সেই মহা-সমুদ্র-তীরে !

তাদের নামের অক্ষয় অক্ষর
মাটিতে রয়েছে লেখা
যাদের জন্য অরণ্য দূরে সরে' করেছিল ঠাঁই
পৃথিবীতে ছিল যাদের দেবতা আর তরবারী-রেখা।

আবার যাদের তীক্ষ্ণ অশ্ব-খুরে
গোবির গেরুয়া ধূলি
ভূগোলের সীমা ভেঙে যাবে মিশে হিস্পানী উপকূলে
আসছে কি ভেসে মহা-সমুদ্রে তাদের স্বপ্নগুলি ?

লেগেছিল কোন্ জাহাজে অজানা হাওয়া
দূর দিগন্ত হ'তে
মিশর মিশেছে 'মায়া'র মাটিতে নাইলের নীল ঢেউএ
সেই নাবিকেরা হারালো কি পথ দুঃসময়ের স্রোতে !

পৃথিবীর এই ভাঙন দেবে যে জোড়া
তা'রা তো আসেনি ফিরে
যায় নাই মুছে তাদের তৃষ্ণা দুরন্ত উৎসাহ
করে অপেক্ষা তারা সময়ের মহা-সমুদ্র-তীরে ॥

নূতন আকাশ

ভেঙে গেছে অনেক আকাশ
এখন ত আকাশ নূতন ;
আমরা মরেছি বহুদিন
দীর্ঘ কোন্ পথের সীমায়।

ভাঙা আকাশের আলো·ছায়া
দেহ ভরে' নিয়েছি কখন,
আমরা যে গাছের মতন
আকাশ সরায়ে করি ঠাঁই।

ভুলিনি সে আকাশ এখনো
সেখানে হয়ত ফোটে ফুল,
এখনো তা রহস্য-রঙীন
মৃদু নীল স্বপ্ন-কুয়াশায়।

এসেছিল আমাদের রাত
ছিল দূরে সাদা ছায়াপথ,
আমরা পেয়েছি কার ঘ্রাণ
মনে কার মনের আস্বাদ।

বাঁচিনি আমরা তারপর
আসিনি এ পৃথিবীতে ফিরে
জানিনি যে রাতের মোহনা
পেয়েছে সে কোন্ সূর্যোদয় !

নূতন আকাশে কত ঢেউ
পৃথিবীতে কতো রূঢ় স্মৃতি
এ আকাশ আমরা কি চিনি ?
আমরা মরেছি বহুদিন।

মাটি

মাটি হতে নিয়ে গেছে যাযাবর মানুষেরা যব আর ধান
কিছু তার ফেলে গেছে পথে কিছু সমুদ্রের জলে,
তারপর মরুভূমি বেয়ে চলে মানুষের ক্লান্ত ক্যারাভান
কোথায় কুমারী মাটি ভারাতুর আসন্ন ফসলে।

প্রাচীন মাটিতে আজ ভাঙা হল, ভূষি আর পশুর কঙ্কাল
হে রাজা, তোমার আয়ু নিভে যায় আগন্তুক ঝড়ে,
শতছিন্ন উত্তরীয় ওড়ে, ম্লান উষ্ণীষে পড়েছে উর্ণাজাল
তোমার সীমান্ত ছেড়ে যায় প্রজা বিদেশী নগরে।

নগরের দীর্ঘদেহ আকাশে পাঠায় বুঝি আলোর সঙ্কেত
মাটির ছেলেরা আসে পতঙ্গের মতো প্রলোভনে
বহু দূরে ফেলে স্তব্ধ অন্ধকার আর বন্ধ্যা ফসলের ক্ষেত
যেখানে অনেক রাজা বসেছে সোনার সিংহাসনে।

এ নূতন রাজধানী—ধমনীতে চলে তার বিদ্যুতের স্রোত
লোহার ফসল হয় রক্তে আর ঘামে শুধু বোনা,
বন্দরের ঘোলা জলে কোলাহল করে বহু বণিকের পোত
এখানে খনির মাটি ইন্দ্রজালে হয়ে যায় সোনা।

তবু কোনো রাত্রি-শেষে যখন তরুণ সূর্যে দিকপ্রান্ত লাল
তা'রা কি দেখেনি স্বপ্ন মাটি ছেড়ে এলো যারা চলে—
উর্বর করেছে মাটি তাদের দেহের স্তূপ বুঝি কতো কাল
তারপর পৃথিবীকে পেল তারা মাটির বদলে।

যুদ্ধ

যুদ্ধের জন্ম হ'ল
অন্ধকারে—
শস্যহীন প্রান্তরে—
ক্ষুধিতের আগ্নেয় জঠরে :
মানুষের মাংস খসে যায়—
কঙ্কালে আবার জমে ওঠে মাটির ফস্‌ফেট
কোনদিন সবুজ-পত্রে লেখা হ'বে সন্ধির স্বাক্ষর

তখন তারা—
খসে-পড়া মাংসের বংশধর
শান্তির শশ্মানে
আহ্বান করবে যুদ্ধের প্রেতদের :
শান্তির স্তবে মৃত্যুহীন যুদ্ধ।

তবু একদিন থাকবে না যুদ্ধ
বন্ধ্যা পৃথিবীর উত্তাপ
—নাইটারে গ্লিসারিনে গন্ধকে লোহায়-
নিভে যাবে সন্তানের স্বপ্নে :
তখন আর মানুষের পৃথিবী নয়
পৃথিবীর মানুষ সবাই।

সমতল

যাত্রীরা এলো বহুদূর
পাহাড়ে গিয়েছে চাঁদ অস্ত,
এখানে যে মাটি সমতল—
মনে তবু পাহাড়ের স্বপ্ন ঃ

আকাশের রহস্যময়
ছিল কোন্ কাঞ্চনজঙ্ঘা
সেখানে দাঁড়িয়েছিল কেউ—
বন্দনা করে গেছে সূর্য।

সে স্মৃতির ঘন সৌরভ
সঞ্চিত যাত্রীর রক্তে,
সেখানে মেশেনি যেন আর
দীর্ঘ পথের ধূলি-বাত্যা।

এখানে ত মাটি সমতল
সমতল সকলের তৃষ্ণা—
এখন যে অনেকের ভিড়
অনেকের হাসি আর অশ্রু।

আকাশ আহত নয় আর
তীক্ষ্ণ অভ্রভেদী শৃঙ্গে—
এ পাখীর পাখার হাওয়ায়
সরে গেছে দূরে দিক-চক্র।

আঁকা ফসলের তুলিকায়
উজ্জ্বল দিনে কত বর্ণ,
ছায়া তবু আনবে কি রাত ?—
পাহাড়ে যে গেল চাঁদ অস্ত ।

রিফিউজি

মুমূর্ষু মাটি ছেড়ে তা'রা আসে আদিগন্ত প্রান্তরে ঃ
মাটির স্নায়ুতে এলো মৃত্যু—
অবশেষে গন্ধকের গন্ধে ;
ইস্পাতের ধারালো নখে ছিঁড়ে গেলো আকাশ,
পুরোনো হলুদ রোদ মরে' গেলো ছায়া হ'য়ে।

হয়তো কোনো নির্দয় গিরি-সঙ্কটের স্নেহ আজ—
হয়তো কোনো পার্বত্য প্রপাতের সৌহার্দ্য—
নেই যাদের যৌব রক্তের পিপাসা—
বৃদ্ধ মাটির মতো ঃ
শিশু দিন এখানে পৃথিবীর—
দিনের অপর্যাপ্ত ভবিষ্যৎ।

পলাতক জীবনে—
বেঁচে ত আছে জীবনের কোনো ভগ্নাংশ—
মুখে যার আগুনের রং
পুরঃম্রিয়মান পায়ের চিহ্ন যার
গভীর হয়েছে পায়ে পায়ে।

এ জীবনে কি তৈরি হবে না আকাশের ভ্রূণ ?—
নতুন পৃথিবীর স্বপ্নরা যেন নেমে আসে—
কার্পেথিয়ান অরণ্যে,
ফিয়র্ডের সর্পিল শিরায়
ফরাসীর উর্বর ক্ষেতে—
আর আসমুদ্র ইয়াংসি নদীর তীরে।

পামীর

পামীরের হৃদ্‌পিণ্ড পাঠায়েছে গৈরিকের স্রোত
দিক হতে দিগন্ত আকাশে।
এশিয়ার যে-আকাশে পাহাড়ের পিঙ্গল আস্বাদ-
সে-আকাশ নেমে আসে মনে।

হিমালয় সূর্যোদয়ে মেলেছিল পাখা
ফিরে গেছে দক্ষিণ সাগরে
ছুঁয়ে গেছে বুকে
সূর্যকুমারীর নগ্ন বুক :
তবু যাত্রা হয়নি ত শেষ,
প্রশান্ত সাগর শেষে
তবু রয় অশান্ত পিপাসা :
এখানে আগ্নেয়গিরি ফুজি।

আসে পামীরের মনে তিব্বতের কস্তুরী-নিশ্বাস
জ্যোৎস্নায় কুয়েনলুনে আসে হরিণেরা
হৃদপিণ্ডে বাজে তার ধ্বনি।

ককেশাস আলত্যানে বেঁচে আছে কা'রা যাযাবর
ধমনীতে পুরোনো পৃথিবী—
কুয়াশা-ধূসর চোখে পামীরের স্বপ্ন সীমাহীন :
কবে ডেকে গেছে দূরে পশ্চিমের দিক্‌প্রান্ত তা'রে
কতো বন ছায়ায় মদির—
কতো যে সজল মাটি নদীর ছোঁওয়ায়—

রেখে গেছে পদক্ষেপ তা'র !
তা'র আলবুরুজের চূড়া
রাঙা হয়ে গেছে শেষে সূর্যের সোনায়।

তেমনি হয়েছে লাল আলতাই পাহাড়ের শ্রেণী—
কোন্ সূর্য ডুবে গেছে আজ
আগন্তুক কোন্ সূর্য লাল !
লাল হ'ল পামীরের শিরার গৈরিক।

আমাদের রক্ত শুধু হ'তে চায় নীল,
নীল চোখে স্বপ্ন খুঁজি চন্দ্র-নীল রাত্রির ছায়ায় !
তবু একদিন
এশিয়ার যে আকাশে পাহাড়ের পিঙ্গল আস্বাদ
সে-আকাশ নেমে আসে মনে ॥

কুয়াশা

মুহূর্তগুলো মরে-যাওয়া আর বেঁচে-ওঠার ইতিহাস গাঁথে,
অশ্রান্ত পটক্ষেপ চলে মনের
মেঘের রঙের মতো।
তার চেয়ে কতো বেশী কুয়াশা পাথরের স্তরের মতো রয়ে
গেছে নীচে !

আলোতে নয়
কুয়াশাতেই আমরা মানুষ,
এ-কুয়াশা সভ্যতার নীহারিকা।

কী হবে আলো আর আগুনে
প্রকৃতির নির্বোধ উচ্ছ্বাস যারা
মৃত্যুহীন যাদের পুনরাবৃত্তি।
সন্ধান তারা দেয় না ত কোনো নূতনতর বর্ণের
বন্ধ্যা আলো আগুন মানুষের নয় ঃ

পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে একদিন এসেছিল ভোর
আশ্চর্য পৃথিবী আর রাত্রিময় তক্ষশীলা তার
হয়ত মেলেছে চোখ ঘুম-ভাঙা পাখীর মতন
এখনো ভোলেনি তারে আকাশের মেঘের পাথর।

দুরন্ত, তরুণ, দ্রব দাক্ষিণাত্যে বুঝি কোনোদিন
আগ্নেয়গিরির মুখে লাল হয়ে উঠেছে আকাশ
এখনো সন্ধ্যার মেঘ আছে দীর্ঘ দিগন্তের গায়
পশ্চিমঘাটের পারে সোনা হয় সমুদ্রের জল।

কিন্তু সেদিনের দুর্জ্জেয় মনের ইঙ্গিত
আজ কোথায় !

দুস্তর-দূর-নেমে-আসা বন্য কুমারীর চোখ,
তক্ষশীলার তরুণীর কণ্ঠে অরণ্যের প্রতিধ্বনি,
অস্পষ্ট, অদ্ভুত হয়ত রুক্ষ আর রহস্যময়
নেই আর।

পার হয়ে এসেছে তারা নূতন আকাশের দুরন্ত বৃষ্টিধারা
মেঘদূতের মেঘ—উর্বশী-পুরূরবার জ্যোৎস্না রাত্রি,
জহর আর কামানের ঝলসানো আগুন তারপর
তলোয়ার, উল্কি আর সতীদাহ,
তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যার ঠাণ্ডা প্রদীপ শিখা
মন হতে মনে নেমে এলো।
এলো শেষে আমাদের কুমারীর মনে শাড়ির ঝলমল
টেলিফোনে তাদের ধাতব কণ্ঠ।
এরা—
আর যাদের স্বপ্নের রঙে ম্যাডাম কুরীর রেডিয়াম
স্বপ্নের পাখায় এরোপ্লেনের প্রপেলারের তুফান
সেই সোচ্চার মেয়েরাও বা
কতো নিশ্বাসের কুয়াশায় ভরা।

কেতকী রায়ের চোখে জল ঃ
চুলে আর মোটরের চাকায় যে হাওয়া
শাড়িতে যে প্যারিসের বিকেল ছড়ায়
সেই হাওয়া চেনে সে কেবল।
দখিনসাগর দ্বীপ এলো বুঝি তবু
তার নীল নারিকেল-বনের হাওয়ারা
কেতকীর মনে ছলছল।

সামোয়ান-কুমারীর ঝরণা শরীর,
ঊর্মিল উরুর আর ভুরুর স্বপন
বন্ধুর করে সমতল।

ভালোবাসি কেতকীদের ঃ
হয়ত তাদের চোখের ঠাণ্ডাকে, ঠোঁটের উত্তাপকে
শারীর রেখাময় শাড়িকেও হয়ত ভালোবাসি।
তবু সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা আছে সে কুয়াশার জন্যে
তাদের ঘিরে রাখে যে নির্মোক—
অজ্ঞাত সম্ভাবনার জন্মভূমি।

কোনো প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা নেই এর ঃ
ভালোবাসি যাদের তাদেরই কি আমরা চিনেছি
কতটুকু ভালোবাসাকেও বা!
তাইতো এতো আবেগ তার।
আবিষ্কার করতে পারিনি নিজেকে
তাইতো এতো ভালো লাগে জীবন—
আর তাইতো জীবন অফুরন্ত॥

বর্ত্তমান

আবারো সে সূর্য আসে—কতো ক্ষয় হয়ে গেলে পর,
এ আলো নূতন আলো—প্রাক্তন সে বিদ্যুতাণুগুলি
কোথায় হারিয়ে গেছে হয়ে সময়ের পথ-ধূলি,
এখনো সূর্যকে তবু পায় পল্লী, প্রান্তর শহর

প্রথম বিস্ময় যেন। আমাদের ভবিষ্যৎ নেই ঃ
নপুংসক বর্তমান ক্রুদ্ধ রাসায়নিকের মতো
রক্তময় অতীতের বীজাণু মিশায় অবিরত,
প্রেতের ছায়াকে নিয়ে মরি শেষে সেই ছায়াতেই

কোনোদিন। তবু জানি কোনোদিন এসেছে প্রভাত
কারো মনে, ধমনীর নদী যার চেয়েছে মোহনা—
ভবিষ্যৎ সমুদ্রেরে দিতে হবে প্রতি জল-কণা—
যৌনতার মতো তীব্র এই স্বপ্নে কেটে গেছে রাত

কারো চোখে নিদ্রাহীন। কিছু আলো তবু ভবিষ্যৎ
দিয়েছিল সেই সব পৃথিবীর সন্তানেরে একা,
জ্যামিতিক শহরের চিত্রে তারি ত্রিভুজের রেখা ;
ছায়াও অনেক পয়ঃপ্রণালীর মতো রুগ্ন পথ

এনে দেয় শীর্ণ ঘরে, কঙ্কালের শিরায় শিরায়।
এখন ধূসর দিনে সেই আলো সেই ছায়া লেগে
কোনো লাল আলো দেখে এখনো উঠিনি যেন জেগে ;
এখনো ঘুমের-চোখে বিস্মৃত আলোরা আসে যায় ঃ

হলুদ শিখায় আসে হোমাগ্নির মৃত তপোবন,
মন্বর শাণিত অনুশাসনের অক্ষরে আহত
চলে শীর্ণ যাত্রীদল ; এখনো মাটির নীড় কতো
জ্বেলে দেয় শঙ্করের আকাশ প্রদীপ। এ জীবন

পেছনে তাকায় শুধু করেনি কখনো আবিষ্কার
সম্মুখের জীবনেরে,—রাত্রির স্বপ্নের ব্যর্থ বোঝা
দীর্ঘ দিন বয়ে শেষে শেষ হয় আপনারে খোঁজা,
দ্বারে ডেকে ফিরে যায় পৃথিবীর ক্ষুধা বার বার।

অনেক আলোর ক্ষুধা অসমাপ্ত চিত্রে পৃথিবীর।
এ আলো নূতন আলো—কোনো শিল্পী পারে এনে দিতে
ইস্পাতে, শস্যের ক্ষেতে, মানুষের অজস্র হাসিতে
তখন পৃথিবী সূর্য প্রতিদিন উজ্জ্বল, অস্থির ॥

ঘুম

সাগরে পাহাড়ে ঘেরা আমাদের বন্দীশালা,
আরো যে আকাশ আছে দিগন্তে ভুলেছি আজ-
কতো নীল বন অজানা কতো বা গেরুয়া মাটি
আছে আমাদের রক্তে—হয়ত ঘুমিয়ে আছে।

মানুষের সেই তরুণ দিনেরে স্মরণ করি ঃ
সিন্ধুর মোহনায় শুনি কার পদধ্বনি,
গঙ্গার তীরে তীরে ফসলের স্বপ্ন জাগে,—
সুমেরে বুঝিবা এসেছে তখন দূরের তৃষা।

'তাক্‌লামাকান' মরুতে উড়েছে রূপালি বালু—
কা'দের সোনালি চুল উড়ে হ'ল ঝড়ের শিখা—
কোথায় ফসল কোথায় শ্যামল স্নিগ্ধ মাটি !
ডেকে নিল তাই নর্মদা আর গঙ্গা-নদী।

কার্পেথিয়ার ঘন বন হ'তে বাইরে এসে
সূর্যেরে যারা জানাতে চেয়েছে নমস্কার
তাদের যাত্রা সপ্তসিন্ধু করেছে শেষ—
আর্যেরা দেখে ইন্দ্রের ছায়া আকাশময়।

কালো হ'য়ে জমে আছে দক্ষিণ দ্বীপের ঋণ,
এখনও মুছে যায়নি চীনের হলুদ ঘ্রাণ—
আরো কতো মন কতো ইতিহাস অপরিচিত
আমাদের মনে, শিরায় শিরায় ঘুমিয়ে আছে॥

সমাপ্তি

লৌহিত্য-সিন্ধুর জল
আনল তিব্বতের ঢেউ।
মঙ্গোল ঘোড়-সওয়ারের চীৎকার।
এলো মঙ্গোল রক্তের উজ্জ্বল জীবাণু
করতোয়ার তীরে তীরে
পুণ্ড্রবর্ধন আর সমতটের শরীরে।
তারপর কোথায় সেই পাহাড়ের, অরণ্যের গন্ধ!
ভেসে গেল সবুজ শস্যের হাওয়ায়,
মুছে গেল দ্রাবিড়ী ধানের স্বপ্নে।
আর আরাকানের দুরন্ত সমুদ্র-গন্ধ
চন্দ্রদ্বীপের নারকেল বনে হারালো।

গাঢ়, স্নিগ্ধ বিষের উৎসারে
তমালতালীবনরাজিনীলা—
ঝড়-ভুলে-যাওয়া আবার সেই নীল আকাশ!
সহ্যাদ্রির দীর্ঘ, উদ্ধত ক্ষত্রিয়
কর্ণসুবর্ণের সোনালি মাঠে হারায় তার ঈগল-চক্ষু,
ডুবলো ভল্ল ভাগীরথীর জলে,
বল্লালী ভীরু রক্তে।
আর বখ্‌ত্‌ইয়ারের রক্তের তুর্কী-আগুন
নিভে আসে সিরাজের স্তিমিত কামানে।

নিবন্ত আগুন থেকে
নিয়ে এসেছি চোখে আমরা
সমাপ্তির প্রদীপশিখা॥

বাংলাদেশ

গাছের ছায়ারা ভিজে কালো করে' দিয়ে যায় জল
সেখানে কচুরীপানা সবুজ ঝিনুকে তবু করে ঝলমল,
যেটুকু বা আছে অবকাশ—
বাঁশঝোপে এলোমেলো ঘোলাটে আকাশ।
তারপর
মাটির নরম স্রোত নদী হয়ে ভাঙে পাড়, গড়ে বালুচর-
আবার বাংলার ছবি ধানের রোমশ দেহে জেগে ওঠে—
চাষী বাঁধে ঘর।

সীমান্তে যে গেরুয়া দেয়াল
মাটির আগুন যারে মাটি হতে দূরে ধরে রাখে চিরকাল,
তারো গায়ে সবুজেরা মেলে দেয় পাখা—
সেখানে ধানের গান—সেখানে বলাকা।
নীরব আকাশ যেন কোথা হতে ডাহুকের ডাক নিয়ে আসে—
বাঘের নখের দাগ ডুবে যায় পাহাড়ের ঘাসে—
গাছে গাছে ওড়ে শুধু এখন হলুদ হরিয়াল!

সজল মাটির জয়
আমাদেরো মনে মনে—শিখিনি সংশয়,
শিখিনি আকাশে দিতে পৃথিবীর ক্ষুধার উত্তাপ
ইস্পাতের দৃঢ় বর্মে আপনারে ঢেকে-দে'য়া
ভেবেছি এ শতাব্দীর শাপ :

নিরুত্তেজ সমতল নদীর ধমনী
শোনেনি হৃদয়ে কোনো পিপাসার ধ্বনি—

জানেনি যে মানুষের আরো আছে কথা—
পেশীতে অনেক চঞ্চলতা
দিয়ে গেছে বিদ্যুতের অগ্নিময় স্নায়ু।
তাই আমাদের ভীরু ক্লান্ত পরমায়ু
নিস্তরঙ্গ নদী দিয়ে
ধানের নৌকার মতো পাল তুলে যায় শুধু দিগন্তে মিলিয়ে ॥

কস্মৈ দেবায়

কোন্ দেবতারে জানাই নমস্কার ?
মাঠ হতে ধান নিয়েছিল যারা আর
মুকুটে যাদের অনেক ধানের রঙ
সন্ধ্যার গায়ে তাদের ছায়ার সার !

নরমেদ যারা নিতে এল তারপর
লৌহ-বর্মে যাদের বুক পাথর
অপরাহ্নের আকাশে তাদের ভিড়
ভেঙে গেছে বুঝি নিরাপদ খেলাঘর।

কোন্ দেবতারা বাড়ায় রুদ্রবীণ
আগুন ছড়ায় তাদের মধ্যদিন,
সূর্যের ক্ষত অবিরত ঢালে বিষ—
আছে আমাদের মৃত্যুর মহাঋণ !

এখনও তবু উষার আকাশ লাল
জীবনের যেন নূতন রশ্মি-জাল !
কোনো দেবতার ধ্বনি কি শুনতে পাই ?—
আমাদের হবি চায় কোন্ মহাকাল ॥

বিরহ-মিলন কথা*

আমরা অনেক দূর, আকাশের তারার মতন,
যদিও দাঁড়ায়ে আছি পৃথিবীর মাটির উপর
আছে আমাদের নদী, সমতল, পাহাড় ও বন
আছে মন, আছে কথা—তবু কেউ কারু কণ্ঠস্বর

শুনিনা যে। আমরাই আমাদের বিভীষিকা, ভয়।
চোখের সমুদ্রে আজ জোয়ারের হল কি সময়,
মরু পার হ'তে চায় ক্ষুধিতের দীর্ঘ ক্যারাভ্যান—
তাই ভয়—যদি ভেঙে দেয় আজ দূর ব্যবধান

সহজ রক্তের গূঢ় শব্দহীন গভীর প্লাবন !
আগুন লেগেছে বুঝি জীবনের বৃত্ত ঘিরে আজ,
আকাশের তূণ হতে তারাগুলি তীরের মতন
পিঙ্গল রাত্রির নীচে বিদ্ধ করে পাপবিদ্ধ মন ;

তারপর কোথা ঠাঁই ? সম্মুখে যে সূর্য মেলে দল।
মরু-পথিকেরা দেখে সজীব, সজল সমতল,
জীবন অনেকদূর—কাছাকাছি, এক, অবিকল
আমাদের ক্ষুধা আর চোখের আতপ্ত নোনা জল ॥

মৃত্যুর্ধাবতি

চাঁদে আছে এখনো কবিতা
আমাদের মসৃণ আকাশে ঃ
একা এ আকাশ দেখি আজ !
তারার আড়ালে
নীল আর লাল আলো
খুঁজে ফেরে না তো কারো ঘুমহীন রাত !—
রাত নিয়ে আসে ঘুম
শরীরে শরীরে
গাঢ় ভালোবাসার মতন ঃ
এখনো এখানে একা
রাতের পুরোনো মন
জেগে রয়
নীল চোখে আর লাল ফুলে ।

তবু আমাদের মাঠে
ফসলের শীষের হাওয়ায়
আসেনি কি নিবেদন
কোথাকার সুদূর ক্ষুধার ?
অচেনা সমুদ্র হতে
পরিচিত কান্না নিয়ে
জাহাজ ডুবির ঢেউ
আমাদের উপকূলে
বালুতে লুটায় !
আমাদেরো দিনগুলো
ঝলসানো অদৃশ্য বারুদে,

অশরীরী সরীসৃপ
জীবনের 'পরে ফেলে মৃত্যুর নিশ্বাস।

মৃত্যুর আড়ালে ওঠে চাঁদ
সে আকাশে পাই কি না কবিতার স্বাদ!

অশেষ

জানি হব পার
বারবার
সময়ের মৃত্যু-নীল স্রোত
কখনো বা জয়—
স্বর্ণময় দিন আর শস্যময় মাঠ,
আমাদেরি জয়টিকা ভরে দেয় আকাশের আনত ললাট ;
আবার কখন
পরাজয় চিহ্ন এঁকে
দূর থেকে ফিরে আসে পাল-ছেঁড়া পোত—
দীর্ঘরাত্রি মুমূর্ষু জীবন।

তবু সেও চলা ঃ
অশেষ এ অভিযান,
অদৃশ্য পার্বত্য পথ
সীমাহীন অদৃশ্য পর্বত
জীবনের রক্তে আনে গান।
অবিরাম
নির্ভুল যে কোন্ তীব্র নাম
জপে জীব-কোষ!
সেই নাম এনেছিল পৃথিবীর প্রথম প্রদোষ,
পৃথিবীর এই মাটি সেই নামে ময়ূরের মতন উতলা।

হাসি আর অশ্রুজল
মিলন বিরহ আর তৃপ্তি অসন্তোষ

তাই থেকে গেছে যে কেবল
পৃথিবীর দীর্ঘ দিনে,
তাই নিয়ে আমাদের কথা—ইতিহাস,
আমাদের বেঁচে থাকা তারি যে নিশ্বাস
তাই বুঝি নিজেরে চিনিনে !
শুধু জানি
দিয়ে যেতে হবে সব
মানুষের মাঝে পাওয়া পৃথিবীর সমস্ত বিভব—
আমার মানুষখানি
মানুষেরি ঋণে :
এ ঋণ ত ভোলে না পৃথিবী,
বহু-মৃত্যু পার হয়ে তাইত আমরা চিরজীবী ॥

প্রতীক্ষা

তোমাকে পেয়েছি, জানে পূর্ণিমার অনেক আকাশ
অনেক ফুলের গন্ধ। তবু যেন ছিল অবকাশ,
তবু থেকে গেছে দূরে কত কথা, পৃথিবী কঠিন—
তোমাতে আমাতে যারা নিবিড় হয়নি কোনদিন।

তোমাকে পাইনি কাছে মধ্যাহ্নের সূর্যের আকাশে-
প্রখর মাটির রুক্ষ আদিগন্ত দীর্ণ দীর্ঘশ্বাসে—
যে মাটিরে দিতে হবে সবুজের অগাধ আশ্বাস
ফসলের কিশলয়ে জীবনের স্বচ্ছ প্রতিভাস !

স্বেদজল আছে জানি, স্বেদসিক্ত নয় ত ললাট,
মাটির অক্ষরে দেহ করে নাই সৃষ্টি-মন্ত্র পাঠ
দিবারাত্র উন্নিদ্র প্রান্তরে। আছে আয়ত নয়ন
নেই তাতে পৃথিবীর নির্বাক মনের প্রতিস্বন।

চেয়ে থাকি কবে কোন্ মুহূর্তের মানচিত্রে আঁকা
আমাদের সেই দিন, মন হতে যুগল বলাকা
উড়ে যাবে অফুরন্ত আকাশ-আশায়, পাবে নীড়
সীমান্ত-বিহীন মাটি—দুই দেহ যেখানে নিবিড় ॥

রাত্রি

মহানগরীর চকিত আকাশ হতে
এলো এ-রাত্রি নেমে ঃ
যদি ফিরে আসে কোনো এক শতদলে
আলোর ভ্রমরগুলি—
কুয়াশায় তাই পৃথিবীর নিশ্বাস !

মহানগরীর গণিকা রাত্রি নয়
বণিকের জতুগৃহে—
আগুনের শিখা যার প্রজাপতি-দেহ
পুড়ে দেয় বারবার—
বারবার তার ভস্মে পৃথিবী ম্লান !

মহানগরীর অন্ধকারের গুহা
গুঞ্জনে ঝিলিমিল—
অন্ধকারের ভ্রূণেরা সহসা মেলে
লক্ষ লক্ষ পাখা—
কোনো দিগন্তে শোনো পৃথিবীর হাসি ?

মহানগরীতে এলো যে রাত্রি নেমে
চোখে প্রতীক্ষা তার—
খেলে আগুনের সর্পিল তরবারি
কবে শেষ হোরি খেলা—
লেখা হয় নাম আরক্ত পৃথিবীর !

পরিবেশ

প্রাচীন এ দৃশ্যপট ঃ
প্রত্যহ সমুদ্র-শব্দে জাগে সমতট,
অরণ্যে সবুজ দিন আসে,
রাত্রিরা তারায় তীব্র আদিম আকাশে।
কোনো এক প্রাগৈতিহাসিক
ভাদ্রের পদ্মায় আজও দেখে গেল রৌদ্রের ঝিলিক—
দিগন্তে মেঘের ছবি অদ্ভুত রেখায় আজও আছে—
কালো-নীলে রাঙা পাখি উড়ে যায়
এক বুনো গাছ থেকে আর এক গাছে—
এক মুঠো ধান
দেয় ম্লান অঘ্রাণের হাওয়ায় অপরিমেয় ঘ্রাণ।

এই দৃশ্যে আমরা নূতন—
আমরা নূতন অভিনেতা ঃ
আমাদের সুপ্তি-জাগরণ
যেন অন্য কোনো দিনে,
আমাদের হাসি-অশ্রু-ব্যথা
শুধু নিতে পারে চিনে
অন্য কোনো সময়ের আকাশ-বাতাস।
এই নদী এই জল
সমতলে অলস ফসল
দূর হতে করে শুধু রূঢ় পরিহাস।

আমরা সমুদ্র চাই
যে সমুদ্র নয় এই সুন্দরবনের,

বন্দরের আলো আর
জাহাজের ইস্পাতী ছায়ায়
সে-সমুদ্র করে ঝলমল।
আমরা এসেছি নিয়ে মনে এক ধোঁয়াটে আকাশ
সেখানের পাখির পাখায়
ছবি নেই—এলুমিনিয়াম।
আমাদের ক্ষেত হতে মুছে গেছে বলদের চোখে
কোনো বিষণ্ণ তুপুর
সেখানে লোহার দাঁত—
গভীর লোহার দাগ—
গ্রাম ছেড়ে একদিন শেষে
পৃথিবীর দিকপ্রান্তে মেশে॥

অসাময়িক

তোমার শরীর হ'তে ছায়া ঝরে' পড়ে
আমার স্তিমিত মনে।

আমাদের সময়ের অস্থির উত্তাপ
কতো আকাশেরে পুড়ে যায়,
ভস্ম হয় ইতিহাস,
জীবনের পরমাণু করে অগ্নিস্নান।
আমরা এ-সময়েরি শিশু,
তবু কোথা অতন্দ্র আগুন,
আমাদের চেতনায় নেই তার পিঙ্গল স্পন্দন
নেই ক্ষুব্ধ স্নায়ুর আক্ষেপ,
ছিঁড়ে ফেলে আকাশের নীল পটভূমি—
খুঁড়ে ফেলে পৃথিবীর প্রাচীন কবর
আমরা পারিনি দিতে
আমাদের সময়েরে কোনো উপহার।

সজল তোমার চোখ,
রুদ্ধ কণ্ঠে বলি, 'ভালোবাসি'—
সেই চোখ, সেই কথা প্রেতের মতন
আমাদের রক্তে করে খেলা॥

অভীপ্সা

মাটির গৈরিকে রাঙা তোমার সে উচ্ছল যৌবন
আমার শরীরে ঢালো। প্রভাতের পরিচ্ছন্ন মন,
মধ্যাহ্ন সূর্যের পেশী, সায়াহ্নের অবসন্ন চোখ
আমার রক্তের স্রোতে অবিরত সঞ্চারিত হোক—
রাত্রি হোক রাত্রিময় অন্ধকারে অগাধ নিবিড়,
মাটির দুহিতা, আনো দেহছায়ে ঘুম-ঘন নীড়।

তোমার শরীর হতে আসে তেজ তরুণ তারার—
ইস্পাতের মেয়ে, দেহে করি অভাবিত আবিষ্কার
নূতন ক্ষুধার ঘ্রাণ। আছে রুদ্ধ তোমার পেশীতে
সমুদ্রের মত্ত স্বাদ প্লাবিত ঝঞ্ঝার নৃত্য-গীতে.
আছে রুদ্ধ অন্তর্গূঢ় খনির উত্তাপ আর হিম ;
জানে দৃষ্টি পৃথিবীর আকাশের কোথায় অন্তিম।

অনেক মসৃণ ত্বকে মৃদুতার স্বপ্ন অবশেষে
তোমরা করেছ ভিড় জীবনের কাছাকাছি এসে।

রূপান্তর

এখানে কোকিল ডাকে,
মহুয়ার শ্বাসে হাওয়া ভারী হয়ে থাকে ;
আকাশের অনেক বড় চাঁদ,
ঝাঁঝাল দুপুর ভরা ঘুমের আস্বাদ ;
এখানে আসেনি যুদ্ধ হাজার বছর—
কেবল মাটির গায়ে ধানের শিকড়
বুলায়ে গিয়েছে দিনরাত
শিশুর মতন মৃদু কচি কচি হাত।

এ-বসন্ত, এই আলো, পুরোনো দিনেরা
ধানের বাতাস আর ঘুম দিয়ে ঘেরা
জাগে আজ মৃত্যুর ছায়ায়,
আকাশ কান্নায় ফেটে যায়
বিমানের পাখার ইস্পাতে—
পৃথিবীকে চূর্ণ করে উড়ায় হাওয়াতে
লরীর সারির সরীসৃপ—
সবুজ সমুদ্র ভরে জেগে ওঠে সৈন্যের ধূসর মেটে দ্বীপ।

তবু তা-ই ভালো :
এ-ভূখণ্ড চেনে শুধু এক সূর্য আর তার আলো,
সে-আলো এবার মুছে যাক্।
সাদা বক উড়ে গেছে এখন উড়ুক কালো কাক।

আসন্ন

সে-পৃথিবী কতদূর
আমরা শুনেছি যার কথা ?
পথিকেরা পার হয় সময়ের তীক্ষ্ণ মরু-পথ—
পেছনে তাদের কারো পড়ে আছে শব,
মন হতে কেউ বুঝি হারায়েছে সুর
তপ্ত বালু নিয়ে শুধু যাদের মদির কলরব,
তবু বহু পথিকের রথ
এলো আজ সময়ের উর্বর সীমায়,
এখানে সজল আকুলতা
মেঘের মতন এক পৃথিবীর ছায়া দেখা যায়।

সেই পৃথিবীকে বুঝি দিতে পারি পেশী হতে মানুষের শ্রম,
মন হ'তে স্বপ্ন সীমাহীন,
নিতে পারি যতটুকু চাই।
সেখানে সীমার পরাজয় ঃ
আপন সীমারে শুধু করে যাওয়া মুহূর্তে মুহূর্তে অতিক্রম,
শুধে যাওয়া ইতিহাসে মানুষের ঋণ ;
সমুদ্র সীমান্ত নয়,
সেখানে মাটির সীমা বিষুবরেখায় লেখা নাই।

সে-পৃথিবী কাছে এল, মনের অনেক সন্নিকট,
যবনিকা অন্তরালে শোনা যায় তার কণ্ঠস্বর,
উঠ্‌বে এখনি বুঝি পট
এই দৃশ্যে শেষ হোক ঝড়॥

তারপর

এখন আকাশ হ'তে
মৃত্যুবীজ আসে
জীবনের দীর্ঘ কোলাহলে।
নদী হ'তে মুছে গেল গান—
অন্ধকার স্রোত হয়ে চলে,
সমতলে নেই ধান—
এলোমেলো সেখানে কবর।

তবু এর নেই কিছু মানে ঃ
শুধুই হাওয়ায়
এসে ভেসে যায় ঝড়,
তারপর
পাখী বাঁধে নীড়।
আকাশ আবারো হবে নীল,
দূরে উড়ে যাবে চিল—
ছায়া তার মিশে যাবে
মাটির সবুজ ঘন ছায়াতে কোথায়!

পৃথিবীর স্বপ্ন আছে,
তার মৃত্যু নাই,
জীবনের পরমাণু বেঁচে থাকে তাই

মাটি ও মানুষ

এমনি ত ছিল মাটি ;
এই নদী মেটে জলে ধূসর উদাস,
শিরশির করে তার তীরে তীরে কাশ—
বয় সেই একই বাতাস ;
আছে সেই বন—
মাটির আকাশ-ছোঁওয়া পণ,
দিগন্তের মেঘের মতন ;
এমনি ত ধান—
মাটির পাখীর এই পুরোনো পালক,
নিয়ে তার ঘ্রাণ
উড়ে গেল বক
সময়ের আকাশে আকাশে—
প্রাক-ইতিহাসে।

পীত, ভীত, মৃত মানুষেরা
করে যায় চলা ফেরা
দলে দলে
এই আকাশের তলে,
কাঁচা মাটি আর কচি ধানে !

তবু জানি সূর্যে ঝিলিমিল
মানুষের অনেক মিছিল
ছিল এইখানে :
নরম মাটির দেহে আঁকা
ছিল সিক্ত কতো রক্ত-রাগ—

কঠিন পায়ের কতো দাগ,
ঝিরঝির বাতাসের পাখা
ছুঁয়ে গেছে কতো কণ্ঠনাদ,
সেইদিন এই ধান
পেয়েছিল মানুষের পেশীতে সম্মান,
সেইদিনও উঠে গেছে চাঁদ
নিয়ে আলোছায়ার মিতালি—
নদীতে ছিল না শুধু এই ভাটিয়ালি
ছিল জয়গান ॥

আগুন

পুবের আকাশে ধোঁয়া ঃ
আমাদের চোখ স্বপ্নময়—
আমাদের আষাঢ়স্থ প্রথম দিবস ঃ
এখনো আগুন জ্বলে পশ্চিম আকাশে

আগুনের মৃত্যু নেই—
তারার আশ্বাস নিয়ে কখনো সে জ্বলে
সমুদ্রের বাতি-ঘরে,
কামারের অশ্রান্ত হাপরে,
অণুবীক্ষণের তলে,
শহরের সহস্র আঁখিতে—
মৃত্যুরে ঠেকায় প্রাণপণ।
আবার কখন
সভ্যতার শিরা ছিঁড়ে যায়
অনর্গল রক্তের মতন
দিগ্বিদিকে ছুটে চলে আগুনের স্রাব—
প্রাণপণে মৃত্যু এনে দেয়।

তবু এ আগুন ঃ
মানুষের মনের আগুন,
মেধার আগুন,
তারপর পেশীর আগুন।
আমাদের আগুন কোথায় ?—
আমরা মাটির পোকা

উড়বার নেই যেন পাখা—
নবধারা জলে করি স্নান,
অন্ধকার করি পান ;
জীবনের ভয় দিয়ে
আর পরাজয় দিয়ে
শুধু ঢেকে রাখা !

এ আকাশে আগুনের ছায়া ঝিলমিল-
মাটির জঠরে তবু
জমে যায় পোকার ফসিল ॥

ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর

অনেক সীমান্তে আজও পড়ে আছে মানুষের শব—
অনেক সীমান্তে আছে মানুষের আগুনের শিখা—
পৃথিবী তাদের কাছে চেয়েছিল আশা।
যারা করে কলরব
টানে যবনিকা
নেপথ্যের লোক তারা, বলে শুধু নেপথ্যের ভাষা ;
তবু আজ তারা অভিনেতা,
আশা পরাজিত আর দুরাশা বিজেতা।

আশা তবু বেঁচে রয় পৃথিবীর হাওয়ায় কোথায়-
সীমান্ত-প্রহরী যারা ধীরে ধীরে দূরে সরে যায়-
তারপর সীমা নেই আর—
পাহাড় কোথায় শেষ নেই ত ঠিকানা—
নামহীন নদী, শুধু নদী বলে যায় তারে জানা,
এখানেও এসে মেশে দূরের রাত্রির অন্ধকার।
আশা বেঁচে থাকে তৃণে তৃণে,
প্রান্তরের ফসলের গায়,
বেঁচে থাকে অন্য কোনো দিনে।

সেদিন কে মনে রাখে সীমান্ত কোথায় ছিল আর সে কেমন—
জানে শুধু একদিন আগুনের মতো ছিল কোনো কোনো
মানুষের মন।

নামহীন

অতি দীর্ঘ সময়ের কোনো এক মুহূর্তের মুমূর্ষু রেখায়
পদচিহ্ন থেকে যায়
কোটি জনমানবের।

তারো আগে ঢের
সূর্যে আর পৃথিবীতে মানুষেরা সৃষ্টি করে গেছে
সময়ের অজস্র প্লাবন,
তার থেকে বেছে বেছে
গুটি কয় ক্ষণ
আমরা গড়েছি ইতিহাস—
জানি শুধু তাই নিয়ে মানুষের মাটি ও আকাশ।
যাদের গিয়েছি ভুলে
নামহীন যারা এই সময়ের কূলে—
তারাও করেছে পান বহু জ্যোৎস্না, বহু রৌদ্রছায়া,
তাদেরও আয়ুকে ঘিরে ছিল জেগে মেয়েদের মায়া,
অনেক শিশুর মুখ,
'ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃত-বারি'
ছিল তারা তাতেও উৎসুক।

আজ মনে হয় তারা ছিল মরুচারী
তাদের পায়ের চিহ্ন মুছে গেছে বালুর তুফানে,
মুছে গেছে তারা দূর দিগন্তের পানে
ঝিলমিল রৌদ্রের শিখায়।

যারা আজও স্বাক্ষর বিকায়
সময়ের হাত হ'তে অন্য কোনো সময়ের হাতে—
তুমি আমি কতখানি তাদের ক্ষণের
তাদের মনের ?—
থেকে যাই কতটুকু তাদের আশায় ?
আমরা এনেছি নাম
অগণিত নামহীন হ'তে—
আমরা আলগ্ন তাই সময়ের ক্ষীণ ম্লান স্রোতে ;
এই স্রোত ভোলে ভবিষ্যৎ,
সম্মুখের পথ
আঁকেনি দূরের চিহ্ন, রাখেনি প্রণাম।

আমরা এখনো আছি—অন্ধকার নেপথ্যের ভিড়,
পৃথিবীরই খড়কুটা দিয়ে গড়া আমাদের নীড়,
অনেক অনেক রাত্রি শ্রাবণে নিবিড় হয়ে আসে,
আমাদেরও আছে বহু সুরভিত ভোরের আশ্বিন,
কার্তিকের দীর্ঘশ্বাসে
অবসন্ন আচ্ছন্ন বিকাল,
আছে ফাল্গুনের দিন
সন্ধ্যা দিয়ে রমণীয় লাল।
আমরা আগুন জ্বেলে দেখি তবু কতদূর পথ দেখা যায়,
আঁকা থাকে আমাদের ফসলের দাগ কোনো পাহাড়ের গায়,
আমরা কুড়ায়ে এনে রেখে গেছি অনেক ইস্পাত
আমরা শুনেছি দিন,
জেগে থেকে গেছি কত রাত,

আমাদেরও ছিল মন ছিল মেধা ছিল আলোচনা,
জেনে নিয়ে সময়ের কোথায় মোহনা
অনেক খনিতে শেষে দিয়ে গেছি মানুষের কঙ্কালের ঋণ।

দূরাসন্ন ইতিহাসে আসে যারা সূর্যের মতন
গেলাম তাদেরে দিয়ে কিছু স্বপ্ন, তবু কিছু মন॥

পৃথিবীকে

তোমার মাটির ঘ্রাণ, তোমার জলের স্বাদ, তোমার আলোর আলিঙ্গন,
পেয়েছি জীবন ভরে, তা-ই কি আমার সব—তাতেই সকল পাওয়া হল ?
তাতেই কি ছোঁওয়া হল অরণ্যের আকুলতা, অঙ্কুরের অগাধ কামনা—
নরম নরম ফুল, ফুলের নরম ত্বক্ তারো চেয়ে নরম যে মন ?

পেয়েছি কি জীবনের ছায়ার কুহকময় অলস রূপালি গতি-রেখা—
মাছের সমুদ্র-দিন, দিনের নরম ছোঁওয়া, দিনের শীতল অতলতা ?
জেনেছি কি কতো দূর—পাখীর বুকের দূর, পাখীর মনের দূর কোথা ?
পাইনি সে-জীবনের অগাধ পিপাসাগুলো, হয়নি ত তার ভাষা শেখা !

হাত দিয়ে ছুঁয়ে গেছি মানুষেরে মানুষীরে, চেনা কি হয়েছে তবু তারা ?
আমার মনের ঢেউ তাদের মনের তটে মিছিমিছি করে গেছে খেলা !
আসেনি নিবিড় হয়ে দেহের নরম স্বাদে তা'রাত আমার দেহময়,
চলে গেছি তাই যেন তোমার জীবন থেকে, সঙ্গীহীন, হারায়ে ইশারা।

প্রাচীনপ্রাচী

(১৯৪৬ – ১৯৪৮)

তাই কি ভালো ছিলো না—
তুমি যখন সমুদ্রকে চিনতে না নিজের থেকে আলাদা করে
সমুদ্রের শরীরের মতো মত্ততা অনুভব করতে যখন হৃদ্‌পিণ্ডে !
সমুদ্রের কতো ভয়ঙ্কর রাত্রি গায়ে মেখে নিয়েছ—
সোনার সূর্যের জলে বারবার চোখ মেলে তাকিয়েছ—
তারপর একদিন কোনো পীত উপকূল তোমার চোখে—
মৃদু জলের নদী—সবুজ ঘাসের দেশ !
পেছনে ফেলে এলে হয়ত কোনো পাহাড়ের রূঢ়তা—
পাথরের নীলাভ মরীচিকা—
কোনো কালো অরণ্যের রক্তাক্ত ইতিহাস হয়ত ফেলে এলে।

হয়ত ভালো ছিলো তা-ও
যখন ছিলে তুমি সেই কালো অরণ্যের সন্তান—
সেই উদ্দাম উল্লসিত জীবন—
আর উজ্জ্বল রক্তাক্ত মৃত্যু !
সেই মৃত্যুমাখা জীবনের সৌরভ ফেলে
এলে আরো গভীর মৃত্যু-স্বপ্নে—
আরো নিবিড় জীবনের বাহুবন্ধনে !—
নেমে এলে সমুদ্র-জীবনে।
হয়ত কোনো মহাবন্যার স্মৃতি উন্মন করেছে তোমায়—
সমুদ্রের লোনা জল ডাক দিয়ে গেছে
তোমার পাহাড়ের গুহায়,
তোমার লোনা রক্তে এসেছে সে-ডাক—
পেয়েছ তাই পেশীতে তরঙ্গের তাণ্ডব।

ক্লান্ত সেই সমুদ্র কোন্ শান্ত উপকূলে
তুমি তা জানতে না।
কোন্ পীত বালুবেলায় মুক্তার ফুল ফোটায় তার মৃদু নিশ্বাস
কি করে জান্‌বে ?
নীল আকাশ যদি নিজেকে বিছিয়ে দেয় মাটির উপর
নদী বলে কি করে চিনবে তাকে ?
ইউফ্রেটিসের তীরে তীরে ঘাসের ফুল তুমি চেনো না
নিঝুম সবুজ প্রান্তর কেন চিনবে তুমি—
দুধ আর মধুর দেশ !
তবু ভালো লাগলো বুঝি সে অপরূপ উপকূল
চোখে নেশার ছোঁওয়া লাগলো।
যেন কোন পলাতকা স্মৃতি খুঁজে পেলো মন !
হয়ত কোনো প্রভাতের প্রসন্নতা,
পাহাড়ের নিবিড় সূর্যাস্ত হয়ত বা,
সমুদ্রের মরকতনীল মধ্যাহ্ন হয়ত ফিরে এলো মনে।
ফিরিয়ে দিয়ে গেলো সমুদ্র
মাটির সন্তান মাটিকে।

মাটির সন্তান !
তবু কি তুমি ভুলতে পেরেছিলে সমুদ্রের স্বাদ
ভুলতে পেরেছিলে পাহাড়ের স্পর্ধা ?
তোমার মৃত্তিকা-মাতা
শস্পশ্যামা ইশ্‌তার কতটুকু মধু মেশাতে পেরেছিলো তোমার রক্তে ?
গুঞ্জন কি ওঠেনি সেখানে কোনো মহাশিকারী বিলুনপ্রুর নাম—
ক্ষণে ক্ষণে কি সফেন হয়ে উঠতে চায়নি সমুদ্রের মদ

তোমার শিরায়?
ইউফ্রেটিসের স্থবির আলিঙ্গনে
কতটুকু স্বপ্ন আর
কতটুকু প্রাণের ঘ্রাণ পেতে পার, সমুদ্র নাবিক?
প্রাণের উল্লোল উল্লাস
জীবনের অশান্ত উত্তাপ
সূর্যের পরমাণুর মতো হারাতে চেয়েছিলো মহাকাশের শূন্যতায়—
তারা চায়নি নীড়, চায়নি বিশ্রাম
শিনারের সমতট তারা চায়নি।

তবু থামতে হলো।
থামতে হলো হঠাৎ কার ইশারায়?
মৃত্তিকার ভ্রূণে সূর্যশিল্প কি তোমায় ডাকলো?
ঘাসের ঘ্রাণে, ফুলের ঘ্রাণে, ফলের ঘ্রাণে
সুরভিত হলো বুঝি রক্ত,
আর রক্তের সুরভি তাই পাঠালো সূর্যকে মানুষের প্রথম প্রণাম।
স্তম্ভিত সে উত্তাপের কি অপূর্ব রূপায়ন!—
তাইগ্রিসের তীরে তীরে মৃৎপুরীর মালা
চন্দ্রসূর্যের আকাশ সেখানে বন্দী।
উরের মন্দিরচত্বরে অরণ্যদেবতার লিপি-রচনা—
বাবিলনের প্রাচীর-গাত্রে পাহাড়ের অভ্রভেদী স্বপ্ন—
আকাশ আর পৃথিবীকে আলিঙ্গনে জড়ালো মানুষের প্রথম সৃষ্টি!
এশিয়ার ইতিহাস-দেবতা চোখ মেলে তাকালেন।

সে-দিনগুলোও কি ভুলে গেলে—

নীহারিকা-থেকে-ছুটে-আসা সূর্যের জন্মদিন ?
তোমার রক্তের সমুদ্র-ক্ষুধায় উদ্বেল দিনগুলো
কোথায় আজ ?
তোমার রক্তে তার স্মৃতি নেই।
তাদের চিতাভস্ম খুঁজে পাবে ইতিহাস-দেবতার পাণ্ডুর
ললাটে—
খুঁজে পাবে।
দেখতে পাবে
বাবিলনের জনবন্যা ইউফ্রেটিসের উৎসমুখে ছুটে গেছে—
সিরিয়া-আসীরিয়া-জেরুজালেমে তার পদধ্বনি শোনা যায় !
বারবার সূর্যাগ্নি নেমে এসেছে নাবুকদনসরের মশালের
আলোতে,
শতশত নগরপ্রাকারের পিত্তল কবাট ভস্মশেষ সেই তীক্ষ্ণ
তপ্ততায় ;
তীরফলকে উল্কার তীব্রদ্যুতি অন্ধকার আকাশে,
শবের পাহাড় ভেঙে বিজয়ী রাজার অভিযান !
মৃগয়ালুব্ধ বাবিলন,
অসুর-য়ীহুদী মিদিয়-লিদিয়-ফ্রিজিয় মানুষের অজস্র মৃগয়া—
অজস্র রক্তধারায় স্ফীত তার শিরা-উপশিরা।
'মানুষের পৃথিবী নির্মাণে মানুষ চাই—'
হয়ত তা-ই ছিলো তার আত্মার কামনা :
'বিচিত্র রক্তের কারুকার্যে জীবন রচনা কর, এই
মানুষ-তীর্থে,
জন্ম দাও সূর্যের মতো, পৃথিবীর মতো—
জীবনের জন্ম দাও !'

মানুষ-তীর্থ, জীবন-তীর্থ রচনা করছে তাই এশিয়া
মিশরের মৃত্যুতীর্থ নয়।
মেম্ফিসের মৃত্যুস্তব ছিলো না তোমার কণ্ঠে
হে সম্রাট, মনে পড়ে ?—
তোমার স্বর্ণভৃঙ্গারে ছিলো সেদিন দ্রাক্ষাসুরা—
দেহভৃঙ্গারের তপ্ত সুরা ছিলো জীবনের মহোৎসবে !
মানুষের কণ্ঠে মানুষকে মাটিতে আমন্ত্রণ করেছ তুমি—
নিনেভের প্রাসাদ থেকে সে-আহ্বান দিকে-দিকে নিনাদিত ঃ
সুসা থেকে জেরুজালেমে
কসব সাগর থেকে বাবিলনে গেছে সে-আমন্ত্রণ
সেনাচেরিবের রণভেরীতে।
সুরলোকের স্বপ্ন ছিলো না শিশু এশিয়ার
অ-সুরের কণ্ঠ ছিলো তার
তাই কণ্ঠে ছিলো মানুষের জয়ধ্বনি !

অন্ধকার বনচ্ছায়ায়
মিতানির প্রাসাদ থেকে সিন্ধুতীরে
কোন্‌দিন আর্যরক্তের স্রোত বয়ে গেছে—
যাযাবর আর্যের দেবতারা চুপি চুপি কোন্ মন্ত্র কয়ে গেছে—
অসুরপুরী তা জানতে চায়নি,
মিদিয়ার মাটিতে তার স্পন্দন বাজেনি—
শুধু সুসার আকাশে তার প্রতিধ্বনি ছিলো শব্দময় হয়ে।
ধ্বনি নয় প্রতিধ্বনি,
বৃত্রঘ্নের বজ্র নয়—আদিনিনাদ,
সমুদ্র-কণ্ঠ,

সমুদ্রকণ্ঠে বাবিলনের ম্লান স্মৃতি হয়ত বা—
আর অসুরসম্রাটের ঐশ্বর্য অহুরমজদায় !
আর্যের অগ্নিদ্যুতি খলদিয়ার আসীরিয়ার সূর্যকে ভুলতে পারেনি,
ভুলতে পারেনি মানুষের উজ্জ্বল আবির্ভাব—সম্রাটকে ।

সমুদ্রের মতো, পাহাড়ের মতো, সূর্যের মতো মানুষের
সেই নির্মাণ !
নিজেকে তাই ত এতো বিশাল করে পেয়েছিলে তুমি !
তাই আর্যের স্বর্গমমতা মাটির কামনায় হারালো,
এশিয়ার মাটিতে পুনর্জন্ম হলো তার ।
দেখতে কি পাওনি যদু আর তুর্বেষর সৌরাষ্ট্রবিজয়—
সিন্ধুর মোহনায় নূতন বাবিলন ?
স্মৃতির ধূসর পাতা খুলে দাও,
জরথুস্ট্রের মন্ত্রধ্বনি আর শুনবে না—
ইরানী আর্য কুরুষের দুন্দুভি-আরাবে মিদিয়ার প্রান্তর
উচ্চকিত !
দেখবে সেখানে ছায়ার বিচরণ—
থেসে-মিশরে সম্রাট কম্বুষের বিভীষিকা—
দেখবে পৃথিবীজয়ের স্বপ্নে অজাতশত্রু বিনিদ্র,
মাকিদনকে দেখবে শতদ্রুতীরে ।
তবু এ অভিযান আর্যের নয়,
এশিয়ার এ অভিযান,
সম্রাটের স্বপ্ন এশিয়ার !

সম্রাট !

কী আশ্চর্য সূর্যস্বপ্ন মানুষের মনে,
কী উদ্ধত ঊর্ধ্ব-পিপাসা আকাশের মতো—
সমুদ্র-প্রতিম উত্তপ্ত বিস্তার
গৌরীশৃঙ্গের হিম নিঃসঙ্গতা!
সম্রাট!
নামরূপহীন কোনো সত্তা যেন তার প্রথম জন্মের স্বাদে উন্মাদ—
যেন কোনো বিশ্বদেবতা মানুষের হৃদয়ে অশান্ত!
শুধু কি সিংহাসনের রত্নচ্ছটায় দীপারতি হবে তার—
বৈদূর্য-বিলাসেই মনের অন্ধকার ঝল্‌সে উঠবে?
তার ক্ষুধা কি বন্দীর বন্দনায়, দুন্দুভি-নিনাদে, অসিঝঞ্ঝনায়ই বন্দী শুধু?
আর কিছু নয়—
কোনো স্বপ্ন, কোনো সাধ, কোনো তৃষ্ণা নয় আর?
শুধু এই—
শুধু কি দেহই চেয়েছ তুমি, বিশ্বদেবতা, শুধু রূপ?
সুরভির মতো ছড়িয়ে যেতে চাওনি কি বিশ্বময়—
চাওনি ছড়িয়ে দিতে কোনো স্নিগ্ধ শ্বেত-স্বপ্ন জ্যোৎস্নার মতো?—
মনে কি নেই তোমার শুভ্রতার শুভাশীষ?
ছিলো।
ছিলো তোমার রাত্রির হিমালয়—প্রভাতের সমুদ্র—
ছিলো মনে শ্বেত শতদল।
শুভ্রতর জীবন-রচনা ছিলো,
পূর্ণতর মানুষ-রচনা।
তাই একদিন স্বর্ণমুকুট ধূলায় লুটালো;
স্বর্ণমুকুট, রত্নশয্যা, দেহভৃঙ্গার পড়ে রইলো মৃৎপাত্রের মতো
ফুটলো সেই শ্বেত শতদল লুম্বিনীর বনতলে—

মহাচীনের কুটিরপ্রাঙ্গনে চন্দ্রমল্লিকা ফুটলো—
জেরুজালেমের গোলাপ
গলগোথার প্রান্তরে কাঁটার মুকুট পরে দাঁড়ালো।
নূতন সম্রাট!
সূর্যের তরবারি তোমার ললাটে বিচূর্ণ!
তোমার অফুরন্ত আকাশরশ্মিতে সুঙ্গ আর্যের যজ্ঞধূম
কি ব্যর্থ নয়?
অগাধ হৃদয়ে তোমার
ব্যর্থ নয় কি রোমক আর্যের রক্তক্ষরা মত্ততা?

নীলার রহস্য, লোহিতের তপ্ততা ছিলো—
ছিলো প্রাস্ত—ছিলো না প্রাণ।
পীতহরিতের আলিম্পনে
এবার তোমার সপ্তবর্ণ—এবার তোমার ইন্দ্রধনু, এশিয়া!
চীনাংশুকের পীত উত্তরীয়ে মহাচীনের স্বর্ণদ্যুতি বিনম্র;
কুসিনরের কবিতায়
কুষাণের পাষাণপুরীতে প্রাণবন্যা;
জাগলো সাড়া তিব্বতের দেবদারু বনে;
তেম্নি প্রভাত ছড়ালে তুমি প্রতীচীরও তটরেখায়
তার আকাশে পরালে গোলাপের মালা—
জড়ালে তাকে হৃদয়ের বর্ণে—নূতন জন্মে!

তবু কি শেষ তোমার মহাকবিতা রচনা—
মহাকবি এশিয়া?
তিমিরহরণের গান বুঝি সমাপন হয়নি—

অবিরাম বিচরণ করেছে তোমার চারণমন—
গান নেই কোথায়—
কোথায় প্রাণ নেই—
কোন্ মরু-বালুকায় সূর্যের চূর্ণ ছড়িয়ে আছে স্তব্ধ !—
ফুল কি ফুটবে না সেখানে—আরবের বালুর তরঙ্গে—
ছুটবে না প্রাণের নির্ঝর ?
ফোটালে ফুল—
ফুল ফুটলো—
অল্‌মদিনার রক্তগোলাপ।
সূর্য ফুটলো, সূর্য উঠলো—
নির্ঝরের ঘুম টুটলো সারাসেনের ফেনিল রক্তে।
তরুণ সে রক্তিম প্রাণ ক্ষমা করেনি প্রতীচীর নখরাঘাত—
রোমক পতাকায় উড্ডীন শ্বেতস্পর্ধা সহ্য করেনি।
গলগোথার গরলে নীলকণ্ঠ নয় এ—
শিব নয়, ভৈরব—
তার পিঙ্গল জটাজালে ছেয়ে গেলো পশ্চিম দিগন্ত—
উদ্দাম প্রাণবহ্নিতে তৈরী হলো প্রতীচীর চিতাশয্যা।
তুমি তাকে পেয়েছ নিবিড় উষ্ণতায়,
রোমাঞ্চিত তৃণভূমিতে—
মঙ্গোলিয়ার গিরিগাত্রে—
ইরাণে-বাবিলনে।
পেয়েছ তোমার কবিতায়—
সিরাজ-সমরখন্দ-বোখরার রক্তগোলাপে !

ভুলে কি গেছ আজ, এশিয়া—

দেবতার স্মৃতির মতো নিজেকে যে পেয়েছিলে তুমি—
তোমার বিশ্বরূপে পেয়েছিলে বিশ্বদেবতার বিস্ময় !—
তার স্বর্ণমন্দির আর চিতাভস্ম,
বজ্রকণ্ঠ আর হৃদ্‌স্পন্দন,
বস্তুপুঞ্জ আর মহাশূন্যতা
তোমার রচনায়, জীবন-রচনায়, মানুষ-রচনায় গাঁথা ছিলো।

চারদিকে নূতন আলোর আকাশ—আমার রক্তে পুরোনো মাটি
পুরোনো মাটি—সময়ের ঢেউ-লাগা সিক্ত সৈকত।
সময়ের ঢেউ গুণি, ঢেউ শুনি আমার মনে।

এ-মাটিতে যেদিন প্রথম জীবনের উৎসব আকাশে তখন রাত্রি,
রাত্রির ছায়া মানুষের জীবনে।
তবু কালো রাত্রির কালো মানুষেরা নক্ষত্রের দিকে তাকিয়েছিলো,
সুদূর সূর্যের দিকে তাকিয়েছিলো।
সেই নম্র আলো ভালো লেগেছিলো তাদের
জীবনকে ভালোবাসবে বলে'।
জীবন—চিরদিনের জীবন, প্রাণের উষ্ণ নীড়—
নারীর রচনায়, নারীর স্বপ্নে, নারীর নিবিড় চোখে
হৃদয়ের কতো বিচিত্র লিপি!
জীবনকে ভালোবেসেছিলো তারা
আর ভালোবেসেছিলো মাটিকে ;
মাটির প্রথম সন্তানের মাটিকে পাওয়া
মায়ের মতো, দেবতার মতো পাওয়া
কতো সহজ তবু কতো গভীর—
কতো নিবিড় জীবনের এ-উচ্চারণ ঃ
'ধরিত্রীদেবতা,' 'ধরিত্রীমাতা'!

গভীরতার ক্লান্তিতে ফুলে ওঠে সমুদ্র।
নিবিড়তায় নিঝুম জীবনও কি চেঁচিয়ে ওঠেনি হঠাৎ?
আকাশ, রাত্রির ঘুমন্ত আকাশ হয়ত জাগলো তাই

ইন্দ্রবরুণমিত্রাগ্নি নিয়ে জেগে উঠলো আকাশ !
আকাশের ছোঁওয়া লাগলো কালো মানুষের জীবনে
রৌদ্রের ছোঁওয়া, শুভ্রতার ছোঁওয়া।
তবু কতোটুকু দিতে পারে আকাশ মাটির মানুষকে ?
দিতে পারে স্বপ্ন, রক্ত নয়—
দিতে পারে মৃত্যুর কাহিনী, জীবনের স্পন্দন নয়।
'স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো'
আকাশে মৃত্যুর বিচরণ—জীবনের বিচরণ মাটিতে,
কালো মানুষের শুভ্র হাড় শুভ্রতর করে দিতে পারে না আকাশ।

কে হারালো !
মাটিই কি শুধু হারিয়ে গেলো আকাশের পারাবারে—
বন্দী কি হলো না আকাশ ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে ?
কে জানে ?
জানে না আকাশ, জানে না মাটি, জানে শুধু জীবন
নূতন এক জীবন, জীবনের নূতন আহ্বান ঃ
শবরের শর্বরীতে কতো রমণীর শুভ্র দেহ মিশে গেলো,
শবরীর শর্বরীতে এলো সূর্য-প্রতিম কতো তাপস।
আকাশ আর মাটির মোহনায় নূতন একটি দ্বীপ,
দ্বৈপায়নের কণ্ঠে নূতন ধ্বনি ঃ
'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'।
নূতন কথা—জীবনের ঐশ্বর্যের কথা।
মৃত্যুর কথা নয়, ঐশ্বর্যের কথা।
অমৃতের কথা নয়, ঐশ্বর্যের কথা।
মৃত্যুর কি মানে পেয়েছে নচিকেতা,

জীবনের কি মানে পেয়েছে অমৃতের পুত্রেরা ?
জীবনের মানে খুঁজে নাও ঐশ্বর্যে,
কতো প্রচুর, কতো তীব্র যে জীবন খুঁজে নাও।
পুরোনো মাটির নূতন দ্বীপে জন্ম দাও আগ্নেয় জীবনের ঃ
'অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্' ।

ভারতবর্ষের জন্ম হ'ল।
গন্ধার-কেকয়-মদ্র-উশীনর-মৎস-কুরু-পঞ্চাল-কাশী-কোশলের
জন্ম হ'ল,
মণিকুট্টিমে খচিত হ'ল অরণ্য-লাবণ্য !
শুধু তপোবনে আর উটজে বনজ্যোৎস্না নয়,
শকুন্তলার চকিত দৃষ্টি নয় শুধু,
কালো আর সাদা মাটির গাঢ় আলিঙ্গন আঁকা মেঘপ্রভ শিলাগৃহে
বিদ্যুৎময়ী ললিতবনিতার ভ্রূভঙ্গী,
অলকে তাদের কুন্দকোরক, চূড়াপাশে নবকুরুবক !
বিদিশা-দশার্ণ-উজ্জয়িনীর সৌধাবলীতে গেহিনীও তা'রা।
স্তননম্র তন্বী, শ্যামা,
সলজ্জ প্রিয়া তা'রা—শিথিলনীবীক্ষৌমবাস,
তা'রা বিরহিনী, একবেণীবদ্ধা।
নিশীথের রাজপথে অভিসারিকার মেখলানিক্কণ,
সূচীভেদ্য অন্ধকারে কর্ণাভরণের বিদ্যুৎ !

অগ্নির জন্ম দাও তুমি, নারী,
জীবনের জন্ম দাও।
আগ্নেয় জীবন আকাশে লেলিহান হয়ে ওঠে

পৃথিবী ভরে যায় কারুকার্যে !
তোমার শক্তিশালায় আত্মার নির্মাণ—বিশ্বের নির্মাণ চলেছে,
নারী,
মহাকাশের মহিমা কি তুমি নও—
তুমি কি নও পৃথিবীর অণুর অণিমা—
নও সর্বক্রমশরীরিণী ?
উন্মুক্ত জীবনের বিজয়স্তম্ভে তাই খচিত হলো সমুদ্র-মেখলা
ভারতবর্ষ
তৈরী হলো জীবন-দেবতার মূর্তি,
ফিরে এলো ধরিত্রীমাতা শক্তিমাতার ঐশ্বর্য নিয়ে।
সময়ের সীমা ছাড়িয়ে সে-ঐশ্বর্যের দীপ্তি
দীর্ঘ ভবিষ্যতে তার বিস্তার !
জন্ম হলো জননীর,
মাতৃভূমির জন্ম হলো।

সন্তানের মাতৃভূমি—দেশ !
পরশপুর থেকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ
তাম্রপর্ণী থেকে শ্রাবস্তী—
মাটির দেশ নয় শুধু, মানুষের দেশ।
মদ্র-মল্লী-যোধ্যেয়-কীরাত—
মৌর্য-লিচ্ছবি-গৌড়
পাণ্ড্য-অন্ধ্র-পুলিন্দ-রাষ্ট্রিক-ভোজ—
উদ্ধত জনতরঙ্গের অজস্র দর্পিত বাহু !
তা'রা পৃথ্বিবল্লভ, অবনীজনাশ্রয়, পরমভট্টারক, পরমমশ্বেহর,
অশ্বপতি-গজপতি-নরপতি রাজত্রয়াধিপতি তা'রা !

উজ্জিহান সূর্যের দেশ !
প্রভাতের তৃষ্ণা কেঁপে উঠলো কতো পাখীর পাখায়,
দূরদূরান্তের কতো পাখীর রক্তে প্রমথ সূর্যকামনা !
আর কতো রক্ত গৈরিক ধুলো হয়ে গেলো সূর্যের উত্তাপে !
কতো দেহ,
কতো প্রাণ
তোমার মাটিতে, তোমার আকাশে, তোমার আলোতে হারালো !

তারপর আবার বুঝি সূর্যের ক্লান্তি সময়ের সমুদ্রে—
আবার এক রক্ত সন্ধ্যা !
এবার মেঘ, এবার ঝড়।
সূর্যকিরীট ফেলে দিয়ে কি বেশে এসে দাঁড়ালে, সাবিত্রী—
কোন্ অন্ধকার ভবিষ্যতে প্রবাহিত তোমার কালো চুলের নদী—
কালের কতো দূর পথে ?
.রক্তের ঝর্ণায় কোন্ শক্তি পান কর, মহাকালী,
মৃত্যু দিয়ে জীবনকে কোন্ শক্তি পান করাও ?

এবার তুমি শান্ত সন্তানের ধাত্রী, ভারতবর্ষ, সন্তানের জননী নও আর।
আরব সমুদ্রের তীরে তীরে একদিন
তাজিকের অশ্বক্ষুরে তপ্ত বালু উড়লো,
সে তপ্ততায় বিরাট এক মরুশক্তির, সমুদ্রশক্তির উপঢৌকন
পেয়েছে তোমার মন,
পেয়েছ মনের নীড়।
মরু-পথিকের সঙ্গে তাই বিচরণ করেছ তুমি বহুদূর—
পশ্চিম দিগন্তের আরণ্য তমসায়।

তারপর তোমার তমসা—
তমোতপস্যা তোমার,
গুর্জরপ্রতীহারের চিতাভস্মে পাণ্ডুর হলো তোমার আকাশ—
আর গজনীর আকাশে বাঁকা চাঁদ উঠলো।
তোমার ভৃঙ্গারে সেদিন তরুণ তুরস্কের শক্তির সুরা!
তাদের বাঁকা তলোয়ারে ঝলমল ঝিলমের তীর—
কনৌজের মৃত রাজপথ ঝঙ্কৃত ;
সেদিন ঘুরের ঘূর্ণীবাত্যা
তরৌরির রণপ্রান্তরে—
গৌড়ের তমালতালীবনরাজিনীলায়!
তবু 'ম্যয় ভুখা হুঁ'—চীৎকার,
আরাবল্লীর পাহাড়ে-পাহাড়ে তোমার বুভুক্ষু আত্মার বিচরণ!
ব্যর্থ হয়েছে দিল্লীর দলিত প্রাণের ক্রন্দন,
পাণিপথে অঞ্জলি ভরে রক্তপান করেছ তুমি!

বহুদিন—বহুযুগ—
বহু প্রভাতের ললাটে রক্ততিলক—
তারপর একদিন এ-রৌদ্রের অবসান।
আষাঢ়ের—রব-আস্‌-সানীর একটি মেঘস্নিগ্ধ আকাশে
সিক্রির মস্‌জিদ থেকে খুৎবা ধ্বনিত হ'ল :
"তুমিই আমায় ঐশ্বর্য দিয়েছ খোদা—
দিয়েছ বলদৃপ্ত বাহু আর বিচক্ষণ হৃদয়···"
মুখ তুলে তাকালো ব্যথিত মাটি প্রাসাদ-ঝরোখায়—
"কে এলো—
হৃদয়ের ধ্বনি নিয়ে কে এলো ?"

মাটির অণুতে অণুতে প্রতিধ্বনি বাজালো ঃ
"দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো বা।"
হয়তো কোনো তুরাণী রূপসীর চোখের নীল
নীল পাহাড়ের কুয়াশা হ'তে তাদের রাত্রির স্বপ্নে নেমে এসেছে—
গুলবাগের ঘ্রাণে গভীর হয়েছে নিশ্বাস,
তবু তা স্বপ্ন—
অতীতে-ফেলে-আসা জীবনের প্রেত-ছায়া
বহুদূরে তাদের কাবুল-সমরখন্দ-শিরাজ-বোখরা!
পায়ের নীচে তখন নূতন মাটি,
ঘুমভাঙা চোখে সমতলের শ্যামল আলো,
সিন্ধু আর গঙ্গার বাহুবেষ্টনে বন্দী তা'রা—
নূতন মাটির নবজাত সন্তান।
নূতন মাটি, তবু তাদেরই জন্মভূমি!
ভালো লাগে চোখে তাদের যমুনার কালো জল,
ভালো লাগে যমুনার কোলে চোখের জল ফেলে যেতে।

আবার ইন্দ্রধনুচ্ছটা তোমার সন্তানের দেহে,
শুভ্ররুচি তুমি সন্তানের মনে—
রূপরসগন্ধশব্দের উৎসব আবার!
তাই আবার সুদূর প্রতীচীর মুগ্ধ লুব্ধ দৃষ্টিপাত—
তাই হিস্পানীর উপকূল গুঞ্জন-মুখর ঃ
পার হতে হবে রাত্রির কতো সমুদ্র—
কালো অরণ্যের ছায়া-শিহরিত কতো পথ—
কতো দৈত্যের দেশের পর এ স্বপ্নস্বর্গ?
দুস্তর পারাবারে ভাসলো প্রতীচীর পণ্যতরী।

তারপর একদিন সমুদ্র-শঙ্খের গর্জনে মালাবারের বেলাভূমি
উচ্চকিত,
শঙ্খশুভ্র মানুষের ভীরু পদধ্বনি নারিকেলের নিভৃত ছায়ায়,
আগ্রার বিপণিতে পণ্যাজীবের দীন হাসি।
কি নিষ্ঠুর, কুটিল স্বপ্নের ছদ্মবেশ এ দীনতা কে জানত সেদিন ?
কে জানত পণ্য হ'বে ভারতবর্ষের মাটি,
পণ্য হ'বে মানুষের মন ?
জানত না কর্ণাটক, পলাশী, মহিশূর, দিল্লী—
কামানের আগুনে পুড়বার আগে জানত না।

হে প্রাচী,
মায়ের মত উষ্ণ অনুরাগে তুমি স্পর্শ করতে পারোনি প্রতীচীর
তুহিনশীতল বুক—
সে তোমার সন্তান হতে চায়নি, প্রভু হয়েছে।
যন্ত্রের পেষণে তোমার মাটিকে ধুলোর মতো দিগ্বিদিকে উড়িয়ে
দিয়েছে তার বাহু,
তোমার মাটিকে—তোমার আত্মাকে !
শুনতে চায়নি সে তোমার কান্না, দেখতে চায়নি হাসি,
খুঁজতে যায়নি প্রাণ,
দেখবার ছিলো না কিছু তার, জানবার ছিলো না কিছু
তার ছিলো শুধু ইন্দ্রজালে তোমার মাটিকে সোনা করে নেওয়া !
তুষারের দেশে স্বর্ণসূর্য উঠলো,
হে প্রাচী, তুমি প্রাচীন অন্ধকারে আবার।

অন্ধকার।

সে অন্ধকারে কোথায় আর প্রাণের বিচিত্র উৎসার—
সময়ের কর্মশালায় কোথায় সে মহাজীবনের নির্মাণ ?
সব—সবই অন্ধকারের ছায়ায় হারালো !
অন্ধকার।
একটু আলোও কি আসেনি সে রূঢ় অন্ধকারে
পশ্চিম আকাশের একটু তির্যক আলো—সূর্যের সামান্য প্রসাদ ?
এসেছিলো—কোন্ এক বিস্মৃত সমাধি থেকে বুঝি উঠে
এসেছিলো—
সূর্যের স্মৃতি লিপি অন্ধকার আকাশে,
অন্ধকার মাটির অণুতে অণুতে তাই বিদ্যুৎ-স্ফুরণ—
প্রাচীন অন্ধকার,
অগ্নিসরণিতে সূর্যসাযুজ্যের স্বপ্ন এলো তোমার চোখে।
অন্ধকারের দীপাবলী—
লোহিত আগুনের অজস্র, অশান্ত স্ফুলিঙ্গ
একটি শ্বেতশুভ্র নিষ্কম্প শিখায় আকাশ আলিঙ্গন করেছে আজ।
সে-শুভ্রতায় বিচ্ছুরিত পুরোনো মাটির আত্মার জ্যোতি,
অতীতের, ভবিষ্যতের।

তোমায় চিনি, ইতিহাস-দেবতা,
মনের বিধাতা, চিনি তোমায়—
জানিনে আর দেবতারা কোথায়।
জানি তোমার নাভিনালে ফুটে উঠেছিলো অতীতের শতদল,
ফুটে উঠবে ভবিষ্যতেরও পদ্মরাগ।
তোমার মালাগাঁথার শেষ নেই,
শেষ নেই ফুলের মত জীবনের—জীবনের মত ফুলের শেষ নেই।

ফুল—যার সুরভিত স্বপ্নে এসেছে আমার বসন্ত—
আমার বৈশাখ, আমার আষাঢ় রূপায়িত যার রূপরেখায়।
যে-মাটি ফুল ফোটায় আমার রক্তে তারই হাতছানি—
পঙ্কমাতার পঙ্কজ আমি মহাকালের মালায়॥

বাঙলা

কতো দূর হতে যেন নদীর ঘ্রাণ আসে !
ভুলে থাকা যায় না—
দেবতার মতো নদীকে মনে পড়ে।
পাহাড়ের এক অশান্ত দেবতা এই নদী—
তীব্র তুষার ভেঙে তৈরি করে নীল জল,
পাথরের রেণুতে মৃদু মাটি রচনা করে—
তারপর মাটি আর জলে সমতল।
হয়তো কোনো মানে নেই এই রচনার,
সমুদ্রের আণবিক উল্লাসে নিজেকেই ভেঙে দিতে হবে যদি
শান্তির নীড় কেন আর ?
কোনো মানে নেই রচনার—
তাই দেবতার মতো মনে হয় নদীকে।
ভুলে যেতে চাই—
তবু মনে হয় কোথায় যেন আছে প্রাচীন দেবতারা—
গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র !

গঙ্গা !
কালো অরণ্যের চোখে বিদ্যুৎপ্রভা—
কোন্ কালো মানুষের মনে বিদ্যুতের মতো এসেছিলো তার নাম ?
তা'রা বুঝি পাথরের মানুষ—পাথরের দেবতা যেমন নদী !
পাথরের পথ কেটে ছড়িয়ে গেছে তা'রা দূর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিগন্তে-
অগ্নিগিরির লাভার আভায় যুগ থেকে যুগান্তরে ;
সৌর মত্ততার অবসান তখন পৃথিবীতে,
ক্লান্ত পৃথিবীর নিঃসঙ্গ প্রাণ তা'রা
মানুষের পৃথিবীর প্রথম যাত্রা !
প্রথম যাত্রা তবু অফুরন্ত তার চলা—তার দোলা অফুরন্ত।

চোখ মেলে তাকালো পলিনেসিয়ার বনভূমি—
সুদূর প্রাচ্যের জনপদ,
পশ্চিমের উপকূল জ্বলে উঠলো প্রাণের প্রতিভায়।
তৃণের তৃষ্ণা এবার যুগল জনস্রোতে—
পথ-প্রমত্ত প্রাণের তরঙ্গ পাথরের পুরীতে বন্দী হলো
সমতলের মানে ছিলো,
মানে ছিলো গঙ্গার,
এবার মানুষের মনে তাদের মানে ছিলো।

তাদের শ্রুতিতে ছিলো কি নদীর প্রথম নাদের ভাষা—
স্মৃতিতে তার সর্পিল গতি?
গুহার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো কুণ্ডলীমুক্ত সাপ
বেরিয়ে এলো সর্পিল জলধারা—
দেহময় কি বিপুল চঞ্চলতা!
দেহের অন্ধকার হতে সন্তানের মতো
পৃথিবীর দেহ থেকে শস্যের মতো প্রাণের কি অপূর্ব উৎসার!
শক্তির বিগ্রহ বন্দনায় তাই মুখর হলো সমতল—
প্রাণের অর্চনায় ধরিত্রীর সঙ্গিনী হলো গঙ্গাভূমি।
শ্যামাঙ্গিনীর সর্পিল ছন্দে মোহিত কতো সন্ধ্যার আকাশ—
মথিত কতো পুরুষের বিদ্যুন্ময় শক্তি;
প্রাণোৎসিনী ধরিত্রীকে অনুভব করেছে নারী তার দেহের নগ্নতায়
গঙ্গাকে পেয়েছে শিরা-উপশিরায়
হিমাচল-নীলাচলকে স্তনাগ্রচূড়ায়।
প্রথম প্রভাতের আভায় গঙ্গাম্বুপাতপ্রতিম কণ্ঠ:

প্রকৃতিপুরুষের উল্লসিত কলনাদ ঃ
ওম্-হূঙ্-শৃঙ্-ক্লীঙ্!

শক্তির নিস্পন্দতায় নিবিড়—সমতল,
অরণ্যের শ্যামল রচনা—সমতল,
তবু তুমি পার্বতী—
পর্বতের লিপিলেখা সমাপন হয়নি তবু।
তাই তোমার তনুর আমন্ত্রণ পামীরের পিঙ্গল আকাশে।
তমসার অবসানে কি আশ্চর্য প্রভাত তোমার!
কুমার শিব দাঁড়ালো এসে কুমারী শ্যামার দ্বারে—
তাম্র জটাজাল তার লুপ্ত হলো তোমার কালো চুলের বন্যায়
গৌর মরু-তনু স্নিগ্ধ নীলিমায় গলে গেলো।
চঞ্চল চৈত্র বুঝি তখন অবসান!
পর্বতের শুভ্রতা পেয়েছ, শ্যামলী,
তবু তুমি নিজেকে হারাওনি,
পুরুষ তোমার আভরণ, তোমার বিদ্যুৎ—মেঘময়ী!
তোমার ছায়া কোথায় হারাবে—
কে ছিনিয়ে নেবে তোমার শক্তি ?—
পামীরের পুরুষ তা পারেনি
পারেনি আর্যের ইন্দ্রমিত্রবরুণ।
সদ্যজাত সাগ্নিক ভারত কি দেবে তোমায়—
অগ্নির জন্ম তোমারই জঠরে, মহাদেবী
পরমাকলা তুমি,
তুমি মাতা, তুমি মান, তুমি মেয়!

তুমি চাওনি তাদের,

আর্যের শ্বেতকামনা তবু প্রাচ্যের শ্যামদ্যুতিতে আত্মাহুতি দিয়েছে—
অতিথি হয়েছে ঋষিকুমার বিশ্বামিত্র-দীর্ঘতমা।
তাদের রক্তের স্মৃতি আছে কি গঙ্গার উত্তর তট-রেখায় ?
আছে কি দক্ষিণ তটভূমিতে মোঙ্গলের পীত প্রপাতের চিহ্ন ?
তাতল সৈকত মুছে দিয়েছে তাদের পদরেখা।
তুমি শ্যামল
অঙ্গবঙ্গসুহ্মব্রহ্মপুণ্ড্রের শ্যামলতায় শ্যামল—
পঞ্চজনের শ্যামল জননী তুমি !
তোমার বিচিত্রতায় তুমি একা—
তোমার একতায় বিচিত্রতা বিলীন।

বারবার তোমায় ছুঁয়ে গেছে মগধের মহাপিপাসা—
সমুদ্রগুপ্তের সমুদ্রসাধ প্রচুর-পয়সী সমতটে গিয়ে মিটেছে—
বারবার নিজেকে সরিয়ে নিয়েছ তুমি—
আরো নিবিড়, আরো নিবদ্ধ হয়েছ—
গাঢ়-গূঢ় হয়েছে তোমার শক্তি
গৌর-বঙ্গের আলিঙ্গনে।
অবশেষে একদিন গৌড়-সেনার খড়্গ
ফিরিয়ে দিয়েছে আর্যাবর্তের তরবারির আঘাত—
কর্ণসুবর্ণের কিরণে উদ্ভাসিত হয়েছে মহোদয়শ্রী।
শক্তির সফেন সুরায় উচ্ছল সে দিনগুলি তোমার
সমুদ্রের মতো,
সমুদ্রস্তনিত তুমি,
প্রাচীন পার্বত্য স্নায়ুতে সমুদ্রের মতো ক্ষিপ্ততা !
শান্তির-নীড়ভাঙা পাখী উড়ে গেছে সমুদ্রদুর্গের প্রাচীর-চূড়ায়

তাম্রলিপ্তির নৌ-মাস্তুলে !
কামরূপ-কান্যকুব্জ-কাশ্মীরের অসিতে কতো রক্ত দান করেছে তা'রা
কতো সহজ সে প্রাণোৎসর্গ—
বুঝি তা বিধাতারও বিস্ময় !
শৌর্যের সূর্যালোক বিচ্ছুরিত দিগ্বিদিকে—
কুটিরাঙ্গনে তবু তাদের চন্দ্রপ্রভা :
গৌড়াঙ্গনার দুর্বাকাণ্ডরুচির তনু
স্ফুটবাহুমূল
চন্দনার্দ্রকুচার্পিতসূত্রহার
অগুরুরূপউপভোগ
রণক্লান্ত কতো রজনীকে মোহময় করে তুলেছে—
গৌড়ের জননীজায়াদুহিতা তা'রা
স্বপ্নশক্তিসাধনার উৎস !

তারপর আরেক প্রভাত।
আবার কোন্ নব গঙ্গোত্রীর ধ্বনি—
মর্মরিত মন কোন্ পীত উত্তরীয়ের প্রতীক্ষায় ?
কোন্ হিমালয় আবার—
রৌদ্রময় তুষারচূড়ায় কোন্ স্বপ্ন ?
এ স্বপ্নের মহাশিল্পী কপিলাবস্তু—
গৌড়বঙ্গের ভূমিতলে এসেছে তার সৌরভ।
পেয়েছে মানুষ ঘর হারাবার গান,
মানুষকে কাছে পাবার প্রাণ—
জীবনকে নির্মাণ করেছে তারা কর্মের কারুকলায়।
সমুদ্রসন্তানের পীত সৌরভে
পরমসৌগত গৌড়পতির জন্ম হলো—

নির্মিত হলো বিক্রমশীলা—
মুগ্ধ যবভূমি গৌড়ের আলিঙ্গনে ধরা দিলো।
শিল্পের কি বিপুল প্লাবন বিহারমণ্ডপের স্তম্ভগাত্রে—
ধর্মরাজিকে, ধর্মচক্রে, চৈত্যছত্রে !—
স্বর্ণব্রীহিসক্তা বাগীশ্বরীভট্টারিকামূর্তি,
অষ্টমহাস্থানশৈলবিনির্মিত গন্ধকুঠী—
অপরূপ শিলাস্বপ্ন!
কম্বোজ-আরাকান-গুর্জর-রাষ্ট্রকূট-চোলচালুক্যের অসিঝঞ্ঝনার
অন্তরালে
প্রাণের কি সৌম্য সাধনা!
এ-ধ্যানের প্রহরী সেদিন গৌড়-সেনানী
গৌড়ের জয়স্কন্ধাবার সেদিন
পাটলীপুত্র-মুদ্গগিরি-কান্যকুব্জের দুর্জয় প্রান্তে !

অবশেষে একদিন আর্য এলো !
স্খলিত আর্য খলতার সুরঙ্গপথে প্রভু হলো তোমার।
তবু তোমাকে পেতে নিজেকে ভুলতে হয়েছে তার
শিব হয়ে খুলতে হয়েছে শক্তির মন্দির !
শক্তির মন্দির !
কিন্তু মন্দিরে বুঝি ছিলো না আর শ্যামা মূর্তি—
ভৃঙ্গারের রক্তে মিশেছে তখন পীত সুধা
গেরুয়া হয়ে উঠেছে গৌড়ের মন ঃ
মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামস্তমালদ্রুমৈঃ
ভীত, ত্রস্ত বৃষভানুদুহিতা আমি—
তুমি এসে আমার হাত ধরো, শ্যাম !

মহিষী তন্দ্রার হাত ধরেছে পরমবৈষ্ণব লক্ষ্মণসেন !
ইখ্‌তেইয়ারের তলোয়ারে নালন্দায় আর্তক্রন্দন—
শৈব রক্ত কোথায় আর ?
তুর্কীর অশ্বখুরে শঙ্কিত লক্ষ্মণাবতী—
অরিরাজবৃষভাঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর কোথায় ?
মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্—
বজ্রনির্ঘোষে স্তব্ধ হলো পবনদূতের ধ্বনি—
মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্—
স্তব্ধ হলো গীতগোবিন্দের গুঞ্জন !

লখ্‌নৌটির মীনার উঠলো,
ধূলিতলে গৌড়ের করোটি—
গম্বুজের শিরে চন্দ্রের শাণিত শৃঙ্গ !
ভাঙলো নীল আকাশ—
শ্যামল স্বপ্ন ভাঙলো,
তাই বুঝি ঘুম ভাঙলো।
শোনো নদীর গান—ভুলে-যাওয়া গান শোনো আবার
ক্ষিপ্ততার গান শোনে গঙ্গার মোহনায়—
শোনো জয়ধ্বনির স্মৃতি !
গৌড় নেই—আছে গঙ্গা—
বঙ্গ আর ব্রহ্মপুত্র আছে তবু।
দোলা লাগলো
স্মৃতির দোলা
তুর্কী শক্তির বিদ্যুতে দোলা জাগলো আবার।
যে-দোলায় দুললো বিষ্ণুর গদাচক্র—
দনুজমর্দিনীর প্রহরণ !

সে দোলায় ভুললো তুগ্রিল ঘ্রেরের মাটির ঘ্রাণ—
দিল্ হারালো সে গঙ্গায়
হারালো দিল্লীকে !
পাণ্ডুয়ার প্রান্তরে ফিরিয়ে দিলো ইলিয়াস্
তুঘ্‌লকী ফৌজ আর ফরমান।
দিল্লীর বল্লায় বাঁধা পড়েনি 'বুলঘাকপুর'—বিদ্রোহী বাঙলা

তোমারি মায়ায় যাদের ললাটে বিদ্রোহের শিখা
একটু ছায়া কি দেবে না তাদের, বিদ্রোহিণী—
রোমাঞ্চিত অক্ষিপক্ষ্মের একটু স্নেহ ?
পাহাড়ের প্রাংশু সন্তান—
তোমার আদিম সন্তানের মতোই যে তা'রা—
প্রাণে শুনতে চায় তোমার প্রাণের ধ্বনি,
তোমার চোখের স্বপ্ন বুনতে চায় চোখে !
পেয়েছে তা'রা,
তোমার হৃদয় দিয়েছ তাদের
নিয়েছ তাদের হৃদয়ের পরিচয়—
মনের সমতল রচিত হয়েছে মাটির এ-সমতলে !
তার সুর মানুষের প্রথম কবিতার মতো অমর !
সে-অমৃতের সন্ধান পেয়েছে বাঁশুলীর মন্দির।
তখনো দিল্লীর ইবাদৎখানায় দীন্‌ইলাহীর জন্ম হয়নি
বাঙলার কোলে যেদিন নদীয়ার জন্ম হলো।

কাবুলের খরপ্রবাহে দ্বিস্রোতা প্রমত্তা গঙ্গা।
দ্বাদশ সূর্য বাঙলার ললাট-সলাম—

অঙ্গে তার মশ্লিনের রশ্মিজাল !
বারবার মুঘলের কামনাগ্নি নিভে যায়—
কামনাগ্নি জ্বলে ওঠে বারবার।
সমস্ত হিন্দুস্থানে সন্ত্রস্ত ধ্বনি ঃ
জল্ল জলালুহু—আল্লাহু আকবর—
সুন্দরবনের সমুদ্রতটে সে-ধ্বনি পৌছয়নি !
শ্যামাঞ্চলে কোথায় লুকোনো আছে অরণি কেউ জানে না—
জানেনি মুঘলসম্রাট—
কোন্ স্ফুলিঙ্গ ছুঁয়ে গেছে সুজার রক্ত
সাজাহান তা জানত না।

মগফিরিঙ্গির শ্যেনলালসা সে-আগুন দেখেনি—
সে-আগুনে ঝলসে যায়নি চার্ণকের চাতুরী
যে-আগুনে আলীবর্দী স্তব্ধ করেছে বর্গীর কামান !
ক্লাইভের মসীলেপে ম্লান হলো পলাশীর আকাশ
মসীলিপ্ত মুর্শিদাবাদ গঙ্গায় ডুবলো—
শ্বেত হাসির উল্লাসে নিভে গেলো শ্যামদ্যুতি।
কিন্তু নিভলো কি আগুন ?
আহিতাগ্নি মাটির বেদনা থেকে যায়—
বিস্মৃত হয়েও মাটির আগুন রেখে যায় অগ্নিবীজ—
আগুনের স্পর্শমণি।
তাই অগ্নিভ্রূণের ব্যাকুলতা তিতু মীরের কেল্লায়,
সিপাহীর ক্ষিপ্ত মশালে তাই তার অশান্ত আবির্ভাব।
সে-মশাল জ্বল্‌লো বাঙলার আকাশে—
পূরবইয়া আগুনের ফিন্‌কি স্পর্শ করলো দিল্লীর শেষ মস্‌নদ-
পেশোয়ার শেষ রক্ত !

নির্মিত হলো ভারতবর্ষের বিরাট অগ্নিশালা !
তবু যেন অন্ধকার কাটেনি—টুটেনি মোহ—
কোন্ আগুনে তৈরি হবে পথ—
কোন্ অগ্নিদেবতায় ঢলাতে হ'বে হবি—
জানেনি ভারতবর্ষ।

জানে তা বাঙলা—জেনেছে অগ্নিগর্ভ শ্যামভূমি।
যুগে-যুগে কুটিরে-কুটিরে কি কঠোর অগ্নিতপস্যা !
কতো মায়ের অঞ্চলচ্ছায়ে সন্ধ্যাদীপের আভায়—
কতো বধূর বাসরদীপের দেহে—
রচিত যে অগ্নিশিখা, জানে।
এ-আগুন চায়নি নীল আকাশ—
রমণীয় রাত্রির অবকাশ চায়নি—
পায়নি ফুল আর ফাল্গুনের ঘ্রাণ
জীবনের ভস্মতিলকে জীবনকে অগ্নিস্মৃতি দান করেছে শুধু।
সে-দান জানে বাঙলাদেশ।
আগ্নেয় রাত্রির আজ অবসান—
প্রভাতের প্রপাতের ধ্বনি আবারও আজ—
নদীর কলনাদ !
মনে পড়ে নদীকে আবার
অশান্ত দেবতার মতো মনে পড়ে।
কোন্ মহাসমুদ্রসঙ্গম তার কামনা—
কতো দূর তটরেখায় প্রভাত-সমুদ্রের শুভ্র বিস্তার—
শান্ত হবে এ-দেবতা ভবিষ্যতের কোন্ শ্যামল সমতলে ?

নতুন দিন

(১৯৪৭)

নতুন দিন

পৃথিবীর সেই সব দিন
সেই সব জন্মের উল্লাস
এখনো স্মরণ করি ঃ
কুমারী মাটির চোখে সেই এক প্রথম বিস্ময়—
প্রথম শিশুর নাম
বলে গেল একদিন স্বপ্নের আকাশ,
ধানের মঞ্জরী দিয়ে লিখে গেল হেমন্তের স্মরণীয় কোনো সূর্যোদয়

সে আশ্চর্য লোহিত জীবনে
ঝরে পড়ে সময়ের ধুলো,
দিগন্ত ধূসর হয় সময়ের শবে।
হে আকাশ, স্বপ্ন চাই
চাই এক নূতন বিস্ময়—
নূতন এ কুমারী কামনা
মাটির গহন অবয়বে।
খনির ভ্রূণের শিশু
অন্য এক সূর্যে মেলে চোখ,
আকাশ আবার ঝিলমিল,
ঢেউ তোলে ঢেউ ভাঙ্গে সময়ের সজীব সলিল

ম্লান হয়ে এলো সেই পৃথিবীর ঘ্রাণ,
সময়ের শিথিল শরীর
মৃত্যুর বুদ্বুদে ক্ষত,
মরা গান

বিস্মৃত আকাশ
মাটির স্থবির চোখে আজ।
এ চোখ আবারও হবে কুমারীর চোখের আকাশ,
স্বপ্নের পাখীর ঝাঁক
সে-আকাশে উড়ে যাবে সহস্র পাখায়।
পৃথিবীর সেই জন্মদিনে
রেখে যাই আমার বিস্ময় ;
আমার চোখের আলো,
মনের খানিক পরিচয়॥

যুদ্ধোত্তর

মেরুর বরফ-দিন আবার ওখানে ফিরে আসে,
ওদের পৃথিবী ভেঙ্গে যায়,
মুছে দিয়ে যায় ধূ ধূ সাদায় আকাশ—
ওদের তাসের দেশ বরফের কঠিন কফিন।
কফিন মোমের সারে ঘেরা—
পথ খোঁজে কফিনের সাদা মানুষেরা,
কথা কয়, কানাকানি করে ঃ
"এবার ফুরোলো বুঝি পৃথিবীর দিন।"

ফুরোয় কি পৃথিবীর দিন?
সূর্য আছে, দেহতটে আছে তাই নূতন জোয়ার,
আবার অরণ্য-দিন নিয়ে আসে জীবনের উজ্জ্বল উল্লাস!
সূর্য আছে, আছে মাটি, ফিরে আসে আকাশ ও চাঁদ
নূতন মানুষ আসে—শোনা যায় মানুষের নূতন নিনাদ!

সূর্য থাকে কালো কালো ত্বকের আড়ালে,
নাইল আর তাইগ্রিস, গঙ্গা-ইয়াংসির তীরে তীরে
আবার সূর্যের আশীর্বাদ।
কালো মানুষের ভিড় সমুদ্রের ঢেউ-এর চূড়ায়,
কালো মানুষের ভিড়
ক্যারাভানে, লাঙলের ভেজা মেটে পথে—
এবার এদের দিন, দিন ভরা এদের শপথে॥

ডাক

শুনি ডাক।
হেমন্তের গভীর বিকাল
ছায়ার পাখীর মত ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁক,
দিগন্তের লাল
নিথর ছায়ার গাছ টেনে নেয় বুকে,
ছায়ার ছোঁওয়ায়
মাটি-ছোঁওয়া আকাশেরে হঠাৎ আকাশ বলে যেন চেনা যায়।

তা'রা ডাকে—
এ ডাকের ঢেউরা কি ছায়া ?
তেমনি নিবিড় হয়ে থাকে
সেই ডাক হেমন্তের সকল বিকালে—
যতো মাঠে হেঁটে গেল তারা—
আমাদের ঘিরে আছে হেমন্তের যতোগুলো মাঠ।
সেই ডাক ভেসে যায় পদ্মার গেরুয়া পালে পালে,
শালবনে করাতের কাঠ
গুঁড়ো গুঁড়ো সেই ডাকে ঝরে ঝরে পড়ে।

ডাকে তা'রা :
বিদ্যুতের সজাগ পাহারা
পার হয়ে সেই ডাক কতো রাত্রি আনে।
যে রাত্রির মানে
দিনের মৃত্যুর মত জানি :

ঝক্‌ঝকে লোহার আগুন,
খনির জোনাকিগুলো,
নীল ইস্পাতের যাঁতা
সে-রাত্রিতে করে কানাকানি।
তা'রা ঘন হয়ে আসে সেই ডাকে মানুষের সহজ ভাষায়,
বারে বারে আমাদের ছুঁয়ে গেল যারা যেন তাদের হঠাৎ
চেনা যায়।

কৃষক

অনেক দূরের থেকে তোমাদের জানি।
বুঁজে আসা নদীর মতন
পুরোনো খানিক রক্ত, খানিক পুরোনো ফিকে মন
হৃদপিণ্ডে করে কানাকানি ;
মাঝে মাঝে তাই
মাটির একটু ছোঁওয়া, আকাশের একটু নিশ্বাস
সমস্ত হৃদয়ে খুঁজে পাই!
তোমরা যে-চোখ নিয়ে মাটিতে তাকাও
যেই ভালবাসা নিয়ে আকাশকে পাও
আমাদের সে-চোখ কোথায়!
কোথায় কোথায় যেন আছে তবু কিছু কিছু মিল—
চোখ যেন ভোলে নাই সবুজ মমতা,
ভোলে নাই আকাশের নীল।
ভুলেছি কি তোমাদেরো, ভাই,
পুরোনো খানিক রক্ত সে কি নয় আমাদেরই খানিক হৃদয়?
দূরের কুয়াশা ভেঙে সে-হৃদয় খুঁজে নেয় অনেক পুরোনো পরিচয়।
পুরোনো খানিক রক্তে তখন জোয়ার!
পুরোনো খানিক রক্তে সমুদ্রের স্বাদ—
পুরোনো খানিক রক্ত বুঁজে-আসা নদী নয় আর॥

শ্রমিক

তোমার অনেক পরিচয়
আমাদের পৃথিবীতে আজ।
সময়ের ইতিহাস বারবার সুরভি-মদির,
ফুলের মতন তুমি ঝরে' ঝরে' ফুটেছ আবার—
পউষের মাটি হয়ে পৃথিবীর হাতে বারবার
দিয়েছ ফাল্গুন উপহার।
আকীর্ণ তোমার হাড়ে সময়ের সমুদ্রের তীর—
স্তূপাকার শুভ্র স্মৃতি সমুদ্রের পাখীর মতন।

তোমার অশ্রান্ত হাত
ধূসর অতীত ভেঙে যেতে যেতে হয়েছে অলাত—
তাই আজ তোমার আভায়
পৃথিবীর সূর্য-দিন, পরিচ্ছন্ন মন
ভবিষ্যৎ বলে চেনা যায়॥

১৯৪২-এর পর

অন্ধকারে আমাদের প্রবেশ-প্রস্থান।
অন্ধকার থেকে তবু কেউ কেউ দেখে গেছে আলো।
আশ্চর্য, সে-সব ম্লান মানুষেরও রক্তে সেই মৃত্যু উপাদান-
নরম মাটিতে বোনা ভারতীয় ধান,
যেই রক্ত চেনে শুধু মরে গেলে চিতার আগুন
চেনে না কামান
সেই মানুষের মনে একদিন এসেছিল মৃত্যুর শপথ—
আলোর নূতন ভগীরথ
দেখেছিল কামানের ভীরু আস্ফালন—
রক্তে মেখেছিল ক্রুদ্ধ বারুদের মদির আঘ্রাণ !

রক্তের ফোঁটায় সেই অন্ধকার—রাত্রির আকাশ।
তারার আকাশ আজ আমাদের গাঢ় অন্ধকার।
অমেয় আলোর ছায়াপথ
দূর থেকে কাছে সরে আসে।
এখন উজ্জ্বল দৃশ্য—অন্ধকারে আর নয় প্রবেশ-প্রস্থান।
"হে হিরণ্যগর্ভ, খোল মুখ—"
ম্লান মানুষের পায়ে আলোর অশান্ত অভিযান—
মৃত্যু ম্লান মানুষের হৃদয় উৎসুক ॥

*২৬শে জানুয়ারী

একটু সময় দিও, হৃদয়ের খানিক সময়
তাদের সে-ছায়ার উপর—
ছায়া হয়ে গেছে যারা তোমাদের ছায়া দেবে বলে'।
তোমাদের ছিল ঘর,
নাবিকের দল তারা ভেসে গেছে কতো দূর সমুদ্রের জলে—
হয়ত আসেনি ফিরে,
তাদের মায়ের চোখ, তাদের প্রিয়ার চোখ কতো রাত্রিদিন
জেগেছিল চিহ্নহীন, স্মৃতিহীন সমুদ্রের তীরে ;
তাদের মায়ের চোখ, তাদের প্রিয়ার চোখ
আরেক সমুদ্র রেখে মুছে গেছে গাঢ় অন্ধকারে !
তোমার প্রাঙ্গনে, দ্বারে
জীবনের, মরণের সেই অন্ধকার
হৃদপিণ্ড ছিড়ে নিতে আসেনি কখনো, কোনোবার।
তোমার রোদের গায়ে মাখা ছিল ছায়া
মায়ের চোখের মতো,
প্রিয়ার চোখের মতো রোমাঞ্চিত মায়া,
ছিল রোদ ঘুম-ভাঙা—রোদের নরম কিশলয় !

একটু সময় দিও মন থেকে—যদি মনে লয়—
তাদের এ ক্লান্তির উপর—
ধূলিতে ধূসর যারা মরুযাত্রী ফিরে এলো ঘরে।
তোমারে করেছে প্রদক্ষিণ
বারবার আশ্বিনের ফাল্গুনের সুরভিত দিন ;

তাদের দিগন্তহীন, নিদ্রাহীন রাত্রির শিয়রে
ছিল মরু-ঝড়।
আকাশে হারিয়ে গেছে তোমাদের স্বপ্নের বলাকা—
নারীর নয়ন হতে রহস্যের শিহরণ মাখা।
নিয়েছ অনেক অনুভব ;
তখন তাদের চোখ পুড়ে গেছে রোদের শিখায়
রক্তের লিখায়
ধূসর মরুর ইতিহাসে
রেখে গেছে নামহীন নাম।
তাদের ছিল না কিছু—যা ছিল তা সব—
অকরুণ আগ্নেয় আকাশে
উজ্জ্বল-সূর্যেরে-দেওয়া গভীর প্রণাম ॥

যৌবনোত্তর

(১৯৪৩ — ১৯৪৮)

যৌবনোত্তর

রাত্রিকে কোনদিন মনে হতো সমুদ্রের মতো ;
আজ সেই রাত্রি নেই।
হয়তো এখনো কারো হৃদয়ের কাছে আছে সে-রাত্রির মানে ;
আমার সে-মন নেই
যে-মন সমুদ্র হতে জানে।

একবার ঝরে গেলে মন
সেই ঝরাফুল আর কুড়োবার নেই অবসর ;
তখন প্রখর সূর্য জীবনের মুখের উপর—
তখন রাত্রির ছায়া জীবনের স্নায়ুর উপর—
জীবন তখন শুধু পৃথিবীর আহ্নিক জীবন।

মহাগণিকা

অনেক মানুষ এলো
অনেক অনেক দিন হতে,
ভালোবেসে গেলো তারা
হে-পৃথিবী,
ভালোবেসে গেলো তোমাকেই।
তা'রা কি তোমার মনে আছে ?—
হে মহাগণিকা,
তাদের হৃদয় আজ তোমার হৃদয়ে বেঁচে নেই

আমরা এসেছি আজ নূতন মানুষ
তোমার পুরোনো প্রেমে ঃ
ভোরের গোলাপ হয়ে ফুটে ওঠে তোমার আকাশ,
অপরাজিতার নীল মুঠোমুঠো ছড়ায় দুপুর,
গোধূলির জবা ফোটে—
অনেকদিনের মতো এখনো ফুরোয় এক দিন।
এখনো তেমনি রাত্রি,
অন্ধকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে কোথাকার আলো যেন উঁকি দেয় অজস্র তারায়,
এখনো তেমনি আছে জ্যোৎস্নার মস্লিন।
তোমার বনের হাওয়া ভিজে-ভিজে সবুজ-মতন,
আকাশের নিচে নিচে পাহাড়ের ধূসর প্রলেপ,
সমুদ্রের ঝিলিমিলি যোজন-যোজন—
তেমনি ত আছে সব,
অনেক অনেক আগে মানুষেরা পেয়েছে যেমন!

এই সব সন্ধ্যা-রাত্রি-প্রভাত-দুপুর
ভালোবেসে রেখে গেছে তা'রা,
পাহাড়-সমুদ্র-বন স্বপ্ন দিয়ে মেখে গেছে তারা,
তারপর ছায়া হয়ে মিশে গেছে সময়ের পুরোনো ছায়ায়।
তাদের স্মৃতির শীত
তোমার হৃদয়ে লেগে নেই,
তোমার হৃদয়ে আজ
হে মহাগণিকা,
ঝলমল সন্ধ্যা-রাত্রি-প্রভাত-দুপুর—
তোমার উত্তাপ আজ আমাদের জীবনের গায়!

মহামৃত্যু

তোমার কাহিনী যেন ছিল এক নীলাভ বিস্ময়
হৃদয়ের,
কথা তার ছিল না কখনো,
ছিল না আকাশ, রাত্রি, দিন।
কথা দিয়ে তার পরিচয়
দিতে চাই!
কোনো এক চকিত আকাশ,
কোনো রাত্রি, মর্মরিত দিন
নিয়ে আসে খানিক বিস্ময়,
খানিক সময়
মনে হয় নীলাভ মসৃণ,
শুধু মনে হয়,
মনের কিনারে তারা আসে আর যায়—
মনের মহিমা কেউ নয়।

তোমার কাহিনী ছিল হৃদয়ের খানিক সময়
সে-সময় ভেঙে গিয়ে নীল,
নেই তার আকাশের, দিনের, রাত্রির, গাঢ় ভাষা;
আমি নেই,
নেই তুমি তোমার চোখের ঝিলিমিল।
ছিল শুধু আমাদের হৃদয়ের খানিক বিস্ময়
হয়ত মৃত্যুর মতো—
মহামৃত্যু তোমার আমার,
তোমার একার মৃত্যু নয়॥

অতীত

যখন জীবনে
একদিন কোনো এক জীবন অতীত হয়ে গেছে—
(সমুদ্রের থেকে দূরে চলে এসে শুনি তবু সমুদ্রের স্বর)
সে-জীবন আমারি এ জীবনের মনের ভিতর
কোথায় কখন যেন করে যায় মৃদু কোলাহল।

সময়ের অক্লান্ত নিয়ম
হয়ত অতীত করে দিতে চায় কোনো এক অতীত জীবন,
কার্তিকের রোদের ফসল
শীতের মাঠের মনে যেমন অতীত ;
শীতের মাঠের মনে সময়ের নিয়মের শীত।

বৈশাখের, আষাঢ়ের, আশ্বিনের আকাশের স্তূপ
সময়ের স্তূপ কেটে মাঠের মাটির জীবাণুরা
আবার হেমন্ত আনে।
আমার হৃদয়ে নেই জলবায়ু আকাশের অনেক অতীত,—
মেঘের অনেক চূড়া—
অনেক হেমন্ত নিয়ে সময়ের অবিশ্রান্ত রূপ।

আমার হৃদয়ে আসে একবার একটি আষাঢ়
মেঘ নিয়ে চলে যায় শুধু একবার,
ধ্বনি তার থেকে যায়
জীবনের কোনো এক নিভৃত গুহায়।

একবার আসে নীল আকাশে আশ্বিন
জীবনের কোনো এক প্রান্ত ছুঁয়ে যায় নীল দিন,
তারপর শুধু তার আভা।
সে-আভা আলোর মতো হঠাৎ কখন
হৃদয় কুড়িয়ে পায়,
জীবনের উষ্ণতার মতো তারে পায় বুঝি মন।

অনুভব

হৃদয়ের অনুভবগুলো।
একদিন স্মৃতি হয়ে যায় ঃ
আকাশে খানিক আর খানিক হাওয়ায়,
কোনো এক পথের কিনারে,
হঠাৎ বিকেলে জানালায়
ছবির মতন যেন কিছু আঁকা থাকে ;
ছবি আছে—রেখা নয়,
ঘোলাটে দূরের রঙে রেখাগুলো মুছে গেছে বলে মনে হয়।
ছবি হয়ে স্মৃতি হয়ে যায়
বিষণ্ণ মেয়ের মতো চোখ তুলে একটু তাকায়
অনুভবগুলো।

নেই আর তাতে গাঢ় হৃদয়ের রঙ ঃ
অনুভবগুলো
হারায়ে ফেলেছে নীড় গভীর হৃদয় হতে এসে বহুদূর,
আকাশের রঙে তার রঙ যেন হয়েছে পাণ্ডুর,
বিকেলের রোদে আর গাছের ছায়ায়
তারে ছুঁয়ে যায়
প্রকৃতির আরেক নিয়ম।

অনুভবগুলো।
কোনোদিন ছিল এরা রক্তের সৈকতে—
শরীরের অশরীরী গান।

সময় খচিত ছিল কারুকার্যে হয়েছিল জীবনের আশ্চর্য নির্মাণ ;
জীবনের হাত থেকে আজ এরা প্রকৃতির হাতে—
ভোরের আলোতে আর সন্ধ্যার ছায়াতে !
হৃদয়ের সকল ক্ষমতা
একে একে প্রকৃতির হাতে দিতে হয়—
হয়ত এ সময়ের অন্য কোনো কারুকার্য—মৃত্যুর বিস্ময়।

হৃদয়ে

যেতে পারো জীবনের খানিক গভীরে ঃ
(বালিয়াড়ি পার হলে আছে এক জলের ইশারা।)
কোলাহল থেকে ফিরে
যেতে পারো হৃদয়ের কাছে।
সেখানে তাদের ভিড়
কোলাহলে আসে নাই যারা ঃ
আছে কথা আরেক রকম
ছবি আছে জীবনের ব্যবহৃত পুরোনো ছবির ব্যতিক্রম ;
আকাশের অন্য কোনো মানে,
সময়ের অন্য কোনো স্রোত
শোনা যায় হয়ত সেখানে।
সেই সব কথা, ছবি, আকাশ, সময়
একদিন কবে যেন হারিয়ে ফেলেছি,
দাঁড়িয়েছি জীবনের রৌদ্রের ভিতর ;
রৌদ্র আছে, আছে ঝিলিমিলি
তবু মনে হয়
ছিল যেন জীবনের অতলে কোথায়
কতো কতো ছায়া !
সে ছায়ার কথা, ছবি, আকাশ, সময়
কোলাহল থেকে ফিরে
হৃদয়ের কাছে দেখা যায় ॥

বিস্ময়

জীবনের কোনো এক দিকে তবু রোদ লেগে থাকে :
ভালো-লাগা কোনো এক আকাশের রোদ,
নীল-হয়ে যাওয়া রোদ জ্যোৎস্নার ভিতর,
কখনো কোথাও কোনো মেয়ের চোখে যে রোদ ছিল।

সময়ের অন্ধকার হাতে,
এই এক অনাত্মীয় সময়ের কঙ্কাল গুহাতে—
স্তূপে স্তূপে অন্ধকার-জীবনেরে তুলে ফেলে দেয় নাই কেউ।
জীবনের এক দিক ছিল—
ছবির মতন এক দিক
দীঘির মতন এক দিক
রোদ আলো রঙ নিয়ে হৃদয়ের কাছে ঝিক্‌মিক।

জীবনের অনেক পাতায়
হৃদয়ের কাছে আর আমাদের ছিল না সম্ভ্রম :
আমাদেরি হৃদয় সে—তবু যেন আমাদের নয়!
হৃদয়েরে গণিকার মতো শুধু ব্যবহার করে গেছে কামুক সময়-
চলে গেছে ফেলে দিয়ে পথের কিনারে
ভুলে থাকা যায় বলে' অকাতরে ভুলে গেছে তারে।
কাছে থেকে, পাশে থেকে হৃদয়ের রোদন শুনেছি।

তবু সেই হৃদয়েও রোদ এসেছিল—
কেবল রোদন নয়,
জীবনের কী এক বিস্ময়!

রাত্রিশেষের কাব্য

এখন যে-কোনদিন দেখা যাবে প্রভাতের প্রপাত আকাশে,
আকাশে জলের মতো আলো
মাটিতে আলোর মতো জল !
এ-দিন অনেক দূরে ছিল
যখন ছিলাম আমি প্রভাতের মতন উজ্জ্বল ।

প্রভাতের দিকে তবু পথের ইশারা—
অন্ধকারে মুখ মেজে অন্ধকার হয়ে তবু প্রভাতের দিকে যেতে হয়
তাই যেন হঠাৎ হৃদয়
খুঁজে পায় পেছনের পথে যারে ফেলে এসেছিল কিরণ্ময় !

সে আজ ধূসর প্রেত, ধূসর মগজে শুধু ঘোরাফেরা করে ;
ঘোরাফেরা করে যেন কোথাও আলোর আশা আছে—
সে-আলো কি পাওয়া যাবে প্রভাতের প্রপাতের কাছে ?

ছিন্ন

আমাদের ছিল যতটুকু বা আকাশ
আজ তা স্মরণ চিহ্ন,—
ভোরের চাঁদের মতো
রজনীগন্ধার মতো—সুরভির খানিক নিশ্বাস।
ছিল পথ যতখানি
আমাদের হৃদয়ের মতন নির্জন—
যে-পথ ফুরিয়ে গেলে
ছায়ার হাতের ছোঁওয়া
ঘন করে দিয়ে যেতো আমাদের মন—
সে-পথ কোথায় গেলো কোলাহল করে করে দূরে ?—
পাখীর ডাকের মতো—
ক্লান্ত ডাক ফিকে হয়ে মিশে যায় যখন দুপুরে।

যেটুকু সময়
এসেছিল একদিন তোমার আমার উপকূলে
আর সে সমুদ্র নয়—
ঢেউ নেই আর,
ঢেউগুলি হয়ত বা বালু-বেলা ধূ ধূ সাদা ছবি—
শুধু দিক-দিগন্তের, দিনান্তের, মনহীন দীন অন্ধকার !

অপ্রেম ও প্রেম

(১৯৪২ – ১৯৫২)

পুনশ্চ

তোমার ছায়ায়
পুরোনো অনেক রোদ পাখীর মতন উড়ে যায়,
পুরোনো অনেক মেঘ নিয়ে আসে অগাধ আকাশ
হয়তো দাঁড়ায় এসে কাছে ঘেঁষে নীল-নীল বন।
আবার আমার মন
খানিক আলস্য চায়, মনের খানিক অবকাশ।

এ-আকাশ ভেঙে গেছে কতো
কতো রোদ মুছে গেছে—উড়ে গেছে মেঘ,
হৃদয়ের ক্ষত
মুঠোমুঠো অন্ধকার ফেলে গেছে জীবনের আলোর উপর-
মুঠোমুঠো মৃত্যু ঢেলে গেছে।
ধূসর স্মৃতির ছায়া হৃদয়েরে ধূসর করেছে ;
ছায়া-ছায়া সময় তখন,
হৃদয়ের নীড় ছেড়ে রোদের পাখীরা যাযাবর,
ছায়া-ছায়া আকাশের রঙ,
ছায়া-ছায়া মন।

ছায়া ছিল, শুধু ছায়া, জানিনি তোমার ছায়া আছে
পুরোনো ছায়ার কাছে
যে ছায়া তারার মতো আলো।

সে-আলোয় ছায়ারা হারালো,
হারালো হৃদয়
আবার নূতন করে দিতে সে পুরোনো পরিচয়।
আবার জীবন এলো, ছিল তার আরেক আকাশ
সেখানে পাখীরা আসে রোদের মতন,
চোখে ঝিলমিল করে নীল-নীল বন—
পাখা মেলে দিতে চায় মনের পুরোনো ইতিহাস ॥

পুরোনো পরিচয়

ভুলিনি সবুজ দিন—ভুলিনি নরম সেই আলো
আছে মনে পরিচ্ছন্ন প্রভাতের কথা ঃ
একটি একাকী মেঘ কোথায় হারায়
একটি রূপালি পাখী রোদে উড়ে যায়
একটি দূরের গাছ আকাশের গা-ঘেঁষে দাঁড়ায়—
মনে আছে ছবিগুলো—মনে আছে লেগেছিলো ভালো

সবুজ এখনো হয় দিন ঃ
একটি মেঘের ছবি ভেঙে ভেঙে কতো ছবি হয়
রাত্রি থেকে উঠে এসে গাছগুলো চেয়ে দেখে দিনের বিস্ময়
জানি সবই হয়
সবি আছে জানি—তবু পৃথিবী কঠিন।

পৃথিবীর রূঢ় আলো মুছে দেয় সব পরিচয়,
সব ছায়া মুছে ফেলে রৌদ্রে এসে দাঁড়ায় হৃদয় !
শিশু-নারী-নীড় ঘিরে একটু আহ্লাদ,
জীবনের ভাঙাচোরা সাধ,
খানিক মধুর ক্ষণ—সময়ের মৃদু কলনাদ
নেই আর, সামান্য এ স্বপ্নগুলো তা-ও নেই আর
আকুলতা নেই শুধু পড়ে আছে পৃথিবীর হাড়,
কঠিন পৃথিবী, শুধু কঠিন পৃথিবী জেগে রয় !

ক্ষমা ক'রো

ক্ষমা ক'রো যদি ভুলে যাই—
ভুলে থাকি পরিচ্ছন্ন প্রভাতের কথা ঃ
কখন প্রভাত এলো ভুলে গিয়ে যদি বা তাকাই
রূঢ় পৃথিবীর দিকে—ক্ষমা করো ভাই।
আকাশের ছবি আছে—সুন্দর আকাশ।
সবুজ পৃথিবী আছে—আকাশের, মেঘের, পাখীর।
সেই পৃথিবীতে বুঝি নেই আর আমাদের হৃদয়ের নীড়,
ক্ষমা ক'রো, নীড়-হারা কঠিন হৃদয়
না-ই যদি পারে দিতে নিজের পুরোনো পরিচয় ॥

সবুজ মেয়ে

সবুজ মেয়েরা আসে বারেবারে এখনো আষাঢ়ে
সবুজ মেয়েরা দলে-দলে।
সবুজ ফুলের রঙ গালে
কচি চুল সবুজের ছায়া
সবুজ মেয়েরা আসে
আলিসায়, জানালায়, আরো যে কোথায়!
কোথায়—কোথায় আসে?
জুঁইফুলে?
কাঁচা রোদে?
মাঠভরা ঘাসে?

একটি সবুজ মেয়ে ভেঙে গেছে কাচের মতন
হয়ত কখন!
সবুজ আলোর কাচ মিশে গেছে আষাঢ়ের রোদে-
তারপর সেই আলো এখন অনেক—
অনেক সবুজ মুখ জানালায়, আলিসায়, মাঠে,
আকাশে তাকায় একা, একা-একা হাঁটে॥

ধ্বনি

ধ্বনি ছিল। ধ্বনি আছে।
তবু কি ছিল কথার ধ্বনি
তোমার আর আমার ?
তোমার মনে আমার ব্যাকুলতা
তোমার স্তব্ধতা—আমার মনে—ছিল কি ?
কোথাও কি ছিল এমন-কথা ?

কোনো আকাশে—আকাশের ওপারে
অণুতে—বিদ্যুতাণুতে—অণুর বিদ্যুতে
ধ্বনি ছিল,
শ্রুতির ওপারে কথার প্রতিশ্রুতি ঃ

অপরূপ কারণ-কণিকায়
নীহারিকার নীরব গুঞ্জন !
তারার দ্বীপপুঞ্জে
বিস্রস্ত সূর্যের হুঙ্কার !
সূর্যের আকাশে ধ্বনি—প্রতিধ্বনি !
পৃথিবীর আকাশে স্বর-প্রস্বর—রব-কলরব !
তবু কথা নয়
তোমার আমার কথা নয়
শীতল উত্তাপ নয় এমন
শিল্প নয়—এমন তপ্ত শীত নয়।
কতো বিদ্যুতের জন্ম আর মৃত্যু
কতো অণুর জীবন ঃ

জন্ম জীবন মৃত্যুর ধ্বনি আমাদের মন।
মৃত্যুর শীত, জীবনের উত্তাপ, জন্মের স্বাদ
স্থানের চূর্ণ কালের বর্ণ কালের বন্যা
তোমার মন—আমার মন
তোমার আমার কথা।

কথা হারিয়ে যায়। হারায়—রাত্রিতে—জ্যোৎস্নায়—অন্ধকারে
ভোরের অবাক আকাশে
নদীর বিকেলে।
মন থেকে হারায় কথা—জীবন থেকে—কথা থেকে জীবন।
হারিয়ে যায়—হারায়
ব্যাকুল স্তব্ধতা—স্তব্ধ ব্যাকুলতা।
কথা নেই
নেই তুমি—নেই আমি।
আকাশ থেকে আকাশে
আবার ধ্বনি।

আকাশের শেষে আকাশে
আকাশের ধ্বনি—সময়ের ধ্বনি।
সময়ের ওপারে
অপরূপ কারণ-কণিকায়
অণুর ধ্বনি।
ধ্বনিহীন ধ্বনি আবার॥

সন্ধ্যা

গন্ধ ওঠে—নদীর গন্ধ, মাছের গন্ধ
মাটির গন্ধ
সন্ধ্যা !
গন্ধ আসে—আকাশের আর অন্ধকারের
তারার—নীহারিকার—শিহরিত শূন্যতার
ছন্দের গন্ধ
সন্ধ্যা !
ছায়ার গন্ধ শহরে—সড়কে
সমুদ্রের গন্ধ পাহাড়ের ছায়ায়
সমুদ্রে সময়ের গন্ধ
সন্ধ্যা !

সন্ধ্যা !
মনের গন্ধ তোমার আমার,
গভীর হয় নিবিড় হয়,
গন্ধ হয় গন্ধ !
তুমি-আমি অন্ধকার—সন্ধ্যা।
তুমি-আমি নদীর গন্ধ—সন্ধ্যা !
তুমি-আমি তারায়-গভীর আকাশ,
সময়-গভীর সমুদ্র,
সময়ের গন্ধ, সমুদ্রের গন্ধ, গন্ধের গন্ধ
দিন নেই, রাত্রি নেই
তুমি-আমি
সন্ধ্যা।

বিভাবরী

তোমার চোখে দু'ফোঁটা রাত এতো গভীর
এতো বিভোর ?
নেই যে আর ভোর-দুপুর নেই বিকেল—
তোমার রাত দু'ফোঁটা রাত নিরুদ্বেল—
এমন স্থির !

দু'চোখ-ভরা দু'ফোঁটা রাত এমনও হয় !
কী অদ্ভুত !
দু'জনই যেন দু'ফোঁটা রাত—রাতের কেউ
দু'জনই যেন অন্ধকার—রাতের ঢেউ
আকাশময় ।

তোমার চোখে দু'ফোঁটা রাত ক্ষণিক রাত—
অনেক রাত
অতীত আর ভবিষ্যৎ উধাও তার,
মায়ের মতো তারার রাতে আকাশ-পার
বাড়ায় হাত !

তোমার চোখে দু'ফোঁটা রাত রাতের ঝড়
কালান্তিক !
দু'জন যেন যোজন-ভরা ঝড়ের মন,
দু'জন যেন করেছি কবে মৃত্যুপণ
পরস্পর ॥

অপ্রেম ও প্রেম

এক

একদিন সব ভুলে যাই।
কিছুই থাকে না আর তোমার আমার
কোনো কথা, কোনো মন, সময়, আকাশ,
শিহরিত সিঁড়ি দিয়ে হৃদয়ের পাতালে নামার
কোনো চিহ্ন, ইতিহাস—
কিছুই না।
মনে ত পড়ে না আর তুমি ছিলে কিনা
তুমি, কোনো মেয়ে, কোনো মেয়ের মতন
অন্ধকার—অন্ধকার স্বাতী-বিশাখার!

থেমে যায় সময়ের স্রোত ;
যেন কিছু হতে চায়—হতে থাকে নিটোল, নিবিড়
মেঘ হয়, মেঘের কপোত—
আকাশের বুক জোড়া পাখী!
ভোরের দূরের নীলে
তাকে নিয়ে আকাশ নরম
নরম মেয়ের মতো—
কোনো মেয়ে কোনো পৃথিবীর।
কোনো মেয়ে—তা-ই মনে রাখি।
শুধু তা-ই! আর তখনো ত
ভুলে যাই একদিন তুমি কেউ ছিলে।

দুই

মনে থাকবে না !
এই আলো, এ বিকেল, এই বেচা-কেনা,
এই কাজ—প্রেম, রাঙা জীবনের দেনা
এ নিবিড় পৃথিবীর, নিজেদের হঠাৎ এ চেনা
মনে থাকবে না।

তবু কিছু থাকবে কোথাও,
এই আলো এই ছায়া যখন উধাও
বিকেলের উপকূলে বিকেলের শ্বাস ফেলে চুপচাপ ঝাউ
আলো-লাগা, ভালো-লাগা মন—নেই তা-ও
তখনো হয়ত কিছু থাকবে কোথাও।

তখনো থাকবে ছবি তোমার-আমার।
দেখবে, পারো না একা হৃদয়ে তাকাতে তুমি আর,
যতোবার
তাকাবে দেখবে কেউ আছে তাকাবার ;
অপলক চোখ যেন কার
তোমার চোখের পাশে—হয়ত আমার।

তিন

আমার আকাশ নেই তবু তারে পেতে দাও
দাও এক কণা
সোনালি সন্ধ্যায় আজ একবার বলো শুধু
বলো : 'ভুলব না'।

তারপর ভুলে যেয়ো তুলে নিয়ো তুই চোখে
নীরব তিমির—
তারপর মুছে যাক এই কথা, এই আলো
এই পৃথিবীর।
তবু চোখে রাখো চোখ ছল হোক আঁকো ছবি
জল-রঙ দিয়ে—
খানিক আকাশ গড়ি ক্ষণিকের আলো-ছোঁওয়া
কথা-দেওয়া নিয়ে॥

চার

আমাদের সেই নীল উজ্জ্বল বিকেল
নেই আর—জানি, মেয়ে, জানি,
সেই ক্ষণ সেই মন করে যায় তবু কানাকানি,
মনে পড়ে সে মায়াবী-পথ—
হাওয়া-মেশা হাওয়ার জগৎ,
হাওয়ার নেশায় দোলা ঝাউ-নারিকেল।

সে বিকেলে ছিল ভালোবাসা
তুমি জানো আমি জানি ছিল দু'টি থরথর মন,
'ভালোবাসি'—তবু কেউ বলিনি তখন
ভুলে গেছি পৃথিবীর ভাষা।

ভুলে গেছি সেই ভুলে তুমি নেই নেই আর আমি
সেই পথ, সে-বিকেল আমাদের জীবনে বেনামি॥

পাঁচ

নিতে পারো কতোটুকু তুমি
দিতে পারো কতোটুকু আর
পারো দিতে হৃদয়ের রাঙা অন্ধকার ?
জানি আমি এ তোমার মনের মৌসুমি—
একটু চোখের ছায়া একটু বা হাতে হাত রাখা।
তোমার এ মৌমাছির পাখা
কেন বলো আমার এ ঝড়ের আকাশে ?

আমার আলোর ঝড় ছুঁড়ে দেয় মুঠোমুঠো তারা
আমার পাতাল—তার চারদিকে রাত্রির পাহারা
এখানে পৃথিবী নেই পৃথিবী ফুলে আর ঘাসে।
এ আগুন নিতে পারো নিতে পারো এই অন্ধকার ?
পারো যদি নিয়ে যাও যা-কিছু আমার॥

ছয়

তোমার এমন মন কোথায় হারালো ?
হারালো হীরার রাত, সোনার সকাল,
বিকেলের ঝিলিমিলি আলো!
সে-মন কি মনে আর পড়ে না এখন—
চৈত্রের আগুনে লাল
ঝলমল মন ?
হায় সব হল অবসান
বুকে পেয়ে হেমন্তের ঘ্রাণ!

আমি ত ভুলিনি সেই কবেকার মন,
কতো ঝড় এলো যে আকাশে
তবু ত আকাশ দেখে শুনে যাই গুনে যাই হৃদয়ের মৃদু বিধূনন—
এ-হৃদয় ভালোবাসা তবু ভালোবাসে।

আমার ফসল নেই,—এই যদি বলো অপরাধ—
আমার হৃদয় আছে, আছে মন, জেনো তবু আছে চৈত্র-চাঁদ ॥

সাত

বৈশাখের আষাঢ়ের আশ্বিনের আলো-ছায়া-গান
মায়াবী মমতা আর অভ্রাণের ঘ্রাণ
মুছে গেলে থাকে শুধু পৌষের কুয়াশা ;
এ-কুয়াশা প্রেত
চোখে তার মরণের অমর সঙ্কেত
মনে তার অন্য এক আকাশের ভাষা।

আমরা পৌষের অভিসারী
নেই আর উষার আগুন,
আকাশে তুষার-ভোর—
রাত্রির নিরাভ আবরণ।
তবু কেন মন
পঞ্চ শরে ভরে নেয় তূণ—
হায়, তবু কেন চোখ চৈত্রের চকোর।
তুমি এক অপরাহ্নে বিষণ্ন রোদের কান্না, নারী।

আট

আসবে কি আকাশ আবার
আসবে কি যেন আর নয় হারাবার
আশ্বিনের নীল দিন, মহাশ্বেতা মেঘ ?
অন্ধকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে নক্ষত্রের আগ্নেয় আবেগ
এনে দেবে রাত্রি বহ্নিমান ?

পৃথিবীর রাঙা মন আবার কি করবে নির্মাণ
পঞ্চ শর, পঞ্চদশী চাঁদ
রিক্ত রক্তে সমুদ্রের স্বাদ ?
ফিরে আর আসবে কি কপিশ কামনা ?

পৌষের তুষার-কণা
বিন্দুবিন্দু মৃত্যু নিয়ে আসে
ধুলোর পৃথিবীময়, ধূসর আকাশে।
ফিরে আসবে না
শরতের সূর্য-রথ, বসন্তের সেনা ;
মৃত সময়ের হিম
তোমারো হৃদয়ে আজ, হে সূর্যপ্রতিম।

নয়

তুমি আশাবরী।
আমি চাই বনছায়া আর তুমি রোদ—
রাজপথে রোদের জ্যামিতি।

চায় না পাখীর বোধ
পৃথিবীর অন্ধকার প্রীতি
অঢেল আকাশে চায় নীল মিহি জরি।

রোদ, শুধু রোদ—সে কি হয়?
একদিন মেঘ আসে—বলো আসে না কি?
তোমারই এ পাখীর হৃদয়
ছায়া নিয়ে সেদিন একাকী;
সব চলা ক্লান্ত হয়, সব জ্বলা নিভে-নিভে আসে—
তখন আমার আশা উজ্জ্বল আকাশে।

দশ

সব দিয়ে গেল।
প্রীতির পৃথিবী ঢেলে রেখে গেলে হৃদয়ে আমার
আকাশের অবকাশ রেখে গেলে মেখে নিতে চোখে।
সকালের মদালস মন
তারার আগুন-ঝরা রাত্রির প্লাবন
তোমার এ-উপহার
পারিনি এখনো ফেলে দিতে।
এখনো হয়তো কোন বসন্ত-বিকেলে
হৃদয়ের শীতে
পেতে চাই তোমার আলো-কে
যেতে চাই তোমার ছায়ায়
হৃদয়ের জ্বরে।
তুমি নেই—নেই—আর সবই থেকে যায়
মনের, প্রাণের খেলাঘরে।

এগারো

আমার সময়
কখনো ফুলের গন্ধ কখনো বা গান
কখনো সোনার সূর্যোদয়।
হয়তো জানো না তুমি, তোমার এ দান।

তুমি সেই পৃথিবীর মন
যে-মন সুরভি হয় ফুলে ;
তুমি সেই আকুল আকাশ
অকূল, অবাক, ধ্বনি, নীলিমিত-সমুদ্র-রমণ ;
নিমীলিত তিমিরের আবরণ খুলে
আগুনের কারুকলা তুমি—
যে-আগুনে জ্বলে মরুভূমি
যার অনুরাগে জাগে ঘাস।

আমি জানি, আমার নির্মাণ
তোমার সুরভিময়—তোমারই এ দান ;
তোমার একটি কথা, অপলক চোখ
আমার আকাশ আর আমার আলোক ॥

বারো

হৃদয় আকাশ হয়ে আছে।
কোনো এক মৃত নাম নীলিমায় নীল
মেঘের আখর নেই, নীল অনাবিল।

কোনো এক মৃত মন সাদা ছায়াপথ
দূরের তারার ফুল—বাসি ফুল—মনের শপথ।
কোনো মৃত হৃদয়ের স্বাদ
ভোরের আলোর জলে মুছে যাওয়া চাঁদ।

হৃদয় আকাশ হয়ে আছে
কোনো এক মৃত প্রেম ভুলে যাই পাছে॥

তেরো

সব আজ খালি।
দিলাম ফিরিয়ে সব। সব আলো সোনালি-রূপালি
তোমার দিনের হাতে। সব তাপ তারার আগুনে।
কথার কতো না মিহি মোলায়েম মসলিন বুনে
জড়ায়ে দিয়েছি মন মৌনতার রাঙা উত্তরীয়ে
তোমার আকাশে তার ধ্বনি শুধু নীরবতা নিয়ে
হয়ে থাক নীল।
প্রাণের নিখিল
হয়তো ছিলে না তুমি। গন্ধ তাই দিয়ে যাই ফুলে
ছোঁওয়া মৃত্তিকার কায়ে। তাই নাও চির হৈমবতী।
আকাশে ও জলে মুছে যাক ব্যর্থ আমার আরতি
পদচিহ্ন মুছে যাক অন্ধকার সময়ের কূলে॥

অবিচ্ছিন্ন

অনেক বছর পরে যদি দেখা হ'ত
যখন আরেক মেয়ে তুমি,
তোমার চোখের থেকে যতো কালো-আলো ঝরে গেছে
আবার নিবিড় হ'ত তা'রা,
অনেক দূরের রাত দূরের ঢেউ-এর মতো এসে মিশে যেতো
এই চুলে—
করাতো কালোর স্নান।
সময়ের সব গাঢ় ঘ্রাণ
আমাদের চারদিকে,
আবার মনের এই চুপ-করে-থাকা
কথা ভুলে যাওয়া,
আবার আকাশ ভরা হাওয়া,
আবার আবার এই সব।

খুঁজে পেতো পৃথিবীর পুরোনো বিভব
হয়ত হৃদয় আর হৃদয়ের বিদায়ী জীবন:
সেই সব নীল নদী ছায়া-ভেজা বন
সাগরের নাটে নটরাজ আকাশের কলরব
অপরিচিতার মৃদু সুরভির মতো,
অনেক বছর পরে আবার তোমারি সাথে যদি দেখা হ'তো।

জন্মদিনে

সূর্যের সোনার নীড়ে
আলোর পাখীরা ফিরে যায়।
রাত্রি আসে।

রাত্রি এসে আমারে শুধায়ঃ
"কী দিয়েছ পৃথিবীরে?"
কী দিয়েছি! দিইনি কিছুই।
বরং নিয়েছি তুমি যা রেখেছ পাশে—
সন্ধ্যার রজনীগন্ধা, ভুঁইচাপা, জুঁই।

নক্ষত্রের আগুনের নীলে
তেমনি জিজ্ঞাসাঃ
"আকাশে কি দিলে?".
দিইনি। গিয়েছি ভুলে
হৃদয়ের ছিল কোন ভাষা—
মালা-গাঁথা হবে কোন্ ফুলে!

পারমিতিহাস

এ বন-লাবণ্য কেন বলো অন্যমনে যদি রাখবেই মুখ ঢেকে ময়না
থাকলোই যদি চোখে নীল অপলক চাওয়া তবে আর যাযাবর
বলাকার পালকের ভার কেন সয় না
সমুদ্র চাই ?—দিতে তাম্র-তমসা তাই ভাস্বতী হতে চাও ইলা
ইন্দ্রানী হতে চাও তুমি শর্বরী মেয়ে উর্বশী-সাধ নেই কেন এই
শবরীর লীলা
রক্তের রাঙা পালে জানো না কি শীলবতী হৃদয়ের লালে কারে
খুঁজছ
উজ্জয়িনী নয় সোনা-মোড়া পাহাড়ের সূর্য
সেখানেও চেরীকূল সেখানেও মেঘনাদ সেখানেও চেরীফুল গুচ্ছ।

ভর্তৃহরি নই আমি হরিকালদেব বাঙলার পাখী হরিয়াল
জানি দূরে উড়ে যেতে আকাশের শেষ দেশে বৃত্রের বৃত্ত
বিশাল ॥
আমি কি পারিনে হতে অর্জুন
পেতে পারি লিচ্ছবী পরী-হোরি মণিমালা চিত্রাঙ্গদা নারী
চৈত্রের হোরা নিয়ে হোরি খেলা বিশাখা-আগুন ॥
লৌহিত্যের মতো রক্তের উপবীতে আমিও ত হতে পারি
ব্রহ্ম-সুহ্ম
মাটির কামনা-মাখা কামাখ্যা মেয়ে দেবযানী উচাটন হবে
কচ উন্মন ॥
কাজ নেই সমুদ্র-কাচে আর মুখ-দেখা দিব্যতা থাক থাক
উর্মিল অঙ্ক
গঙ্গীত ভঙ্গীতে সঙ্গীত দেব আমি মৃত্তিকা-সুরধুনী আনব
কপিলের নর্তকী প্রকৃতির পঙ্ক

মর্ত্যের অনুভবে স্বর্গের সুর-ধ্বনি জানব
মগদের দেবপাল নালন্দা নিয়ে থাক বাঁকানাল আমি রণবঙ্ক॥
করতোয়া-কপোতীর অহল্যা-বক্ষে
কল্লোল-উল্লাসে মল্লিকা-বেলা ফোটে শতকোটি-লক্ষে,
অলক্ষ্যে পাশে বসে পাশা খেলে তিস্তা
সে-ও তো মহাশ্বেতা বিস্তৃতা মুক্তা-হার গাঁথে স্বাতী হয়ে
নয়তো অনীস্থা॥
আমি যবভূমিরাজ বিরাজ আমার আজ যা আছে হৃদয়ে
নয় সবটুকু বিষ তা
আমি যম 'কোপনী কম্রতা আননে' এসো কাননের পাখী
কৃষ্ণপক্ষে
মৃগনাভিগন্ধে মন্দ্রিতছন্দে অলক্তচন্দনে এ-অলকা
ওঙ্কারধাম কর রক্ষে
এসো যজমানী মেয়ে মানবের হিমালয়ে এসো যমী
এ-হীরক কুণ্ডে
যোষিতা প্রোষিতা নও প্রসীদ হে মহাদেবী এ-নাটের
অভাজন শ্রীভরত-তুণ্ডে
চঞ্চলা লক্ষ্মী, ঐরাবৎ-ইরা অবিরল দেবে জল শুণ্ডে॥

এ-বন-লাবণ্য কেন বলো অন্যমনে যদি রাখবেই মুখ
ঢেকে কন্যা
প্রচুর-পয়সী-প্রাচী কেন হতে এলে তবে কেন ছিল চোখে
প্রেমবন্যা
কেনইবা প্রচেতায় এতো ভয় রাগে নয় অভাগিনী শুধু
অনুরাগিনী-সুধন্যা॥

বৈদেহী হতে চাও তাই হও মানময়ী আমিও ত হতে পারি রাম
ছায়া হয়ে উড়ে যাও রাধা হয়ে পুড়ে যাও আমি শ্যাম
নয়নাভিরাম
স্কন্ধে হল নিয়ে বলরাম বেশে ফিরি পুলকিত দেশেদেশে বেশ
ধানসিরি নদী আর সুবর্ণসিঁড়ি কোথা আনন্দে স্কন্দের পায়
আশ্লেষ ॥
শ্রীমন্তরায় আমি দক্ষিণগামী শনি কন্দর্পের নাশে প্রবল নাবিক
এলোমেলো উড়ে চুল আমি চাই জবাফুল সাবিত্রী হও প্রিয়া
প্রবাল-নাভিক ॥
আমার বাসুকীবিষ দিব্যের দীঘি-জলে পরশুরামের হাতে
অশোকের লালে
জানি নিতে পদাঘাত পদ্মিনী হও মেয়ে আসুক তেমন রং
কপোলে-কপালে
কোথা সেই শক্তি কোথায় বা আছে তার লাঞ্ছন স্বস্তির চিহ্ন
তুমি আজ ভাগবতী ছিন্ন !!

আমি জামদগ্ন্য বঙ্গের মল্ল ছিলাম প্রফুল্ল কমলের দলে শ্বেতহস্তী
যুগে-যুগে পুড়ে ছাই তবু যুগে-যুগে পাই উদীচীর দধিচীর অস্থি ॥
আমার শশাঙ্ক আর কামলঙ্কা, জানি, কবি বাহ্লিক-বাল্মিকী
পাবে না কখনো
'অখনতনে'র চোখ বিমর্ষ 'হর্ষে' অবনত অ॰ শষে হিমালয়ে
চিরতন্নু কিরাতিনী-লগ্ন
আমারি তো চন্দ্রাপীড় আদিত্য কাশ্মীরে উহ্লারে কহ্লনে
উল্লাস-সুর

তা'রা যদি মুছে যায় ছিঁড়ে যায় তারাহার তবু তার বাজবে
নূপুর ॥
পূর্বস্ূরীরাই অস্ত যায় আগে উত্তরাধ্যানী অগস্ত্য শূর
রম্যালয় থাকে পম্পানীড় রাখে অগ্নিশিলাময় পৃথ্বিপুর
মনিপুর মুখ ঢাকে পেয়ে মোহমুগ্ধাকে বহুদূরে সরে থাকে
বোরোবুদূর ॥

থাকে অনিরুদ্ধ দীপঙ্করের শোভা শ্বেতাশ্ব-কলি-প্রিয়া রুক্মিণীর।
রবে নীর নীরবের চিরকাল মধুজ্বালা লবঙ্গ-এলাচি-দারুচিনির
অক্ষিবাণে হবে পক্ষীরা বিদ্ধ বৃক্ষের ফল করো যতো না দান
কচ্ছকন্যা দিদ্দা থাকবে কার্থেজে ডিডো-পাখী বহ্নিমান ॥
চাও না মৃত্যুর রাত্রির কলেবর সৈকত চুম্বনসিক্ত
ইন্দ্রজাল চাও, কতো বড়ো শূন্যতা জানো না ত সে যে কতো
রিক্ত ॥
জানকীর মতো মেয়ে আলো চাও, আলো কই, জোনাকির চিতা
নভোনীল পারিজাত অপরাজিতার আলো কোথায়
কোথায় আছে, সীতা !
পৃথিবী চাওনা চাও আকাশ-সলিল
স-লীলা মেদিনী থেকে প্রদোষারা নয় অনাবিল !
যোগিনী বালিকা কেন বন ছেড়ে চাও তপোবন
কেন চাও রূপোলি জীবন ?
এসো ফুলে এসো রূপে বলিযূপে মধুপের শঙ্খিনী দাও হলাহল—
কেন এতো ভালোবাসো কালো পাখী মোহহীন মন
হও কল-হংসিনী নাও এ-মৃণাল
আমার তামসী জায়া করেছ আমারে ভস্ম ভাস্বতী
তুমি চিরকাল ॥

আমার পাষাণ বুক বারবার ভেঙে যায় বারবার ফিরে আসে
পাঁকে
মোহনদরজা আমি শাশ্বত পঙ্কজ দ্বারেদ্বারে নাম লেখা থাকে।
আমার তামার মাটি কোল দেয় দেয় রাজ-অঙ্ক
হাতে দেয় সমুদ্রশঙ্খ
আমি রণবঙ্কমল্লদেব হই ভীত চাঁদসূর্য মেঘে মুখ ঢাকে
কমলাঙ্ক আঁকে ওঁ আমার প্রথম নাম আমার প্রথম মন
অন্ধকার শুধু মনে রাখে ॥

এ-কবিতাটি যেমি ইতিহাস-রচনায় তেমি ছন্দরচনায় একটি পরীক্ষা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যাচ্ছে না বলেই নিয়ত এর কলেবর পরিবর্তিত হচ্ছে। ছন্দে পর্ববিভাগ আছে এবং নয় মাত্রার ছন্দ হয় না বলে যে ভ্রান্ত ধারণাগুলো আমাদের মনে ছিল এ-পরীক্ষায় এ-টুকুমাত্র অন্তর্হিত হলো।